নগর সংস্করণ

শনিবার

১৬ নভেম্বর ২০২৪

১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

প্র ছুটির দিনেসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ১৩

যথেচ্ছ অনিয়মের সুযোগ বন্ধ, তবে সংকট কাটেনি

পর্ব ১ | ব্যাংক ও আর্থিক খাত

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বেশি ক্ষতি হয়েছিল আর্থিক খাতে। এখন পর্যন্ত এ খাতেই দৃশ্যমান উদ্যোগ বেশি।

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

ব্যাংক দখল করে মানুষের জমানো টাকা হাতিয়ে নেওয়া, ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আঁতাত করে কিংবা সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা বের করা, বাণিজ্যের ছদ্মবেশে অর্থ পাচার, ঋণখেলাপিদের নানা সুবিধা দেওয়া, টাকা ছাপিয়ে ব্যাংক টিকিয়ে রাখা, বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে ধস—ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আর্থিক খাতে ছিল এই চিত্র। দায়িত্ব নেওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারকে সবার আগে এই পচন থামাতে পদক্ষেপ নিতে হয়েছে, যথেচ্ছ অনিয়মের সুযোগ বন্ধ করতে হয়েছে। এর ইতিবাচক ফলও এসেছে; কিন্তু সংকট পুরোপুরি কাটেনি।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম ১০০ দিনে দীর্ঘদিন ধরে চলা ডলার-সংকটের আপাত সমাধান হলেও ব্যাংকিং খাতে যে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে, তা দূর করা যায়নি। বেসরকারি ৫-৬টি ব্যাংক থেকে গ্রাহকেরা এখনো চাহিদামতো টাকা তুলতে পারছেন না। এই ব্যাংকগুলো ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সবচেয়ে বেশি লুটপাটের শিকার হয়েছিল। এসব ব্যাংকে অনিয়ম বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আগের পরিচালনা পর্ষদ বাতিল হয়েছে। কিন্তু তাদের তারল্যসংকট দূর হয়নি।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে বেশ কিছু ব্যাংককে ধার দিয়ে আসছিল। নতুন সরকার গঠনের পর টাকা ছাপিয়ে ধার দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। তাদের টাকার জোগান দিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে এই ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো চাহিদামতো টাকা ধার পাচ্ছে না। ফলে প্রয়োজন অনুসারে টাকা তুলতে না পারায় গ্রাহকের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সার্বিকভাবে, ব্যাংক খাতের ওপর গ্রাহকের আস্থা ফিরে আসেনি।

নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েই আর্থিক খাত সংস্কারে বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়। নতুন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর কয়েক দিনের মধ্যেই ১১টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেন। কমিটি গঠিত হয় ব্যাংক খাত সংস্কার ও পাচার করা অর্থ উদ্ধারে। তবে বিশ্লেষকেরা মনে করেন, একটি পরিষ্কার পথনকশা না থাকায় তড়িঘড়ি করে নেওয়া সংস্কার উদ্যোগ দুর্বল হয়ে পড়ছে। নীতি ও উদ্যোগের অভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের মধ্যেও সংস্কারপ্রক্রিয়া টেকসই হওয়া নিয়ে রয়েছে নানা সংশয়। লুটপাটের কারণে দুর্বল হয়ে পড়া ব্যাংকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে, নাকি এগুলো একীভূত করা হবে, নাকি মালিকানা বদল বা মূলধন জোগান দিয়ে শক্তিশালী করা হবে, সেই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তরও কেউ দিতে পারছেন না।

ব্যাংক খাতের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দেশের আর্থিক খাতে যে বিশাল সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার সামাল দেওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

৫ পরামর্শ

সংকটে থাকা কিছু ব্যাংক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে

মোস্তফা কে মুজেরী
সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ,
বাংলাদেশ ব্যাংক

মোস্তফা কে মুজেরী

ব্যাংক ও আর্থিক খাতে এখন পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাতে সংকট সামাল দেওয়া গেছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান পুরোপুরি হয়নি। ব্যাংকগুলোর পর্ষদ ভেঙে দিয়ে লুটপাট বন্ধ করা গেছে। অনিয়মের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে টাকা বের করে নেওয়ার পথ বন্ধ করা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের পতনও থেমেছে।

ব্যাংক খাতে এখন দ্রুততম সময়ে পরবর্তী

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

রাজধানীতে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে দুই খুন

ধানমন্ডি ও হাজারীবাগ

ধানমন্ডিতে নিজ বাসায় খুন হয়েছেন যুক্তরাজ্যপ্রবাসী এক ব্যক্তি। হাজারীবাগে কিশোর গ্যাংয়ের হাতে খুন হয়েছে এক কিশোর।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চুরির ঘটনা প্রতিহত করতে গিয়ে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে রাজধানীতে দুটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে পুরাতন ধানমন্ডি এলাকায় নিজ বাসায় খুন হয়েছেন যুক্তরাজ্যপ্রবাসী প্রবীণ এক ব্যক্তি। আর হাজারীবাগে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে এক কিশোর।

ঢাকা মহানগর পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, পুরাতন ধানমন্ডি এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে চুরির ঘটনাটি ঘটে। এ সময় বাধা দিতে গেলে ছুরিকাঘাতে নিহত হন এ কে এম আবদুর রশিদ (৮২)। তিনি যুক্তরাজ্যপ্রবাসী। গত সেপ্টেম্বরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সুফিরা রশিদ দেশে এসেছিলেন। ঘটনার সময় সুফিরাও ছুরিকাহত হয়েছেন। হাজারীবাগে নিহত কিশোরের নাম শাহাদাত হোসেন। বৃহস্পতিবার রাতে সাড়ে ১১টার দিকে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের ছুরিকাঘাতে নিহত হয় ওই কিশোর।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার মো. মাসুদ আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

পরিবার ও পুলিশ বলছে, রশিদ ও সুফিরা দম্পতি পুরাতন ধানমন্ডিতে পাঁচতলা একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় থাকতেন। বাকি তলাগুলো ভাড়া দেওয়া ছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

সুধী সমাবেশ

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

অভ্যুত্থানের চেতনায় ভিন্ন এক সন্ধ্যা

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

এবার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সব আয়োজনের ভাবনার কেন্দ্রে ছিল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'জেগেছে বাংলাদেশ।'

জেগেছে বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

দিনে দিনে পেরিয়ে গেল *প্রথম আলোর* পথচলার ২৬ বছর। এ উপলক্ষে সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়জনদের নিয়ে এক প্রীতিময় সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু মিলনায়তনে ছিল এই আয়োজন। বরাবরই বর্ষপূর্তিতে প্রিয়জনদের সান্নিধ্য লাভের এমন আয়োজন হয়ে থাকে। তবে এবার আয়োজনের মূল সুরটি ছিল ভিন্নতর।

দেশে সদ্যই এক বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বহু তরুণ তাজা প্রাণ, বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বৈরশাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সমাজে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর জনমানসে জেগেছে বৈষম্যহীন, মুক্ত, মানবিক, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সে কারণে এবার *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সব আয়োজনের ভাবনার কেন্দ্রে ছিল এই গণ-অভ্যুত্থান। প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'জেগেছে বাংলাদেশ'। তাই গতকালের প্রীতিসমাবেশের মূল সুরটিও ছিল ছাত্র-জনতার সফল অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে।

নির্ধারিত সময় মেনে সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। তবে অতিথিদের আগমন শুরু হয় আরও ঘণ্টাখানেক আগে। তাঁরা প্রারম্ভিক সময়টুকু উপভোগ করেছেন ছবি তুলে, নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতার ফাঁকে হালকা খাবার ও কোমল পানীয়তে চুমুক দিয়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, দেশি-বিদেশি কূটনীতিক, শিল্পোদ্যোক্তা, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, নারীনেত্রী, শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের গুণীজন, পদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, আইনবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি—সবাই এসেছিলেন অতিথি হয়ে।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে *প্রথম আলোর* নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ বলেন, 'দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বরা এখানে সমবেত হয়েছেন। আপনাদের উপস্থিতিতে আমরা অনুপ্রাণিত।' তিনি অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানান। সাজ্জাদ শরিফ বলেন, 'গত ২৬ বছরে আমরা একনিষ্ঠভাবে স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টা করেছি। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময়ও তা অব্যাহত ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।'

এরপর জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতার পর্ব শুরু হয়।

'বিদ্রোহে বিপ্লবে'

মিলনায়তনের উভয় পাশের দেয়াল ও মঞ্চের দুই পাশে স্থাপন করা হয়েছিল বড় আকারের এলইডি পর্দা। স্বাগত পর্বের পর সেখানে প্রদর্শন করা হয় প্রামাণ্যচিত্র 'বিদ্রোহে বিপ্লবে'।

প্রামাণ্যচিত্রের শুরুতেই 'আমার ভাই কবরে/ খুনি কেন গদিতে', 'রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়' এমন বজ্রনির্ঘোষ স্লোগান ভেসে আসে নেপথ্য থেকে। পর্দায় ভেসে ওঠে রংপুরের আবু সাঈদের ছবি। যেন অগণিত কণ্ঠের ওই স্লোগানকে বাস্তবে পরিণত করতেই তিনি বুক টান করে দাঁড়িয়েছেন পুলিশের উদ্যত বন্দুকের সামনে। তারপর মুহুর্মুহু গুলির শব্দ! কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন সাঈদ। কিন্তু পালানোর কথা ভাবেননি। কী অসমসাহস! কী অনন্য বীরত্বে শেষ শক্তিটুকু একত্র করে অটল দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের পায়ের ওপর মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অবধি। পরদিন তিনি ছবি হয়ে এলেন *প্রথম আলোর* প্রথম পাতায়।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

লতিফুর রহমান পুরস্কার পেলেন এ কে এম জাকারিয়া

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নামে চালু করা বর্ষসেরা সাংবাদিকতার পুরস্কার এবার পেয়েছেন *প্রথম আলোর* উপসম্পাদক এ কে এম জাকারিয়া।

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে আয়োজিত সুধী সমাবেশে এ কে এম জাকারিয়ার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে হয় এই অনুষ্ঠান।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

প্রথম আলোর উপসম্পাদক এ কে এম জাকারিয়ার হাতে ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নামে চালু করা বর্ষসেরা সাংবাদিকতার পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিমিন রহমান ও *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান। গতকাল রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে। ছবি : জাহিদুল করিম

জাতীয় নাগরিক কমিটির সমাবেশ

তরুণদের রাষ্ট্রকল্পনায় বাধা দেওয়া যাবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তরুণদের রাষ্ট্রকল্পনায় বাধা না দিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, 'আপনারা তাদের রাষ্ট্রকল্পনায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আগামী নির্বাচনে গণ-অভ্যুত্থানের মতো তরুণদের একটি ব্যালট বিপ্লব হবে। সেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তরুণেরা নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় যে লেজিটিমেসির (বৈধতা) কথা আপনারা বলছেন, সেখানে আপনাদের কবর রচনা করবে।'

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। 'জুলাই গণহত্যায় দায়ী আওয়ামী লীগের বিচার এবং শহীদ পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসনের দাবিতে' এই সমাবেশ করা হয়।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ১০০ দিন উপলক্ষে আয়োজিত এই সমাবেশে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অভিযোগ করেন, বিভিন্ন দল টাকা ও মামলার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সেটেলমেন্টে (সমঝোতা) চলে গেছে। অনেক বড় বড় দল প্রতিনিয়ত আওয়ামী লীগের ব্যবসায়ী, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের আড়াল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অভ্যুত্থানে আহতদের 'টাকা দিয়ে পকেটস্থ' করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের নিয়ে রাজনীতি না করতে এবং শহীদ পরিবার ও আহতদের দ্রুত পুনর্বাসন করার দাবি জানান তিনি।

কোন মানদণ্ডে উপদেষ্টা পরিষদ বর্ধিত করা হলো, সে বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য দাবি করেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাসিবাদের দোসররা বিরাজমান, তারা আওয়ামী লীগকে রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ যেখানেই ফ্যাসিবাদের দোসর বিরাজমান, অতি সত্বর তাদের বিদায় করতে হবে। গণকমিশনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও তাঁর দোসরদের দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়ায় নিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

পাড়া-মহল্লায় সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা, লুটেরা, চাঁদাবাজ ও নিপীড়কদের হাত থেকে দেশকে রক্ষায় তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান নাসীরুদ্দীন। তিনি বলেন, আগামীর ব্যালট বিপ্লবে লুটেরা, চাঁদাবাজ, মাস্তান, মাফিয়া ও পরিবারতন্ত্রের কবর রচনা করতে হবে।

আগামী দিনে দেশে ক্ষমতায় আসতে হলে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে কথা বলতে হবে বলে সমাবেশে উল্লেখ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য মশিউর রহমান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদ আমেরিকা, ইউরোপ বা ভারত ঠিক করবে না। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, '...রাজনৈতিক দলগুলোর মুখ থেকে শুনতে হচ্ছে আওয়ামী লীগকে এত ফ্যাসিস্ট বলা পছন্দ করছি না, বঙ্গভবন থেকে শেখ মুজিবের ছবি নামানো ঠিক হয়নি, মুজিববাদী সংবিধানই আমাদের লাগবে...। তাদের মুখ থেকে এসব কথা শুনলে বিপ্লবের চেতনা...শহীদ পরিবার ও আহতদের মন কাঁদে।'

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ভেতরের পাতায়

নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনে কেন স্বস্তি নেই

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ তিন মাস পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে সরকার কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলো কি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন **কল্লোল মোস্তফা**

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টিয়ার ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেসের অষ্টম কংগ্রেসে গুমের শিকার হওয়া ভুক্তভোগী পরিবারের একাংশ। গতকাল সকালে রাজধানীর গুলশান-১-এর বেঙ্গল ক্যানারি পার্ক হোটেলে। ছবি : আশরাফুল আলম

খুনের চেয়েও খারাপ অপরাধ গুম

এএফএডির কংগ্রেসে বক্তারা

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের মানবাধিকারকর্মীরা অংশ নেন। গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনেরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কেউ মারা গেলে অথবা কাউকে হত্যা করা হলে তার লাশ পাওয়া যায়। স্বজনদেরও ধীরে ধীরে কষ্ট কমতে থাকে। পরিবারের সদস্যরা সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করেন। তবে গুমের শিকার হলে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। ভুক্তভোগী বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে, শুধু এই তথ্যটুকু না পাওয়াটা প্রতিমুহূর্তে তাঁদের কুরে কুরে খায়। গুমের এমন ঘটনাগুলো খুনের চেয়েও খারাপ অপরাধ।

গতকাল শুক্রবার এশিয়ান ফেডারেশন এগেইনস্ট ইনভলান্টিয়ার ডিজঅ্যাপিয়ারেন্সেসের (এএফএডি) অষ্টম কংগ্রেসে বক্তারা এসব কথা বলেন। রাজধানীর গুলশানের হোটেল বেঙ্গল ক্যানারি পার্কে মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সহযোগিতায় এই কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়। অধিকারের সভাপতি অধ্যাপক সি আর আবরারের সভাপতিত্বে সভায় বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশের মানবাধিকারকর্মীরা অংশ নেন। গুমের শিকার ব্যক্তির স্বজনেরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

> যে দলটি জোরপূর্বক গুম করেছে, দুর্নীতি করেছে অথবা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদের শিকড় অনেক গভীরে। তাদের সঙ্গে লড়াই করা অনেক বড় কাজ, এটি সহজ নয়।
>
> **অধ্যাপক আসিফ নজরুল**, আইন উপদেষ্টা

সভায় অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল স্বজনদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি যখন গুম হওয়া মানুষগুলোর ছবির দিকে তাকাই, তখন আমি আপনাদের বেদনা বুঝতে পারি। আমরাও তো মানুষ। আপনারা যাঁরা স্বজনদের ছবি নিয়ে এসেছেন, আমি দেখি আর ভাবি, আমার বাচ্চাটা গুম থাকলে আমার কী অবস্থা হবে। আমি যদি গুম হই, আমার স্ত্রীর কী অবস্থা হবে, আমার মায়ের কী অবস্থা হবে।'

আসিফ নজরুল বলেন, 'এগুলো চিন্তা করলে মনে হয়, যারা গুমের নির্দেশ দেয়, গুমের চিন্তা করে, আমার মনে হয় তাদের পরিবারগুলোকেও আমরা এমন অনুষ্ঠানগুলোয় নিয়ে আসি। তারা দেখুক, তাদের পিতা, সন্তান বা ভাইয়েরা কী করেছে। আমি এখনো বিশ্বাস করি, খুনের চেয়েও খারাপ অপরাধ গুম। একটা মানুষ মারা গেলে তো জানা যায়, তার মরদেহ পাওয়া যায়। কিন্তু এটা কী যে দুঃসহ যন্ত্রণা! একজন মানুষ জানে না যে তার স্বজন কি বেঁচে আছে, নাকি নেই। আমরা গুম হওয়া পরিবারগুলোর পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের বিষয়ে অবশ্যই ভাবব।'

গুম-সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর তদন্তে সরকার খুব শক্তিশালী একটি কমিশন গঠন করেছে বলে জানান আইন উপদেষ্টা। তিনি বলেন, এই কমিশন অপরাধের গভীরে যেতে এবং প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। তিনি বলেন, 'আমরা অবশ্যই এসব ঘটনায় জড়িতদের বিচারের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গুম-সংক্রান্ত তদন্ত কমিশন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় করতে পারে। গুম-সংক্রান্ত কমিশনের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলো ট্রাইব্যুনালে বিচার পরিচালনার জন্য কার্যকর হতে পারে।'

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১৫ থেকে ১৬ বছরে সব অপরাধ হয়েছে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, 'যে দলটি জোরপূর্বক গুম করেছে, দুর্নীতি করেছে অথবা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তাদের শিকড় অনেক গভীরে। তাদের সঙ্গে লড়াই করা অনেক বড় কাজ, এটি সহজ নয়। তারা ১৫ বছর ধরে শক্তি সঞ্চয় করেছে। আর আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরে এই

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আজকের আবহাওয়া

অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১২ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ১৪ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনী ও কক্সবাজারে ৩২.৫° সে.
সর্বনিম্ন : শ্রীমঙ্গলে ১৬.২° সেলসিয়াস

আজ শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকায় শুরু হতে যাচ্ছে বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন-২০২৪। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) তৃতীয়বারের মতো বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন (বঙ্গোপসাগর সংলাপ)-এর আয়োজন করেছে। আজ শনিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এই আয়োজনের উদ্বোধন করবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

গতকাল শুক্রবার সোনারগাঁও হোটেলে সিজিএস আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে 'বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৪' আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'একটি ভঙ্গুর বিশ্ব'।

সংবাদ সম্মেলনে সিজিএসের নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সূচনা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হবে। এতে ৮০টি দেশের দুই শতাধিক আলোচক, ৩০০ প্রতিনিধি এবং ৮ শতাধিক অংশগ্রহণকারী অংশ নেবেন।

এবারের আলোচনার বিষয়গুলো হচ্ছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অপতথ্য, জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্য, ভূরাজনীতি এবং মানবাধিকার। প্রতিদিন সকাল সাড়ে নয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ৭৭টি সেশন চলবে।

আয়োজন সম্পর্কে জিল্লুর রহমান বলেন, এ ধরনের সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই সরকারের সমর্থন থাকে। তাঁরা সরকারের কাছ থেকে অন্য কোনো সহায়তা চান না। তাঁদের চাওয়া, সরকার যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এ ধরনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং হয়।

আগের দুবারের আয়োজনে সরকারের পক্ষ থেকে নানা বাধা দেওয়া হয়েছিল উল্লেখ করে জিল্লুর রহমান বলেন, অতিথিদের না আসার জন্য বিভিন্ন হাইকমিশন থেকে নিরুৎসাহিত করা হতো। দেশীয় অতিথিদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ফোন করে বারণ করত। ব্যবসায়ীদের ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করত। তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ফোন করে এমন আচরণ করেছেন যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে তাঁর (জিল্লুর রহমানের) দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল, তাঁরা আর কথা বলতে চাইতেন না, দেখাও করতে চাইতেন না। দ্বিতীয়বারের আয়োজনে কোনো অংশীদার পাননি। তিনি আরও বলেন, সিজিএস সরকারবিরোধী বলে অতিথিদের জানানো হতো। জিল্লুর রহমানসহ তাঁর সহকর্মীদের নানাভাবে হেনস্তা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তবে তৃতীয়বারের আয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন জিল্লুর রহমান।

এবারের সম্মেলনে সিজিএসের আয়োজক সহযোগী হিসেবে রয়েছে ইউএসএইড, ইউএন বাংলাদেশ, ইউএনডিপি, দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন, অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন বাংলাদেশ, কানাডিয়ান হাইকমিশন বাংলাদেশ, অ্যাম্বাসি অব দ্য কিংডম অব দ্য নেদারল্যান্ডস, ফ্রেডরিখ ইবার্ট স্টিফটাং, এয়ার এশিয়াসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সিজিএসের চেয়ারম্যান মুনিরা খান, চিফ অব স্টাফ দিপাঞ্জলী রায় ও প্রোগ্রাম ডিরেক্টর সুবীর দাস।

বাংলাদেশের চাহিদার আলোকে ভারতের চাহিদাকে দেখতে হবে

আলোচনা সভায় হোসেন জিল্লুর

'অভিন্ন নদীর পানি ও ভারত প্রশ্ন : সমাধানের রাজনীতি কী?' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

> ভারতের নিরাপত্তাঝুঁকি, হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, মৌলবাদের উত্থান—এসব বিষয়ের কথা বলে বাংলাদেশে একটি দলকে অব্যাহতভাবে ক্ষমতায় রেখে ভারত তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়।
>
> **আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী**, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য

ভারতের চাহিদা বাংলাদেশের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, 'ভারতের কী চাহিদা, সেটা কিন্তু আমাদের প্রথম পাঠ হতে পারে না। প্রথম পাঠ হতে হবে বাংলাদেশের চাহিদাগুলো কী। সেই চাহিদার আলোকে ভারতের চাহিদাকে দেখতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে।'

'অভিন্ন নদীর পানি ও ভারত প্রশ্ন : সমাধানের রাজনীতি কী?' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় হোসেন জিল্লুর রহমান এ কথাগুলো বলেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সভার আয়োজন করে ইউনিটি ফর বাংলাদেশ।

ভারত নিয়ে বাংলাদেশিদের মনোজগতে প্রচণ্ড একটা পরিবর্তন আনা দরকার বলেও মনে করেন হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি ভারতকে 'বৃহৎ প্রতিবেশী' রাষ্ট্র বলার বিপক্ষে। তাঁর মতে, 'বৃহৎ' শব্দটার মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক বার্তা যায়। ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে তা নিয়ে দ্বিমত নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেকোনো স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী রাষ্ট্র সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে।

ভারতের আধিপত্যবাদিতাকে বাস্তবতা উল্লেখ করে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'এই বাস্তবতার বিভিন্ন উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি—অসম চুক্তি, অসম অর্থনৈতিক সম্পর্ক। নির্বাচনে হস্তক্ষেপটা চূড়ান্ত ছিল। আরও একটা বড় বিষয় হচ্ছে নীতি গ্রহণের সার্বভৌমত্ব—এটা আমরা নীরবে বিসর্জন দিয়েছি।...ভারতকে গালাগালি করে নিজেদের ভুল অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই।' তিনি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন শক্তির জায়গায় পুনর্গঠন করতে চাইলে প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করা।'

জিল্লুর রহমানের মতে, অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম দুর্বলতা হলো তারা (সরকার) বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা ধারণ করছে, কিন্তু মাধ্যম বেছে নিয়েছে ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিকতা। তিনি বলেন, আমলাতন্ত্র দরকার, কিন্তু আমলাতান্ত্রিকতার শিকড় উপড়ে না ফেললে এই অবস্থায়ই থাকবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ভারতের নিরাপত্তাঝুঁকি, হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, মৌলবাদের উত্থান—এসব বিষয়ের কথা বলে বাংলাদেশে একটি দলকে অব্যাহতভাবে ক্ষমতায় রেখে ভারত তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চাইলে নতুন অ্যাখ্যান তৈরি করতে হবে। পারস্পরিক সম্মানবোধ, পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং হস্তক্ষেপ করা যাবে না—এই তিন বিষয়কে ভিত্তি ধরে দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক কাজ করেনি। এত বড় দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বজায় রাখার সক্ষমতা ছোট দেশের থাকে না। পানির মতো আঞ্চলিক সমস্যাগুলোয় চীনসহ সব অংশীজনকে সঙ্গে নিয়ে আঞ্চলিকভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে সংস্কার আনা প্রয়োজন বলে মনে করেন লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত বিষয়ে বাংলাদেশ মোটাদাগে দুটি নীতি অনুসরণ করে আসছে। হয় ভারতের প্রতি আনুগত্য, নয়তো ভারতবিরোধিতা। এই দুই নীতি থেকে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি। দ্বিপক্ষীয়ভাবে সমস্যার সমাধান হবে না, সার্কের পুনর্গঠনের মাধ্যমে এমন জোটের মতো আঞ্চলিক শক্তির ওপর তিনি গুরুত্ব দেন।

বাংলাদেশের আন্তসীমান্ত নদী ৫৬টি নয়, ১২৩টি বলে দাবি করেন রিভারাইন পিপলের মহাসচিব শেখ রোকন। আন্তসীমান্ত নদীগুলো থেকে পানির ন্যায্য হিস্যা বুঝে নিতে চাইলে প্রতিটি নদীর জন্য আলাদা চুক্তি করলে হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের সঙ্গে সর্বোচ্চ তিনটি চুক্তি হতে পারে—গঙ্গাভিত্তিক, ব্রহ্মপুত্রভিত্তিক ও মেঘনাভিত্তিক চুক্তি।

আলোচনা সভায় ধারণাপত্র তুলে ধরেন আফিফা রাজ্জাক। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পানিবণ্টনের চুক্তিগুলো 'অনেকটাই দায়সারা' বলে ধারণাপত্রে উল্লেখ করা হয়।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষক দীপ্তি দত্ত, সিপিবির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন ও রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিটি ফর বাংলাদেশের মুখপাত্র মঞ্জুর মঈদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অনিক রায়।

বেতন পেলেন টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকেরা, কারখানা খুলবে আজ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরের টিএনজেড অ্যাপারেলস গ্রুপের পাঁচটি কারখানার সাড়ে ছয় হাজার শ্রমিক ও কর্মীর বেতন পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁদের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হয়। এদিকে আজ শনিবার থেকে কারখানা চালু হবে বলে নোটিশ দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

গাজীপুর নগরের মোগরখাল এলাকার টিএনজেড অ্যাপারেলস গ্রুপের পাঁচটি কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় স্টাফসহ সাড়ে ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করেন। এই শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের দাবিতে গত শনিবার সকাল নয়টা থেকে সোমবার রাত পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন। পরে সোমবার রাতে ঢাকায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করে বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানানো হয়। রাতেই অবরোধ প্রত্যাহার করেন শ্রমিকেরা। ওই বৈঠকে রোববার পর্যন্ত সময় নেওয়া হলেও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কারখানার শ্রমিকদের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে (এমএফএসে হিসাব) টাকা পাঠানো হয়।

টিএনজেড অ্যাপারেলস গ্রুপের চেয়ারম্যান হেদায়তুল হক বলেন, 'শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে সহযোগিতা করায় উপদেষ্টাসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. শফিকুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব সবুর হোসেন, বিজিএমইএর অতিরিক্ত সচিব রফিকুল ইসলামের কাজে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

এদিকে বেতন পেয়ে শ্রমিকেরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কারখানার শ্রমিক সুমন মিয়া মুঠোফোনে বলেন, 'রোববারের মধ্যে বেতন পরিশোধের জন্য সময় নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিকাশ অ্যাকাউন্টে বেতন পেয়ে গেছি।'

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

বাসসকে নাহিদ ইসলাম

অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে গতকাল বাসসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

বাসস, *ঢাকা*

নাহিদ ইসলাম

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার মতপ্রকাশ ও সমাবেশ করার স্বাধীনতার পাশাপাশি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। গণমাধ্যমে হস্তক্ষেপ না করাকে সরকারের আরেকটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখছেন তিনি।

সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার বাসসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তথ্য উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি বলেন, তাঁর মন্ত্রণালয় বা সরকার এই ১০০ দিনে গণমাধ্যমের কার্যক্রমে কখনোই হস্তক্ষেপ করেনি। গণমাধ্যম এখন পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের ৫৩ বছরের ইতিহাসে দেশের জনগণ ও গণমাধ্যম কখনো এমন স্বাধীনতা ভোগ করেছে কি না, তা আমাদের জানা নেই।'

সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা তুলে ধরে নাহিদ ইসলাম বলেন, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'যেহেতু দেশে ১৬ বছর স্বৈরাচারী অবস্থা ছিল, সেই সময়ে দেশবাসীর অনেক কথা ও দাবি জমা ছিল। এখন তারা সেগুলো প্রকাশ করছে। আমরা তাদের জন্য সেই পথ তৈরি করার চেষ্টা করেছি, যাতে তারা যা বলতে চায়, তা বলতে পারে।'

সরকারের ওপর আস্থা রেখে জনগণকে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'হয়তো আমরা এখনই তাদের সব দাবি পূরণ করতে পারছি না। তবে আমরা প্রতিটি যৌক্তিক দাবি বিবেচনা করছি।'

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা বলেন, মন্ত্রণালয় সরকারের প্রথম ১০০ দিনে অফিস সংস্কার, কর্মকর্তাদের রদবদল ও পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যস্ত থেকেছে। জুলাই বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকাশনা ও তথ্যচিত্র তৈরির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিশাল প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, শহীদ ও আহত সাংবাদিকদের জন্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগী সংগঠন সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে।

সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে উল্লেখ করে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'মিডিয়া সংস্কার কমিশন একটি রোডম্যাপ উপস্থাপন করবে। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করব।'

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার বিষয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি, যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনি প্রক্রিয়া শেষ হয়। আমরা আশা করছি, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে দেশের জনগণ এ বিচার দেখতে পাবে।'

জাতীয় নাগরিক কমিটির সমাবেশ। গতকাল রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : প্রথম আলো

সংকটে থাকা কিছু ব্যাংক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

> আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে খেলাপি ঋণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। নতুন করে যাতে না বাড়ে, সে জন্য পদক্ষেপ দরকার। খেলাপি ঋণ কমাতে না পারলে ব্যাংক খাত সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করতে হবে। গ্রাহকের আস্থা বাড়াতে হবে। কারণ, গ্রাহকের আস্থাই ব্যাংক খাতের বড় সম্পদ। কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবা যায়। এর মধ্যে আছে :

১. যেসব ব্যাংকে সমস্যা আছে, যেগুলোর ঘুরে দাঁড়ানো বা গ্রাহকের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা নেই, সেগুলোর ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্ত হতে পারে অবস্থা বুঝে একীভূতকরণ (মার্জার) অথবা লিকুইডিশন (বন্ধ করে দেওয়া)। কারণ, এসব ব্যাংক যত দিন থাকবে, যত দিন গ্রাহকের অর্থ দিতে পারবে না, তত দিন আস্থাহীনতা বাড়বে। ধীরে ধীরে ভালো ব্যাংকগুলোতেও এর প্রভাব পড়বে। কাজেই এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এসব ব্যাংক এই অবস্থায় থাকবে, নাকি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

২. অনির্দিষ্টকালের জন্য গ্রাহককে হয়রানি করা কাম্য নয়। কিছু ব্যাংক থেকে যাঁরা টাকা তুলে নিতে চান, তাঁদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি উপায় বের করতে হবে। অথবা আমানতকারীরা আদালতে গিয়ে মামলা করতে পারেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

৩. বিশ্বজুড়ে যে নীতি নেওয়া হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে লিকুইডিশন ও মার্জারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নীতিমালা তৈরি করতে পারে।

৪. বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এখন তা কমে গেছে, এটা উদ্বেগজনক বটে। বেসরকারি খাতে ঋণ কমলে সেটা অর্থনীতির স্থবিরতার লক্ষণ বলে গণ্য হয়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকটিও আমাদের দেখতে হবে। সে জন্য উৎপাদনশীল খাতে যাতে যথেষ্ট ঋণপ্রবাহ থাকে, সেটা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৫. আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে খেলাপি ঋণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। নতুন করে যাতে না বাড়ে, সে জন্য পদক্ষেপ দরকার। খেলাপি ঋণ কমাতে না পারলে ব্যাংক খাত সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

৬. সংস্কারের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার। স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে সংস্কারের পথনকশা তৈরি করতে হবে, যাতে বাংলাদেশ ব্যাংক এখনই স্বল্পমেয়াদি সংস্কারের পদক্ষেপগুলো নিতে পারে। কিছু কিছু সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। কারণ, সে ক্ষেত্রে আইনকানুন পরিবর্তনের বিষয় থাকে।

তরুণদের রাষ্ট্রকল্পনায় বাধা দেওয়া যাবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জুলাই হত্যাকাণ্ডে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করেছে উল্লেখ করে সমাবেশে জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম বলেন, ওবায়দুল কাদের উসকানি দিয়ে বলেছিলেন আন্দোলন দমাতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও অস্ত্র নিয়ে নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিচার করতে হবে। আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিক কার্যক্রম ও নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে হবে। কোনো রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'গত ১৫ বছরে ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে সরাতে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন। ছাত্র-জনতার মনোভাব না বুঝলে আপনাদেরও প্রত্যাখ্যান করা হবে।'

জাতীয় নাগরিক কমিটির আরেক সদস্য আকরাম হুসেইন বলেন, ফ্যাসিস্টরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধভাবে পালিয়ে গেছে। ভারত সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

কিছু মানুষ পালিয়ে গেলেও প্রশাসনে ফ্যাসিবাদের দোসররা রয়ে গেছে বলে উল্লেখ করেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সানজিদা ইসলাম। তিনি বলেন, প্রশাসনে থাকা ফ্যাসিবাদের দোসররা বিভিন্ন কাজে কালক্ষেপণ করে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, গত ১৬ বছরে হওয়া প্রতিটি গুম-খুনের বিচার করতে হবে।

শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন ও আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারকে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য এস এম শাহরিয়ার। তিনি বলেন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে যাঁরা গণহত্যায় জড়িত, তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে।

গত জুলাই ও আগস্টের শুরুতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন সমাবেশে বক্তব্য দেন। তাঁদের একজন ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ এলাকার রাশেদা আলী। মাথায় গুরুতর আঘাত পাওয়া এই নারী এখনো ঠিকমতো কথা বলতে পারেন না। শুধু এটুকু বলতে পেরেছেন, জুলুমের বিচার চান তিনি।

মধ্য জুলাইয়ে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব এলাকায় বুলেটবিদ্ধ হয়েছিলেন মো. রাকিব। গতকালের সমাবেশে তিনি বলেন, বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা নিয়ে আক্ষেপ করে তিনি বলেন, আহত অবস্থায় দেড় থেকে দুই মাস কেউ তাঁর খবর নেয়নি। উপদেষ্টাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করারও সুযোগ পাননি তিনি। আন্দোলনে যাঁরা আহত হয়েছেন এবং যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের যথাযথ মূল্যায়ন করার অনুরোধ করেন তিনি।

গত ৫ আগস্ট সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় ব্যবসায়ী সায়মন চৌধুরীর মাথায় ছররা গুলি লাগে। সমাবেশে তিনি বলেন, আন্দোলনে আহত সবার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য নিজাম উদ্দীন, আশরাফ উদ্দিন মাহদি, নাগরিক কমিটির যাত্রাবাড়ী থানার প্রতিনিধি ইয়াসমিন জাহান, পল্লবী থানার প্রতিনিধি ইউনুস আলী, কাফরুল থানার প্রতিনিধি সাদমান সৌমিক, ভাটারা থানার প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর হোসেন, কামরাঙ্গীরচর থানার প্রতিনিধি সালাউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। অন্যদিকে ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থানের শক্তিকে সংহত করে দেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু করে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

খুনের চেয়েও খারাপ অপরাধ গুম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

> এই সমস্যার সমাধানে কিছু অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান।

শক্তির বিপরীতে কাজটি করছি। এ জন্য এই কঠিন লড়াইয়ে সফল হতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে।'

লড়াই চালিয়ে যাওয়া চ্যালেঞ্জের উল্লেখ করে আসিফ নজরুল বলেন, 'এখানে নির্বাচিত সরকার আসবে, আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য এখানে আসিনি। এটা নিশ্চিত করতে হবে, পরবর্তী নির্বাচিত সরকার এই লড়াই অব্যাহত রাখবে।'

অধ্যাদেশ প্রণয়নের অনুরোধ

অনুষ্ঠানে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেন, যে মানুষগুলো গুম হন, তাঁদের ব্যাংক হিসাবে অনেক অর্থ থাকলেও তাঁদের ছেলেমেয়েদের হয়তো নিঃস্ব জীবন যাপন করতে হয়। তাঁরা হয়তো সামাজিক অবস্থানের কারণে মানুষের কাছে হাত পাততেও পারেন না। এভাবে তাঁরাও প্রতিমুহূর্তে ভেতরে ভেতরে মারা যান।

এই সমস্যার সমাধানে কিছু অর্ডিন্যান্স (অধ্যাদেশ) প্রয়োজন উল্লেখ করে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'যাতে ভুক্তভোগীদের পরিবারগুলো দ্রুততম সময়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারে। ভুক্তভোগী স্বজনের সঙ্গে পরিবারের সাত বছর বা এ ধরনের সময় ধরে যোগাযোগ নেই অথবা নিখোঁজ, এমন কিছু প্রমাণের প্রয়োজন না হয়। কারণ, তারা এটা পারবে না।'

আইন উপদেষ্টার প্রতি অনুরোধ জানিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'এমন একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ করছি, যার মাধ্যমে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।'

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'আমরা অবশ্যই এ বিষয়ে আইন করার উদ্যোগ নেব। সেখানে ক্ষতিপূরণসহ আইনি যে সমস্যাগুলো রয়েছে, সেগুলো নিয়েও কাজ করা হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের আন্তরিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহ রাখবেন না। হয়তো আমাদের সক্ষমতার ঘাটতি থাকতে পারে; কিন্তু আন্তরিকতা ও সাহসের কোনো অভাব নেই। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

'আমরা প্রতিমুহূর্তে মারা যাচ্ছি'

সভায় ২০১৯ সালে গুমের শিকার ইসমাইল হোসেন নামের এক বিএনপি নেতার স্ত্রী নাসরিন জাহান (স্মৃতি) পরিবার নিয়ে তাঁদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমার স্বামীকে গুম করা হয়েছে। প্রতিটা মুহূর্তে, মিনিটে, সেকেন্ডে আমরা মারা যাচ্ছি। আমরা আর কতবার মরব?'

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় একজন নারী হয়ে শিশুসন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে উল্লেখ করেন নাসরিন জাহান। তিনি বলেন, 'আপনারা আমাদের অন্তত একটা সন্ধান দিন যে আমার স্বামী আছে নাকি নেই। নামাজের বিছানায় বসে যেন কিছু অন্তত বলতে পারি। আর কত? আমরা আর পারতেছি না। আমাদের সাহায্য করুন।'

'ন্যায়বিচার আমাদের অগ্রাধিকার'

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার বলে উল্লেখ করেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। তিনি বলেন, এই অগ্রাধিকার শুধু ভুক্তভোগী গুমের শিকার ব্যক্তিদের জন্যই নয়, এটা সাড়ে ১৫ বছরের বর্বর ও ফ্যাসিস্ট শাসনামলের দেশের সব ভুক্তভোগী মানুষের জন্যই অগ্রাধিকার।

আদিলুর রহমান খান আরও বলেন, 'আমরা একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়েছি, একত্র হয়ে ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আমরা দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করতে চাই যে আমরা ন্যায়বিচার নিশ্চিত না করে এই লড়াই শেষ হতে দেব না।'

অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, এই ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া সহজ নয়। এখানে অনেক ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে। পতিত সরকারের অনেক বেশি ক্ষমতা ছিল, অনেক বেশি কর্তৃত্ব ছিল, তাদের সবাই চলে যায়নি। অনেকেই এখনো আছে। তাদের অনেক সম্পদও রয়েছে। তারা এই জনসমর্থিত সরকারের কর্তৃত্ব খর্ব করার চেষ্টা করবে। এ জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

যথেচ্ছ অনিয়মের সুযোগ বন্ধ, তবে সংকট কাটেনি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যাংক খাতে অনেক ধরনের ঝামেলা আছে। এত সমস্যা একসঙ্গে সমাধান করার মতো সক্ষমতাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেই।

নীতি পরিবর্তন করায় ডলারের সংকট অনেকটাই কেটেছে উল্লেখ করে মাহবুবুর রহমান বলেন, অনিয়মে জড়িয়ে পড়া ব্যাংকগুলোর পর্ষদ ভাঙার পর নিরীক্ষা করে এসব ব্যাংকের প্রকৃত তথ্য বের করার পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিশ্চয়ই সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেবে, যা আমানতকারীদের জন্য ভালো হবে।

ডলার-সংকট কেটেছে

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্বে পণ্যমূল্য বাড়ে, ফলে দেশে ডলারের সংকট শুরু হয়। যুদ্ধ শুরুর আগে যে ডলারের দাম ছিল ৮৫ টাকা, খুব দ্রুত তা বেড়ে ১২০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। এর প্রভাবে বাড়ে জ্বালানি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম। সময়োপযোগী নীতি না নিয়ে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে আওয়ামী লীগ সরকার। তবে এই কৌশল সাফল্য আনেনি।

অন্তর্বর্তী সরকার গত ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৩ আগস্ট বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুরকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ করে। দায়িত্ব নিয়েই তিনি রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি ডলারের সরবরাহ বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেন। আন্তব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমা ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আড়াই শতাংশ করা হয়। ফলে বিনিময় হার নির্ধারণের ক্রলিং পেগ ব্যবস্থায় ডলারের মধ্যবর্তী দাম হয় ১১৭ থেকে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা পর্যন্ত।

এসব পদক্ষেপ দ্রুত ফল দিতে শুরু করে। বাড়তে শুরু করে প্রবাসী আয়। পাশাপাশি বিদেশি ব্যাংকগুলোর সঙ্গেও সভা করেন গভর্নর। এর পর থেকে বিদেশি ব্যাংকগুলো তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকা বাংলাদেশি ব্যাংকগুলোর ডলার ব্যবহারের সীমা বাড়িয়ে দেয়। ফলে আমদানি ঋণপত্র খোলায় যে বাধা ছিল, তা অনেকটা কেটে যায়। এতে ডলারের সংকট কমেছে। রিজার্ভের পতনও থেমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, আওয়ামী সরকারের সময় গত ৩১ জুলাই রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৫৯২ কোটি ডলার। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৪৮ কোটি ডলার। তিন বছর আগে মোট রিজার্ভ ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩ নভেম্বরের হিসাব অনুযায়ী, মোট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪১৬ কোটি ডলার। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী যা ১ হাজার ৮৪৩ কোটি ডলার। গত সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) আমদানি দায়ের ১৫০ কোটি ডলার পরিশোধ করার পর রিজার্ভ কিছুটা কমেছে।

বেড়েছে টাকার সংকট

নানা অনিয়মের তথ্য আলোচনায় আসার পর ২০২২ সালের শেষের দিকেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সাইফুল আলমের (এস আলম) মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে তারল্যসংকট দেখা দেয়। ফলে তাঁর নিয়ন্ত্রিত ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, কমার্স ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংককে টাকা ছাপিয়ে তারল্য সহায়তা দিতে শুরু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় ধার করা সেই টাকাও নামে-বেনামে ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে যায় এস আলম গ্রুপ। এখন এসব ব্যাংকের কাছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাওনা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা।

তবে সরকার বদলের পর পর্ষদ বদল ও ধারের সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ায় সংকটে পড়ে এই ব্যাংকগুলো। এসব ব্যাংকের কিছু শাখায় ভাঙচুর ও কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিত করার ঘটনার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের গ্যারান্টির (নিশ্চয়তা) বিপরীতে সবল ব্যাংকগুলো থেকে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করে। পাশাপাশি কোন ব্যাংক কত টাকা ধার দিতে পারবে, তার সীমাও নির্দিষ্ট করে দেয়। এর আওতায় সংকটে পড়া ৭ ব্যাংক এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা ধার পেয়েছে। এর মধ্যে দুটি ব্যাংকের (ইসলামী ব্যাংক ও আল-আরাফাহ্) নগদ টাকার সংকট কেটে গেলেও অন্যদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে একসময়ে ব্যাংকগুলো লুট করতে সহায়তা করেছিল। এখন তারল্য মেটাতে একটি জটিল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তাতে চাহিদামতো টাকা পাচ্ছে না ব্যাংকগুলো, ফলে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। কারণ, একজন টাকা না পেলে অন্যদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ব্যাংক আস্থার ওপর টিকে থাকে উল্লেখ করে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক ও চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ব্যাংকের যেসব আমানতকারী টাকা তুলে নিতে চান, তাঁদের কাউকে টাকা দিতে না পারলে অন্যরা টাকা তুলে ফেলতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। এই কারণে আমাদের ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের চাপ বেড়ে গেছে।'

খেলাপি ঋণ ও সুদের হার

বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো খেলাপি ঋণ কমানো, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যা বাড়তে বাড়তে ২ লাখ ১১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায় (গত জুনের হিসাব)। ফলে দেশের ব্যাংকগুলো থেকে বিতরণ করা ঋণের ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশই এখন খেলাপি। ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যখন নিরীক্ষা করবে, তখন প্রকৃত খেলাপি ঋণ আরও বেশি বলে সামনে আসতে পারে। পাশাপাশি সম্প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি কমায় খেলাপি ঋণ বাড়তে পারে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদের (যে সুদে ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা দেয়) হার বাড়াচ্ছে। এতে ব্যাংকঋণের সুদের হারও বাড়ছে। ছাড়িয়েছে ১৫ শতাংশ। যদিও মূল্যস্ফীতি এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। গত অক্টোবরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ১০ দশমিক ৮৭ শতাংশ, বিগত তিন মাসের মধ্যে যা সর্বোচ্চ।

১১ নভেম্বর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে গভর্নর আহসান মনসুর বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আরও অন্তত আট মাস সময় তাঁদের দিতে হবে।

ঋণের সুদের হার বেড়ে যাওয়া ও অন্যান্য কারণে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহের গতি তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমেছে (৯ দশমিক ২০ শতাংশ)। ঋণপ্রবাহ কমলে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি কমে, যা মানুষের কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সংস্কার কত দূর

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে অর্থনীতির যেসব খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছে, ব্যাংক তাদের মধ্যে অন্যতম। এ জন্য ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় ব্যাংক খাত।

ব্যাংক খাত সংস্কারে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অনিয়মের শিকার ব্যাংকগুলোর সম্পদের প্রকৃত মান বের করবে এই টাস্কফোর্স। ইসলামী ব্যাংকসহ পাঁচটি ব্যাংকে ফরেনসিক নিরীক্ষা করা হবে, যা শুরু হচ্ছে আগামী মাসেই। ব্যাংক খাত সংস্কারের লক্ষ্যে একটি পৃথক আইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্বল ব্যাংকগুলোর সম্পদের মান বের করার পর এই আইনের অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এদিকে বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, দুবাই ও কানাডা থেকে পাচারের অর্থ উদ্ধারে আন্তর্জাতিক আইনি অথবা অর্থ উদ্ধারে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট।

সার্বিক পরিস্থিতি ও সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়ে দুটি ব্যাংকের দুজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, এই সময়ে গভর্নরকে একজন অর্থনীতিবিদের চেয়ে সংকট থেকে উত্তরণের ব্যবস্থাপক (ক্রাইসিস ম্যানেজার) হিসেবে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে। এই যাত্রায় তাঁকে সহায়তা দেওয়ার মতো পাশে কেউ নেই। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনেকেই আগের অনিয়মের সুবিধাভোগী ছিলেন, আবার কেউ কেউ গা এড়িয়ে চলতে চান। ফলে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সেগুলো কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে।

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সুধী সমাবেশ

২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সুহৃদ, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়জনদের নিয়ে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করে *প্রথম আলো*। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল র‍্যাডিসন ব্লু মিলনায়তনে ছিল এই আয়োজন। অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, নারীনেত্রী, শিল্প-সাহিত্যের গুণীজন, পদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, আইনবিদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন অতিথি হয়ে।

যাঁরা এসেছিলেন সুধী সমাবেশে

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শুক্রবার ঢাকার র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনের গ্র্যান্ড বলরুমে আয়োজন করা হয় সুধী সমাবেশের। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত হন এই সুধী সমাবেশে। এসেছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, রাজনীতিক, সরকারি-বেসরকারি বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, দেশি-বিদেশি কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মানবাধিকারকর্মী এবং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা।

সরকারের উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে এসেছিলেন সালেহউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক আসিফ নজরুল, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, এম সাখাওয়াত হোসেন, অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, শারমিন এস মুরশিদ, শেখ বশিরউদ্দিন ও মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।

বিশিষ্টজন

বিশিষ্টজনদের মধ্যে এসেছিলেন ড. কামাল হোসেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক রওনক জাহান, মানবাধিকারকর্মী হামিদা হোসেন, অধ্যাপক মনজুর আহমদ, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বিচারপতি আবদুল মতিন, সংস্কৃতিজন রামেন্দু মজুমদার, মফিদুল হক, অধ্যাপক পারভীন হাসান, রাশেদা কে চৌধূরী, বদিউল আলম মজুমদার, ড. মাহবুব উল্লাহ, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অধ্যাপক ম. তামিম, অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান, অধ্যাপক সৈয়দ গোলাম ফারুক, তোফায়েল আহমেদ, আলী রীয়াজ, শিরীন পারভীন হক, কামাল আহমেদ, মুহাম্মদ নুরুল হুদা, মালেকা বেগম, জুয়েল আইচ, হুমায়ুন কবীর, অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ, অধ্যাপক আমেনা মহসিন, পারভীন মাহমুদ, অধ্যাপক এ কে এম শাহনাওয়াজ, অধ্যাপক এম এম আকাশ, ফিরদৌস আজিম, শাহীন আনাম, অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী, অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, অধ্যাপক মেহতাব খানম, অধ্যাপক মোহিত কামাল, অধ্যাপক বদরুল আলম, আবুল খায়ের, মহিউদ্দিন আহমেদ, লুভা নাহিদ চৌধুরী, ইলিরা দেওয়ান, শহীদ কবীর, স্থপতি কাজী খালিদ আশরাফ, সাইফ উল হক, সাইফুল ইসলাম, শামস রহমান, এ বি এম শওকত আলী, সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার, মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন, মোস্তাফিজুল হক, শাহ-ই-আলম, কামরুল আহসান, মোস্তাফিজুর রহমান, ব্রাদার লিও প্যারেরা, জাহেদ উর রহমান, ফিরোজ আহমেদ, চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস প্রমুখ।

রাজনীতিক

রাজনীতিবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, আবদুল মঈন খান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, জহির উদ্দিন স্বপন, রুমিন ফারহানা। এসেছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

নাগরিক কমিটি

জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য আরিফুল ইসলাম আদীব, মনিরা শারমিন, মাহমুদা আলম মিতু, মোহাম্মদ মিরাজ মিয়া ও আকরাম হুসাইন।

কূটনীতিক

কূটনীতিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার, জার্মানির রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রোস্টার, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মারি মাসদুপুই, স্পেনের রাষ্ট্রদূত আলভারো ডি সালাস, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন, ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রামাদান, ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা, নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি, অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার নার্ডিয়া সিম্পসন, যুক্তরাজ্যের উপহাইকমিশনার জেমস গোল্ডম্যান। এ ছাড়া সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি কর্মকর্তা

ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মোখলেস উর

রহমান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান, বাণিজ্যসচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) প্রশাসক হাফিজুর রহমান, পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে র‍্যাবের মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. মাইনুল হাসান, আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের পরিচালক লে. কর্নেল সামি উদ দৌলা চৌধুরী, লে. কর্নেল মো. মুনীম ফেরদৌস, পুলিশ সুপার ইনামুল হক সাগর, পুলিশ সুপার মো. আবু ইউছুফ প্রমুখ।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী

ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের মধ্যে ছিলেন মাহবুবুর রহমান, মীর নাসির হোসেন, কুতুবউদ্দিন আহমেদ, আবদুল আউয়াল, এ কে আজাদ, কামরান টি রহমান, জাভেদ আখতার, আশরাফ আহমেদ, মো. ওহিদুজ্জামান, লিয়াকত আলী ভূঁইয়া, হাফিজুর রহমান, মো. আলমগীর কবির, পারভীন মাহমুদ, মোহাম্মদ এবাদুল করিম, আমিনুল ইসলাম, তানভীর আহমেদ, লিয়াকত আলী খান, মহির খান, জিল্লুল করিম, মোহাম্মদ সাদিউজ্জামান, ফাহিম রহমান, আজহারুল হক, এম রেজাউল হাসান, মন্নুজান নার্গিস, আম্মান আল আজিজ, আমিদ আল আজিজ, প্রীতি চক্রবর্তী, আশীষ কুমার চক্রবর্তী, খোরশেদ আলম, মাশিদ রহমান, বিপ্লব রায় প্রমুখ।

আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতিবিদ মোস্তফা কে মুজেরী, মামুন রশিদ, ফাহমিদা খাতুন, খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, রাশেদ আল তিতুমীর, সেলিম রায়হান প্রমুখ।

ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক খাতের ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আজিজ আল কায়সার, শওকত আলী চৌধুরী, শরীফ জহির, খাজা শাহরিয়ার, ফারুক মইনউদ্দিন, সেলিম আর এফ হোসেন, সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, আনিস এ খান, আবুল কাশেম মো. শিরিন, আলী রেজা ইফতেখার, মাসরুর আরেফিন, শওকত আলী খান, কামাল কাদির, মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, আলা আহমেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল, রেজাউল করিম, ফারমান আর চৌধুরী, মাহবুব উর রহমান, তারেক রিয়াজ খান, শামসুল আরেফিন, সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, সৈয়দ ওয়াসেক মো. আলী, মো. আহসান-উজ জামান, এম জামাল উদ্দীন, শেখ মোহাম্মদ মারুফ, রিজওয়ান দাউদ সামস, নাজিম এ চৌধুরী প্রমুখ।

সাংবাদিক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন *ডেইলি স্টার* সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম, *আজকের পত্রিকার* সম্পাদক গোলাম রহমান, *যুগান্তর* সম্পাদক সাইফুল আলম, *নিউএজ*-এর প্রকাশক এ এস এম শহীদুল্লাহ খান বাদল, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া ও *দেশ রূপান্তর* সম্পাদক মোস্তফা মামুন।

শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এসেছিলেন ফেরদৌসী রহমান, ফেরদৌসী মজুমদার, দিলারা জামান, মামুনুর রশীদ, রুনা লায়লা ও সারা যাকের। আরও ছিলেন আলমগীর, নাশিদ কামাল, অদিতি মহসিন, ত্রপা মজুমদার, আপন আহসান, আসিফ ইকবাল, নুসরাত ইমরোজ তিশা, আফরান নিশো, দিলশাদ নাহার কনা, আশফাক নিপুন, এলিটা করিম, শাহরিয়ার শাকিল, তাসনিয়া ফারিণ, প্রীতম হাসান, আদিল হোসেন নোবেল প্রমুখ।

ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব

ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বশীর আহমেদ, তাবিথ আউয়াল, নাজমূল আবেদীন, আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু, কায়সার হামিদ, কামরুন নাহার ডানা। অনুষ্ঠানে সাফজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাবিনা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমা, রুপনা চাকমা, মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা।

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সুধী সমাবেশে বিশিষ্টজনদের একাংশ। ছবি : প্রথম আলো

সুধী সমাবেশে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতেরা। ছবি : প্রথম আলো

অভ্যুত্থান নিয়ে নিজের লেখা ও সুর করা গান পরিবেশন করেন পারশা মেহজাবিন। ছবি : প্রথম আলো

সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক রিমান্ডে, ফাঁসির দাবিতে ফটকে বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *মির্জাপুর, টাঙ্গাইল*

সাবেক কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রাজ্জাককে হত্যা মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানায় নেওয়া হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে জেলা কারাগার থেকে তাঁকে মির্জাপুর থানায় আনার পর দুপুরের দিকে থানার সামনে ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, মির্জাপুর উপজেলা ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা এই বিক্ষোভে অংশ নেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ৪ আগস্ট মির্জাপুরের গোড়াই হাইওয়ে থানা এলাকায় গুলিতে আহত হয়ে মারা যান কলেজছাত্র ইমন। ওই ঘটনায় করা হত্যা মামলার প্রধান আসামি আব্দুর রাজ্জাক। ওই মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১১ নভেম্বর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে টাঙ্গাইলের জেলহাজত থেকে আব্দুর রাজ্জাককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ডে আনে মির্জাপুর থানা-পুলিশ। খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে যায়। পরে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে তাঁর ফাঁসির দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, মির্জাপুর উপজেলা ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা মির্জাপুরের পুরোনো শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন।

মেডিকেল শিক্ষার্থীদের বড় সংগঠনের বড় দায়িত্বে শরীফ

আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অব মেডিকেল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএমএসএ) আঞ্চলিক পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন শরীফ মোহাম্মাদ সাদাত। আইএফএমএসএ মূলত মেডিকেল শিক্ষার্থীদের একটি বৈশ্বিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিশ্বের প্রায় ১৫ লাখ মেডিকেলপড়ুয়া শিক্ষার্থী এর সঙ্গে যুক্ত আছেন।

এ ছাড়া থাকছে

- জলবায়ু রক্ষার গবেষণায় পুরস্কার পেলেন বাকৃবির গবেষক
- আইনশিক্ষা নিয়ে ৫ ভুল ধারণা

চোখ রাখুন আগামীকাল রোববার

বরিশালের সাবেক এমপি গোলাম কিবরিয়া কেরানীগঞ্জে আটক

প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

ঢাকার কেরানীগঞ্জে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) গোলাম কিবরিয়াকে (টিপু) আটক করে থানায় সোপর্দ করেছেন এলাকাবাসী।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কোন্ডা ইউনিয়নের বীর বাঘৈর এলাকা থেকে গোলাম কিবরিয়াকে আটক করা হয়।

গোলাম কিবরিয়া বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসন থেকে তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাঘৈর এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ আলী বলেন, তাঁদের এলাকায় জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়ার কিছু জমি ও একটি ছোট বাড়ি আছে। তাঁরা ধারণা করছেন, গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে তিনি এখানে আত্মগোপনে ছিলেন। তবে এত দিন তাঁরা কেউ তাঁকে দেখতে পাননি।

সৈয়দ আলী আরও বলেন, গত সন্ধ্যায় গোলাম কিবরিয়া বাড়ির বাইরে বের হন। এলাকার লোকজন তাঁকে চিনে অবরুদ্ধ করে পুলিশে খবর দেন। পরে তাঁকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাজহারুল ইসলাম বলেন, এলাকাবাসী জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়াকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন। এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তিন মাস হয়ে গেছে, মানুষ আর বেশি সময় দেবে না

অন্তর্বর্তী সরকারকে জোনায়েদ সাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা, দ্রব্যমূল্য, আয়-ব্যয়ে অসংগতি—এসব বিষয় নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেছেন, এই সরকারের তিন মাস হয়ে গেছে। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান হয়নি। মানুষ আর বেশি দিন সরকারকে সময় দেবে না।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জোনায়েদ সাকি। গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এ সমাবেশ হয়।

এখনো দেশে জানমালের নিরাপত্তা বিধান হয়নি উল্লেখ করে সাকি বলেন, 'এভাবে চলতে পারে না। বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, বাঙালি-চাকমা-মারমা-আদিবাসী, নারী-পুরুষ অথবা যে রাজনৈতিক বিশ্বাস কিংবা জীবনচর্চার হোক না কেন, প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।'

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক বলেন, 'তিন মাস হয়ে গেছে। মানুষ আর বেশি দিন আপনাদের সময় দেবে না। অবিলম্বে সব ক্ষেত্রে মানুষ অগ্রগতি দেখতে চায়। জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। দ্রব্যমূল্য কমান, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেন। আর সমস্ত রাজনৈতিক দল, শিক্ষার্থী, শ্রেণি-পেশার অংশীজনকে নিয়ে একসঙ্গে বসে এ রাষ্ট্রের রূপান্তর-সংস্কার, নতুন বন্দোবস্ত আর আগামী দিনের নির্বাচন, তার রোডম্যাপ ঘোষণা করেন।'

জোনায়েদ সাকি আরও বলেন, 'যারা আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে, ১৫ বছর খুন-গুম-লুটপাট করে বিলিয়ন ডলার পাচার করেছে, এদের গ্রেপ্তার করে বিচার করতে হবে।'

গণসংহতি আন্দোলনের সমাবেশ। গতকাল জাতীয় জাদুঘরের সামনে। প্রথম আলো

মাওলানা ভাসানীকে নিয়ে জোনায়েদ সাকি বলেন, দেশের মানুষ যখন বিপদে পড়েছে, জাতীয় সংকটে অথবা জাতীয় সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে গিয়েছে, তখন দিশা খোঁজা হয়েছে অতীতের আকাশে। কেননা সামনের দিকে এগোতে চাইলে পেছনের দিকেই তাকাতে হয়। এই জনপদের ইতিহাসে মাওলানা ভাসানী হচ্ছেন এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি, এমন এক নেতৃত্ব, যিনি প্রতিটি সন্ধিক্ষণে জাতিকে সামনের দিশা দিয়েছেন।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান, রাজনৈতিক পরিষদের নেতা হাসান মারুফ, রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য দেওয়ান আব্দুর রশিদ, রাজনৈতিক পরিষদের নেতা মনির উদ্দিন, সম্পাদকমণ্ডলীর নেতা বাচ্চু ভূঁইয়া প্রমুখ বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে এটি কাঁটাবন, বাটা সিগন্যাল, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট হয়ে হাতিরপুলে গিয়ে শেষ হয়।

সাদপন্থীরা ঢাকায় আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন করবেন

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ঢাকায় আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন করবেন তাবলিগ জামাতের মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীরা। আগামী ৭ ডিসেম্বর রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁরা এ মহাসম্মেলন করতে চান। যদিও এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এখনো আবেদন করা হয়নি।

সাদ কান্ধলভীর অনুসারী ও কাকরাইল মসজিদের ইমাম মুফতি মুহাম্মদ আযীমুদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, ইসলামি মহাসম্মেলনে ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মিসর, তুরস্কসহ ইউরোপ, আমেরিকা থেকেও প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, 'মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং পথ ও পন্থা' প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামিক মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

মুহাম্মদ আযীমুদ্দিন জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আন্তর্জাতিক ইসলামিক মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হবে। সম্মেলনে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা মাহমুদুল হাসান বা চট্টগ্রামের লালখান বাজার মাদ্রাসার মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীকে সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব দেওয়া হবে।

তিন ঘণ্টার ব্যবধানে দুই খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিন চোর বারান্দা দিয়ে দোতলায় ওঠে। তখন ফ্ল্যাটের দরজা খোলা ছিল, আবদুর রশিদ নামাজ পড়ছিলেন। চুরি করতে এসে বাধার মুখে পড়ে চোরেরা রশিদ ও সুফিয়াকে ছুরিকাঘাত করে।

বাসার ভাড়াটে শিক্ষার্থী মো. বাঁধন বলেন, রাত আড়াইটার দিকে চিৎকার শুনে নিচে গিয়ে দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন বাড়ির মালিক। তাঁর স্ত্রীও আহত হয়েছেন। তাঁদের প্রথমে বেসরকারি একটি হাসপাতালে ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ভোরে আবদুর রশিদকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

নিহত ব্যক্তির ভাগনে মনির হোসেন বলেন, রাতে তাহাজ্জদের নামাজ পড়ার জন্য তাঁরা উঠেছিলেন। তখন বাইরে থেকে তিন ব্যক্তি ওই বাসায় ঢোকে।

এদিকে হাজারীবাগে ছুরিকাঘাতে আহত কিশোর শাহাদাত গতকাল শুক্রবার সকালে মারা গেছে। শাহাদাত পরিবারের সঙ্গে হাজারীবাগে থাকত। তার বাবা আফজাল হোসেন এলিফ্যান্ট রোডের একটি দোকানে চাকরি করেন। আফজাল হোসেন বলেন, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয় শাহাদাত। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

> কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয় শাহাদাত। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

আফজাল হোসেন আরও বলেন, হাজারীবাগ পার্ক এলাকায় সাইকেল চুরি করতে গেলে এলাকাবাসী কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের ধাওয়া দেয়। শাহাদাতও কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের ধাওয়া দেয়। এ সময় কিশোরেরা তার বুকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় হাজারীবাগ থানা-পুলিশ কিশোর গ্যাংয়ের তিনজনকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

ক্যামেরা ও মুঠোফোন উদ্ধার হয়নি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাইয়ের দুই দিনেও উদ্ধার হয়নি দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর ফটোসাংবাদিক নাঈমুর রহমানের ক্যামেরা ও মুঠোফোন। বুধবার রাত ১০টার দিকে মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে চৌরাস্তার দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় কয়েকজন মিলে নাঈমুরকে মারধর করে তাঁর ক্যামেরা, মুঠোফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেয়।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী ইফতেখার হাসান গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, *ইত্তেফাক*-এর ফটোসাংবাদিকের ক্যামেরা ও মুঠোফোন ছিনতাইয়ের ঘটনায় সন্দেহভাজন কয়েকজনকে পুলিশ শনাক্ত করেছে। তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

আট মাসের শিশুকে নিয়ে পালালেন নারী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর আজিমপুরে গতকাল শুক্রবার সকালে একটি বাসা থেকে আট মাস বয়সী এক শিশুকে নিয়ে পালিয়েছেন এক নারী। এ সময় ওই নারী ও তাঁর সহযোগীরা ওই বাসা থেকে টাকাপয়সা ও স্বর্ণালংকার লুট করেছেন বলে জানা গেছে।

আজিমপুরের বাসাটি পিলখানা এলাকায় লালবাগ টাওয়ারের পেছনে অবস্থিত। ওই বাড়ির নিচতলায় দুই কক্ষের একটি বাসায় শিশুসন্তান ও নিজের মাকে নিয়ে থাকতেন ফারজানা আক্তার নামের এক নারী। তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ওই বাসার তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ ইসরাফিল জানান, বৃহস্পতিবার রাতে এক নারীকে নিজের বাসার জন্য সাবলেট হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন ফারজানা। সকালে ওই নারী (সাবলেট থাকতে আসা) ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী মিলে ফারজানার আট মাস বয়সী কন্যাসন্তানকে নিয়ে পালিয়ে যান। তবে এ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাননি ফারজানা।

ইসরাফিল আরও জানান, বাসাটি ভাড়া নিয়েছিলেন আবু জাফর ও ফারজানা আক্তার দম্পতি। মাস পাঁচেক ধরে আবু জাফর ওই বাসায় থাকতেন না।

লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাশৈনু *প্রথম আলোকে* বলেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

সন্তান হারানো মায়ের আর্তনাদ

'আমার সন্তান আমারে মা কইয়া ডাকে না'

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'কোটি টাকার বিনিময়েও আমি আমার সন্তানরে পামু না। আমার সন্তান আমারে মা কইয়া ডাকে না। কই গেলে আমি আমার মানিকরে পামু, কন আপনেরা।' ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গুলিতে নিহত একমাত্র ছেলে আমিনুল ইসলামের কথা বলতে গিয়ে এভাবে আর্তনাদ করে ওঠেন সেলিনা বেগম।

'স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল : জুলাই গণ-অভ্যুত্থান' অনুষ্ঠানে ছেলের স্মৃতিচারণা করেন সেলিনা বেগম। গণ-অভ্যুত্থানে হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্য এবং আহত ব্যক্তিদের নিয়ে গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এই স্মৃতিচারণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল।

২১ জুলাই রাজধানীর শনির আখড়া এলাকায় আমিনুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যান বাবা রিকশাচালক ওবায়দুল ইসলাম। আমিনুল একটি কারখানায় আট হাজার টাকা বেতনে চাকরি করতেন।

সুখেই ছিলেন উল্লেখ করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সেলিনা বেগম বলেন, '(আমিনুল দুপুরে) ভাত খাইতে আইত। যদি দেখত আমি শুয়ে আছি, গালডা আমার গালের লগে লাগাইত। এহন তো কেউ আমার গালের লগে গাল লাগায় না। আমারে মা কইয়া ডাকে না।'

শিক্ষার্থী ওয়াহিদুল ওয়াহেদ বাড্ডা এলাকায় চোখে গুলিবিদ্ধ হন। আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ওয়াহেদ।

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণা করেন জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ইমনের মা কুলসুম বেগম, নিহত হাফিজুল সিকদারের শাশুড়ি নাছিমা বেগম, নিহত রায়হানের বাবা মো. মোজাম্মেল, আহত রিফাতের বাবা মো. রিয়াজ, আহত মো. আনিসুরের বাবা মো. শামসুদ্দীন, নিহত ইয়ামিনের বাবা মো. রতন, আহত মো. মুজাহিদ, রিফাত হাওলাদার, সাদ্দাম হোসেন, খলিলুর রহমান প্রমুখ।

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমর অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম।

অভ্যুত্থানের চেতনায় ভিন্ন এক সন্ধ্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রক্তের বন্যা তখন বয়ে যাচ্ছে সারা বাংলায়। আন্দোলনকারীদের দমাতে বৃষ্টির মতো গুলি চলছে পুলিশের। গেন্ডারিয়ার কিশোর শাহারিয়া খান আনাস মায়ের কাছে চিঠি লিখে ঘর থেকে বের হয়ে মিছিলে গিয়েছিল। ফিরেছে লাশ হয়ে। জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত তার মরদেহ খাটিয়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত। তার মা সানজিদা খান বলছিলেন, বাইরে যাওয়ায় তাঁদের নিষেধ ছিল 'আমরা ঘরে বসে স্লোগান দিতাম—রক্তের বন্যায়, ভেসে যাবে অন্যায়। সেই রক্ত যে আমার সন্তানের রক্তে মিশে যাবে, তা তো ভাবি নাই।' চোখ ভেসে যাওয়া সেই দৃশ্য।

প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরা হয় প্রতিদিনের আন্দোলন, হত্যা, নিপীড়নের সঙ্গে *প্রথম আলোর* পথচলা। ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনের শিরোনাম ধরে ধরে দেখানো হয়েছে কেমন করে প্রতিটি ঘটনার বিবরণ, নিহতের সংখ্যা বিভিন্ন উৎস থেকে বারবার যাচাই করে প্রকাশ করা হয়েছে। সাংবাদিক, আলোকচিত্রীরা কতটা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। প্রামাণ্যচিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উঠে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, রাজধানীসহ সারা দেশে ফুঁসে ওঠা ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ, রাজপথে পড়ে থাকা মৃতদেহ, সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সব স্তরের মানুষের রাজপথে নেমে আসা জনজোয়ারের দৃশ্য।

একপর্যায়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সদম্ভে ঘোষণা করেন, 'শেখ হাসিনা পালায় না।' এর পরপরই দেখা যায় প্রবল বিক্ষোভের মুখে তিনি নতমুখে হেলিকপ্টারে উঠে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। উল্লাসে ফেটে পড়ে জনতা। গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলো এবং অভ্যুত্থানকালে *প্রথম আলোর* সাংবাদিকতা অবলম্বন করে এই প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন রেদওয়ান রনি।

উপহার ও পুরস্কার প্রদান

অভ্যুত্থানের সময় *প্রথম আলোর* ফটোসাংবাদিকদের তোলা নির্বাচিত ছবি নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে 'মুক্ত করো ভয়' নামে ফটো জার্নাল। এ ছাড়া দেশের প্রখ্যাত শিল্পী শহীদ কবির অভ্যুত্থানের প্রতীক শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে 'চির উন্নত মম শির' নামে একটি ছাপচিত্র করেছেন। শিল্পী শহীদ কবির ও ফটো জার্নালের গ্রাফিক ডিজাইনার মাহবুবুর রহমান মঞ্চে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পকর্ম ও বইটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। পরে এই শিল্পকর্ম ও বই উপহার দেওয়া হয় অতিথিদের।

আর ছিল *প্রথম আলোর* প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নামে চালু করা বর্ষসেরা সাংবাদিকতার পুরস্কার প্রদান। লতিফুর রহমানের কথা *প্রথম আলো* গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে সব সময়। প্রতিবছর *প্রথম আলোর* সেরা সাংবাদিককে দেওয়া হয় লতিফুর রহমান পুরস্কার। এবার এই পুরস্কার পেয়েছেন উপসম্পাদক এ কে এম জাকারিয়া। তাঁর হাতে বর্ষসেরা সাংবাদিকতার পুরস্কার তুলে দেন ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সিমিন রহমান ও *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান।

গানে গানে সমাপনী

অনুষ্ঠান শেষ হয় গানে গানে। গানটিও জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে। তরুণ শিক্ষার্থী ও শিল্পী পারশা মেহজাবিনের লেখা, সুর করা ও গাওয়া 'ভুলে যাই আমি ভুলে যাও তুমি/ ভুলে যাক পুরো জাতি/ কীভাবে মানুষ মরেছে অকালে কীভাবে/ কেটেছে রাতি...' গানটি গণ-অভ্যুত্থানের সময় জুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা। মঞ্চে এসে সেই গানই অতিথিদের গেয়ে শোনালেন তিনি।

পারশা তাঁর গানে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, এত বিপুল মানুষের এই আত্মত্যাগ কি জাতি ভুলে যাবে? নিশ্চয়ই এত প্রাণ, এত রক্ত, অশ্রু এ জাতি ভুলবে না। সঞ্চিত থাকবে জনতার সম্মিলিত স্মৃতিতে। সাহস, উদ্যম, প্রেরণা জোগাবে যুগ-যুগান্তরে। এই আশাবাদ নিয়েই শেষ হয়েছিল শীতের স্পর্শ লাগা হেমন্ত-সন্ধ্যায় প্রীতিতে উষ্ণ এই আয়োজন।

লতিফুর রহমান পুরস্কার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেখানে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়। এ কে এম জাকারিয়ার হাতে পুরস্কার ও অর্থমূল্য তুলে দেন *প্রথম আলোর* প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টার লিমিটেড ও ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সিমিন রহমান এবং *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান।

ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের নামে ২০২১ সালে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। এবার নিয়ে চতুর্থবার এই পুরস্কার দেওয়া হলো। প্রথমবার এই পুরস্কার পেয়েছিলেন *প্রথম আলোর* বিশেষ প্রতিনিধি রোজিনা ইসলাম। দ্বিতীয়বার পেয়েছিলেন *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান এবং গত বছর পেয়েছিলেন *প্রথম আলোর* বিশেষ প্রতিনিধি শিশির মোড়ল।

এবার এই পুরস্কার পাওয়া এ কে এম জাকারিয়া *প্রথম আলোতে* কর্মরত আছেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে। বর্তমানে তিনি সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পুরস্কার পাওয়া এ কে এম জাকারিয়ার কাজের কথা বলতে গিয়ে *প্রথম আলোর* নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ বলেন, এ কে এম জাকারিয়ার নেতৃত্বে *প্রথম আলোর* সম্পাদকীয় বিভাগ জনপ্রিয় হয়েছে, অনেক লেখক যুক্ত হয়েছেন, লেখার বৈচিত্র্য বেড়েছে এবং পাঠকেরা *প্রথম আলোর* সঙ্গে আছেন।

পুরস্কার পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এ কে এম জাকারিয়া বলেন, নিজের প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া সম্মানের। এ জন্য তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। এই পুরস্কার পাওয়ায় তিনি ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে আবুল কাসেম ফজলুল হক

আবেগ নয়, যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করতে হবে

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

কোনোরকমে রাষ্ট্র ও রাজনীতি চালিয়ে নেওয়ার জন্য বর্তমান সংবিধানের সংশোধন করা যেতে পারে বলে অভিমত দিয়েছেন শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। তিনি বলেছেন, জনগণের সংবিধান চাইলে ভবিষ্যতে নতুন করে তা লিখতে হবে। আবেগ নয়, যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিবেচনা করতে হবে। তা না হলে নতুন নতুন বিভ্রান্তি তৈরি হবে।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য সংবিধান' শীর্ষক এক সিম্পোজিয়ামে এ কথা বলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি আবুল কাসেম ফজলুল হক। সিটিজেন পাওয়ার নামে একটি সংগঠন এই সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে।

সিম্পোজিয়ামে বর্তমান সংবিধানের নানা অসংগতি, ঘাটতি ও কী কী সংযোজন করা যায়, সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা ও মাসুদ জাকারিয়া। এতে প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত মর্যাদা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান লাভের অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে নতুন সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলা হয়। এ ছাড়া বাক্‌স্বাধীনতা, ভিন্নমত ও প্রতিবাদ জানানোর অধিকার নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়।

আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, দেশ কোনোরকমে চালানোর জন্য এখনকার সংবিধানের সংশোধন করা যেতে পারে। তিনি একটি পুরোনো ইঞ্জিন-যন্ত্রপাতি দিয়ে চলা গাড়ির উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'আপনি চট্টগ্রামে যাচ্ছেন। যেকোনো সময় পথে গাড়ি বিকল হবে। মাঝপথে সারাই করে গাড়িটি সচল করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে। সংবিধানের সংশোধনটা এমনই। ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ সংবিধান তৈরি করতে হলে পুনরায় লিখতে হবে।'

সিম্পোজিয়ামে অধিকাংশ বক্তা নতুন করে সংবিধান প্রণয়নের কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী প্রতিনিধিও ছিলেন।

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধান জনগণের মতামত (ম্যান্ডেট) নিয়ে হয়নি। পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংবিধান প্রণয়ন করেছেন। এখন নতুন সংবিধান করতে হবে। বাংলাদেশকে 'দ্বিতীয় রিপাবলিক' করতে হবে।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের বলেন, আগামী শীতে নির্বাচন না হলে আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং সংবিধানের পুনর্লিখন না করে মৌলিক কিছু সংশোধন করা যেতে পারে।

সিম্পোজিয়ামে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুহুল আমিন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা এ বি এম মোশাররফ হোসেন, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ফাইজুল হক।

নিত্যপণ্যের মূল্য | অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ তিন মাস পেরিয়ে গেলেও নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তেমন সফলতা দেখা যাচ্ছে না।

নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনে কেন স্বস্তি নেই

চলমান পরিস্থিতি

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ তিন মাস পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে সরকার কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলো কি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন **কল্লোল মোস্তফা**

যে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে, তাতে নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলেন শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। কাজেই এই অভ্যুত্থানের মধ্যে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের বিশেষ দায়িত্ব হলো, শ্রমজীবী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে চলমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিপীড়নের অবসান ঘটানো; তাঁদের জীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি আনার চেষ্টা করা।

অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম খাত সংস্কার কমিশন গঠন, পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি পুনর্বিবেচনা ও শ্রম আইন সংশোধনের মতো ইতিবাচক কতকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকার এমন কিছু তৎপরতা চালিয়েছে, যেগুলোর মধ্যে 'এলিট বায়াস' বা অভিজাত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন মোকাবিলা, ফুটপাতের হকার উচ্ছেদ ও ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ন্ত্রণে সরকারের আচরণকে ঠিক শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্তবান্ধব বলা যাবে না। সেই সঙ্গে রয়েছে নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা।

দীর্ঘ স্বৈরশাসনকালে নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র ও পোশাক কারখানার মালিকদের শোষণ ও নিপীড়নে বঞ্চিত পোশাকশ্রমিকেরা যখন তাঁদের বঞ্চনা নিরসনের দাবিতে রাস্তায় নেমে এলেন, তখন এই আন্দোলনকে আওয়ামী লীগ ও বিদেশি ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ শ্রমিকদের দাবিগুলো ছিল সুনির্দিষ্ট কিছু অধিকারকে কেন্দ্র করে, যেগুলোকে অযৌক্তিক বলার কোনো সুযোগ নেই।

এসব দাবির মধ্যে ছিল বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ৫ শতাংশ থেকে বাড়ানো, প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু, ১৫ দিন পিতৃত্বকালীন ছুটি, টিফিন বিল ৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ টাকা, হাজিরা বোনাস বৃদ্ধি, মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়িয়ে ৬ মাস করা, মোট বেতনের সমান ঈদ বোনাস দেওয়া, ছুটি বৃদ্ধি করা এবং মাস শেষে ৫ কর্মদিবসের মধ্যে মজুরি প্রদান ইত্যাদি।

দমন-পীড়ন করে পোশাকশ্রমিকদের এসব দাবি আদায়ের আন্দোলন মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে গত ২৪ সেপ্টেম্বর পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার ও মালিকপক্ষ ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এর মধ্য দিয়ে পোশাক খাতের পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত হয়ে আসে। এটা প্রমাণ করে যেকোনো ষড়যন্ত্র বা উসকানি নয়, অধিকারের দাবিতেই শ্রমিকেরা রাস্তায় নেমেছিলেন।

১৮ দফার ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে ১০ অক্টোবরের মধ্যে সব বকেয়া পরিশোধ করার কথা থাকলেও দেখা গেল, কোনো কোনো পোশাক কারখানার মালিক ওই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করেননি। ফলে শ্রমিকদের আবার রাস্তায় নামতে হয়। দেখা গেল, অন্তর্বর্তী সরকার মালিকপক্ষকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধে বাধ্য করতে পারছে না; বরং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন থামানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ রকম একটি পরিস্থিতিতেই মাসের পর মাস বেতন না পেয়ে নিরুপায় হয়ে বিক্ষোভে নামা জেনারেশন নেক্সট কারখানার শ্রমিকদের ওপর গত ২৩ অক্টোবর গুলি চালায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গুলিতে আহত হয়ে ২৫ বছর বয়সী পোশাকশ্রমিক চম্পা খাতুন ২৭ অক্টোবর মারা যান।

এর আগে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলন করার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ম্যাঙ্গোটেক্স কারখানার শ্রমিক কাউসার আহমেদ খান (২৬)। ৩১ অক্টোবর কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে মিরপুরের ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে আহত হয় ঝুমা আক্তার (১৫) ও আল আমিন হোসেন (১৭)। অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক বিভিন্ন আন্দোলনকে 'ষড়যন্ত্রের চশমা' দিয়ে দেখার কারণে এবং গণমানুষের সংকটের সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতার কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ঘটেছে।

এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই কোনো ধরনের পুনর্বাসন ছাড়াই কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট ও গুলিস্তান থেকে হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে। যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৪ নভেম্বর কারওয়ান বাজারের রাস্তার দুই পাশ ও ফুটপাত থেকে এবং ১২ নভেম্বর গুলিস্তান ও ফার্মগেটের ফুটপাত থেকে শত শত হকারকে উচ্ছেদ করা হয়; কিন্তু শখ করে কেউ তো রাস্তায় দোকান নিয়ে বসেন না!

বৈষম্যমূলক অর্থনীতির থাবায় ক্ষতবিক্ষত গ্রামীণ কৃষি থেকে উচ্ছেদ হয়ে বা নদীভাঙনের শিকার হয়ে মানুষ শহরে এসে আর কোনো কর্মসংস্থান করতে না পেরে হকারি করে। ফুটপাতে বসার জন্য তাদের প্রতিদিন চাঁদা দিতে হয়, নানাভাবে পুলিশের হয়রানির শিকার হতে হয়। অন্তর্বর্তী সরকার তাদের লাইসেন্সের মাধ্যমে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়মকানুন মেনে বৈধভাবে ব্যবসা করার ব্যবস্থা করতে পারত।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে বিপাকে নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষ। টিসিবির ট্রাক থেকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য কিনতে ভিড় করছেন অনেকে। ২৪ অক্টোবর, ঢাকার দক্ষিণ বেগুনবাড়িতে। ছবি : সাজিদ হোসেন

- অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম খাত সংস্কার কমিশন গঠন, পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি পুনর্বিবেচনা ও শ্রম আইন সংশোধনের মতো ইতিবাচক কতগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- বিগত সরকারের সময় ব্যাপক জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা বলা হলেও বাস্তবে দেশে আনুষ্ঠানিক খাতে মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি।

প্রতিবেশী ভারত সরকার ঠিক এই কাজই করেছে দ্য স্ট্রিট ভেন্ডরস (প্রটেকশন অব লাইভলিহুড অ্যান্ড রেগুলেশন অব স্ট্রিট ভেন্ডিং) অ্যাক্ট-২০১৪-এর মাধ্যমে। এই আইনের মাধ্যমে হকারদের নগরের গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য টাউন ভেন্ডিং কমিটি নামের একটি অংশগ্রহণমূলক কমিটির বিধান রাখা হয়। এই কমিটির সদস্যদের অন্তত ৪০ শতাংশ হকার থাকতে হয়।

এই কমিটির মাধ্যমে ফুটপাতের কোথায় কতক্ষণ হকার বসতে পারবে বা পারবে না, তা নির্ধারণ করা হয়। হকারদের লাইসেন্স দেওয়া এবং নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য করার কাজটিও এই কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পাইকারিভাবে হকার উচ্ছেদ না করে অন্তর্বর্তী সরকার হকারদের নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এ রকম একটি উদ্যোগ নিতে পারত।

বিগত সরকারের সময় ব্যাপক জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা বলা হলেও বাস্তবে দেশে আনুষ্ঠানিক খাতে মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। ফলে দেশের শ্রমজীবীদের ৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ফুটপাতের হকার বা রিকশাচালক।

দেশে কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান না করে এদের রাস্তা থেকে উচ্ছেদ করা ভীষণ অমানবিক আচরণ। হকার উচ্ছেদ ছাড়াও আরও একটি অমানবিক আচরণের দৃষ্টান্ত হলো ব্যাটারিচালিত রিকশা জব্দ করে নিলামে তুলে বেচে দেওয়া।

৭ নভেম্বর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) অভিযানে ৭৮টি অটোরিকশা এবং ৩১৫টি ব্যাটারি নিলামের মাধ্যমে ১০ লাখ ৫ হাজার টাকায় এবং ১১ নভেম্বর ১০২টি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও ৩৭৬টি ব্যাটারি ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।

এভাবে যানজট নিয়ন্ত্রণের নামে দরিদ্র রিকশাচালকদের রিকশা জব্দ করে নিলামে বেচে দেওয়াটা কতটা ন্যায্য আচরণ হলো? ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে রিকশা ও ব্যাটারি ক্রয়কারী রিকশাচালকের ঋণ পরিশোধ কীভাবে হবে আর তার সংসারই বা কীভাবে চলবে? ঢাকা শহরে যানজটের জন্য কি শুধু ব্যাটারি রিকশাই দায়ী? আইন ভঙ্গ করার দায়ে ব্যাটারি রিকশা যেভাবে নিলামে তোলা হলো, ঢাকার রাস্তায় যত্রতত্র যাত্রী উঠিয়ে যানজট সৃষ্টিকারী মেয়াদোত্তীর্ণ লক্কড়ঝক্কড় বাস কিংবা কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তির প্রাইভেট কারের বেলায় কি একই আচরণ করা সম্ভব হতো?

দিন শেষে ব্যাটারি রিকশার পক্ষে-বিপক্ষে সিদ্ধান্ত অনেকটাই শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নির্ধারিত হয়। যে যুক্তিতে রাস্তা থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশা তুলে দেওয়া হচ্ছে, সেই যুক্তিতে ঢাকার রাস্তা থেকে সবার আগে প্রাইভেট কার তুলে দেওয়া উচিত। কারণ, সবচেয়ে কমসংখ্যক মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিমাণ রাস্তা দখলকারী যান হলো প্রাইভেট কার।

মাত্র ৬ শতাংশ যাত্রী বহন করে রাস্তার ৭৬ শতাংশ জায়গা দখল করে থাকে এসব ব্যক্তিগত গাড়ি। তার পরেও এলিট শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে যানজট সমস্যার কারণ হিসেবে শুধু রিকশাকেই দায়ী করা হয়। অথচ প্রাইভেট কারের তুলনায় রিকশা কম জায়গা দখল করে এবং সস্তায় বহু মানুষকে পরিবহন করে।

যথাযথ গণপরিবহনব্যবস্থা না থাকার কারণেই মানুষ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাইভেট কার বা মোটরসাইকেল বা রিকশা ব্যবহার করেন। গণপরিবহনব্যবস্থা ঠিকঠাক না করে রাস্তায় প্রাইভেট কার চলাচল নিষিদ্ধ করা যেমন অযৌক্তিক হবে, রাস্তা থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশা তুলে দেওয়াটাও সে রকম অযৌক্তিক ও অমানবিক হবে।

প্রয়োজন ছিল বৈধ লাইসেন্সের মাধ্যমে এলাকাভেদে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, আধুনিক যন্ত্রপ্রকৌশলের মাধ্যমে এগুলোর নিরাপত্তা বাড়ানো, যান্ত্রিক কৌশলে এগুলোর গতি বেঁধে দেওয়া, ব্যাটারিচালিত যানবাহনকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা, চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট স্থানে চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দেশের সাধারণ মানুষের অন্যতম প্রত্যাশা হলো নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ; কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের তিন মাস পার হলেও নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে তেমন সফলতা দেখা যাচ্ছে না। সরকার বিভিন্ন নিত্যপণ্যের শুল্ক কমিয়ে আমদানি উৎসাহিত করে মূল্য কমানোর চেষ্টা করছে; কিন্তু এই কৌশল কতটা কাজ করছে সেটি নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে সরকার আলু আমদানির শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করে এবং ৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে। এরপর কিছু পরিমাণ আলু আমদানিও হয়; কিন্তু এর ফলে আলুর দাম কমেনি। গত দুই সপ্তাহে আলুর দাম কেজিতে ১৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে কেজিপ্রতি ৭০ থেকে ৭৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আলুর দাম গত বছরও এ রকম বেড়েছিল; তবে সেটি ডিসেম্বরে। অর্থাৎ এ বছর বেশ আগেই আলুর দাম বাড়ল।

আলুর এই মূল্যবৃদ্ধির কারণ হলো, এই সময় কৃষকের কাছে আলু থাকে না। পুরোনো আলু এখন বাজারে আসছে হিমাগার থেকে। অক্টোবর মাসে বেশি বৃষ্টির কারণে আলুবীজ রোপণে দেরি হওয়ায় বাজারে আগাম আলু আসতেও দেরি হচ্ছে। এসব কারণে বাজারে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম, যার সুযোগ নিচ্ছেন হিমাগারের মজুতদারেরা।

চাহিদার তুলনায় আলুর ঘাটতি থাকার কারণে মজুতদারেরা ইচ্ছামতো দামে হিমাগার থেকে আলু বিক্রি করছেন। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের দিক থেকে হিমাগার পর্যায়ে কোনো তদারকি না থাকায় মজুতদারেরা এভাবে বাড়তি দামে বিক্রি করতে পারছেন। (খুচরা বাজারে আলু কেজিতে ৭০-৭৫ টাকা, কেন এত দাম, *প্রথম আলো*, ১২ নভেম্বর ২০২৪)

১১ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে শুল্ক হ্রাস করার ফলে আলু ও পেঁয়াজের দাম কমার দাবি করা হলেও সেদিন সরকারি প্রতিষ্ঠান টিসিবির হিসাবে আলু ও পেঁয়াজের দাম এক মাস আগের তুলনায় যথাক্রমে ২৭ ও ২২ শতাংশ বেশি এবং এক বছর আগের তুলনায় ৪৭ ও ১০ শতাংশ বেশি ছিল।

শুল্ক কমালেই যে আমদানি বাড়বে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন গত এক বছরে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ৩৩ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হলেও মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান ১০ লাখ মুরগির ডিম আমদানি করেছে। শুল্ক কমানো হলেও নানা ধরনের অশুল্ক বাধার কারণে ব্যবসায়ীরা ডিম আমদানিতে উৎসাহবোধ করেন না।(অনুমতি ৩৩ কোটি ডিমের, এক বছরে এসেছে ১০ লাখ, *প্রথম আলো*, ১৩ নভেম্বর ২০২৪)

কাজেই সুদের হার বাড়ানো বা শুল্ক কমানোর মতো পদক্ষেপ বাজার নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বাজারে অদৃশ্য হাতের কারসাজি বন্ধ করা। চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা, মজুতদারি প্রতিরোধ এবং কার্যকর রেশন-ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি। এসব উদ্যোগ নেওয়া হলে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠশ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন আরেকটু সহজ হতে পারত, অন্তর্বর্তী সরকার যা এখনো করতে পারেনি।

● **কল্লোল মোস্তফা** লেখক ও গবেষক

ডেঙ্গু জ্বরে খাবার ব্যবস্থাপনা

ভালো থাকুন

মো. ইকবাল হোসেন, *জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল*

ডেঙ্গু জ্বরের খাবার ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য থাকবে শরীরের ইমিউনিটি আরও শক্তিশালী করা, যেন শরীর ভাইরাসের বিরুদ্ধে দ্রুত অ্যান্টিবডি তৈরি করে ভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরে বাড়ির স্বাভাবিক খাবারই খেতে পারবেন। তবে তরল খাবারে বেশি জোর দিতে হবে।

ডেঙ্গুতে যেহেতু অস্থিমজ্জা আক্রান্ত হয়, তাই অস্থিমজ্জার স্বাভাবিক কাজ ত্বরান্বিত করে এমন খাবার উপকারী। যথেষ্ট প্রোটিন, ভিটামিন বি১২, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি, আয়রন, ভিটামিন ডি, জিংক, ফসফরাস ইত্যাদি থাকলে ভালো। ডিম, সামুদ্রিক মাছ, ব্রকলি, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম, পালংশাক, বাদাম, বিট, মটরশুঁটি, কলা, তরমুজ, পেঁপে, লেবু, মাল্টা ইত্যাদি এসব খাদ্য উপাদানের ভালো উৎস।

ফলিক অ্যাসিড ও ভিটামিন বি১২ প্লাটিলেট তৈরি করতে সহায়তা করে।

যেসব খাবার খাবেন

- ডেঙ্গু জ্বরের রোগীর জন্য শক্তির উৎস হিসেবে চিকেন ভেজিটেবল স্যুপ খুব ভালো। সবজি হিসেবে ব্রকলি, মটরশুঁটি, ক্যাপসিকাম ও বিট যোগ করলে ভালো। এ স্যুপ শরীরে তরল পদার্থের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি, অ্যান্টিবডি তৈরিতে সহায়তা করবে। শরীরে শক্তি জোগাবে।
- টক দই এক দিকে তরলের উৎস, অন্যদিকে এটি প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে। পরিপাকতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে শরীর ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা পায়।
- অনেকের ধারণা, পেঁপের জুস অণুচক্রিকার সংখ্যা বাড়ায়। এ নিয়ে বিতর্ক আছে, বড় গবেষণা এখনো নেই। তবে এটি ভিটামিন বি১২ ও ফলিক অ্যাসিডের খুব ভালো উৎস।
- ভিটামিন বির উৎস হিসেবে ভাতের মাড় খুবই উপযোগী খাবার। এর সঙ্গে কিছু সেদ্ধ সবজি ও একটু লেবুর রস যোগ করলে গুণাগুণ আরও বেড়ে যায়।
- জাম্বুরা ভিটামিন সি এবং পটাশিয়ামের ভালো উৎস। শরীরে প্লাজমার সঙ্গে পটাশিয়াম বেরিয়ে যায়। পটাশিয়ামের ঘাটতি পূরণে জাম্বুরার জুস অত্যন্ত কার্যকর। সঙ্গে ভিটামিন এ, বি এবং সি পাওয়া যায়।
- অস্থিমজ্জার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে আয়রন, ভিটামিন বি এবং ফসফরাসের প্রয়োজন। সব কটি উপাদান আনারের জুসে আছে। আনারের জুস অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি হিসেবে কাজ করে।
- কচি ডাবের পানি সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও অন্যান্য ইলেকট্রোলাইটসের ভালো উৎস। এটি ইলেকট্রোলাইটসের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি তরলের ভারসাম্য রক্ষা করে। তবে অতিরিক্ত পান করা যাবে না।

কী খাবেন না

অতিরিক্ত মসলাদার খাবার, ভাজাপোড়া খাবার খাবেন না। কারণ, এসব খাবার হজমে অনেক পানির প্রয়োজন। এ সময়ে শরীরে এমনিতেই পানির ঘাটতি থাকে।

» **আগামীকাল পড়ুন** : এ সময় শিশুর গলাব্যথা

বেকারির গ্রাহকই তাঁর সন্তান, জানলেন ৫০ বছর পর

বিচিত্র

ওয়াশিংটন পোস্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের শিকাগোর বাসিন্দা ভামার হান্টারের বাড়ির পাশেই 'গিভ মি সাম সুগাহ' নামের বেকারি। তাই সপ্তাহে অন্তত এক দিন নাশতা করতে বা মিষ্টিজাতীয় কিছু খেতে বেকারিতে যেতেন। তিনি কাউন্টারের পেছনে বসা নারীর সঙ্গে বেশ খোশগল্পে মেতে উঠতেন।

হান্টার বলেন, 'বেকারির সেবা আমার বেশ পছন্দের ছিল। তাদের খাবারও আমি পছন্দ করতাম।'

৫০ বছর বয়সী হান্টার তখনো জানতেন না, এই বেকারির সঙ্গে মিশে আছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। ২০২২ সালের মার্চে একটি ফোন তাঁর জীবনের সবকিছু বদলে দিয়েছে।

বেকারির ফোন নম্বর আগে থেকেই মুঠোফোনে ছিল জানিয়ে হান্টার বলছিলেন, 'আমি ফোনে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। এ সময় বেকারি থেকে একটি কল এল। মনে প্রশ্ন জাগল, বেকারি থেকে কেন আমাকে কল দেওয়া হচ্ছে।'

কল দিয়েছেন বেকারির মালিক লিনোর লিন্ডসে। হান্টার বলেন, 'কল ধরার পর তিনি বললেন, আপনি কি ভামার হান্টার। আমি বললাম, হ্যাঁ।'

হান্টার দীর্ঘদিন ধরে গর্ভধারিণী মায়ের ফোন কল পাওয়ার প্রত্যাশা করছিলেন। তিনিও তাঁকে খুঁজে পেতে নানা চেষ্টা করছিলেন।

একই সময় হান্টার ও লিন্ডসে দুজনেই কাকতালীয় এক অবিশ্বাস্য ঘটনা উপলব্ধি করলেন। ফোনে দুজনই চিৎকার করে উঠলেন।

লিন্ডসে বলেন, 'আমি যখন জানলাম, হান্টার কে,

প্রতীকী ছবি। এআই/প্রথম আলো

আমরা ফোনকলে দুজনেই চিৎকার করছিলাম। অথচ আমরা দুজন কতই-না কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করছি।' হান্টার বলেন, 'এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।'

১৯৭৪ সালে লিন্ডসের গর্ভে হান্টারের জন্ম হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। এখন লিন্ডসের বয়স ৬৭। তিনি বলেন, 'সংসারে অভাব-অনটনের কারণে তখন হান্টারকে দত্তক দিতে হয়েছিল।'

সন্তানের জন্মের পর লিন্ডসে তার মুখ দেখতে পারেননি। কারণ, সন্তানকে দত্তক দেওয়া তাঁর জন্য খুবই কঠিন ছিল।

এরই মধ্যে লিন্ডসের একটি কন্যাসন্তান হয়। নাম রাখা হয় র‍্যাচেল। এই র‍্যাচেলের বয়স এখন ৪০। পাঁচ দশক পর এক জিনিয়ালোজিস্ট লিন্ডসেকে ফোন করে বলেন, তাঁকে তাঁর সন্তান খুঁজছে। তিনি ওই সন্তানের নম্বরও দিলেন। এভাবে তিনি হান্টারকে খুঁজে পেলেন।

হান্টার বলেন, '৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত আমি জানতাম না, আমি দত্তক হিসেবে আরেক পরিবারে বেড়ে উঠেছি। তবে সেই পরিবারে আমার নিজেকে মাঝে মাঝে বাইরের কেউ মনে হতো।'

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১৯

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

কোনো রোগের কারণে কি ড্রাই আই হতে পারে?

খুব যন্ত্রণাদায়ক!

ডায়াবেটিস, জোগ্রেন সিনড্রম ও অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিসের মতো পরিস্থিতি চোখের শুষ্কতার জন্য দায়ী। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যান্টিহিস্টামিন ইত্যাদি ওষুধও চোখের শুষ্কতার জন্য দায়ী হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ও মেনোপজের পর নারীদের ড্রাই আই হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২	৩			৪	
		৫			৬		৭
৮	৯			১০			
১১			১২			১৩	
	১৪			১৫	১৬		
১৭			১৮			১৯	
		২০				২১	
	২২				২৩		

বাঁ থেকে ডানে : ১. কোনো কাল, কখনো। ৫. কাব্যরচয়িতা। ৬. ধাতুবিষয়ক। ৮. খাজনা আদায়কারী। ১১. আঁশযুক্ত বড় মাছ। ১২. বাণ। ১৩. চিন্তা করা। ১৪. চাঁদ। ১৫. যে জ্যোতিষ্ক সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ১৭. ভ্রাতা। ১৮. গভীর অন্তরঙ্গতা। ২০. পা। ২১. অভিনিবেশসহকারে মনন বা স্মরণ। ২২. ত্রুটি। ২৩. ছাপ।

ওপর থেকে নিচে : ১. কল্পবৃক্ষ। ২. নকশাযুক্ত। ৩. যোগ্যতা, উপযুক্ততা। ৪. প্রহার। ৬. কর্জ। ৭. একেবারে নষ্ট। ৯. কোলাহল। ১০. বিয়ে, পরিণয়। ১৬. ভাজক বা বিভাজক অঙ্ক। ১৭. কপাল। ১৮. মমতা। ১৯. দিনের মধ্যভাগ। ২০. প্রচলন।

গত সমস্যার সমাধান

তু	লা		গা	ব		অ	র্ধ
ফা		অ	ভি	স	ম্পা	ত	
ন	ব	ম		ন্ত		লা	থি
	দ	ঙ্গ	ল		প্রা	ন্ত	
অ		ল		লু	প্ত		আ
প	ষ্ঠা		ক	ণ্ঠ		কাঁ	পা
বা		ভ	য়া	ন	ক		ত
দ	ল	ব	ল		মা	র্জি	ত

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

স্মৃতিকাতরতাকে এককালে মানসিক রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো!

বিখ্যাত মার্কিন বক্সার মাইক টাইসন একবার চিড়িয়াখানার একটা গরিলার সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে চেয়েছিলেন। এ বাবদ ১০ হাজার ডলার সেধেছিলেন ওই চিড়িয়াখানার কর্তাকে। গরিলাটি চিড়িয়াখানার বাকি সব বানরকে ভীষণ ত্যক্ত করত বলে খেপে গিয়েছিলেন টাইসন!

কথা অমৃত

লোকে আমার পেছনে কী বলে, আমার জানতে ইচ্ছা করে না। জানলে আরও গর্ব বোধ করি।

অস্কার ওয়াইল্ড
আইরিশ কবি ও নাট্যকার (১৮৫৪-১৯০০)

সুডোকু

				7	2		9	
	3			9			6	
		9	4		1			
	2	5			7	3	4	
		4				2		
	6	1	2			8	5	
			7		9	1		
	7			2			8	
	4		3	8				

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

4	7	8	5	9	3	2	1	6
2	6	9	7	1	8	3	5	4
1	3	5	4	2	6	8	9	7
6	1	2	3	4	5	7	8	9
9	5	3	1	8	7	6	4	2
8	4	7	9	6	2	5	3	1
3	8	1	2	7	9	4	6	5
7	9	6	8	5	4	1	2	3
5	2	4	6	3	1	9	7	8

চুটকি

বিড়ালদের উৎপাতে অতিষ্ঠ ইঁদুরেরা উপদেশ নিতে গেল জ্ঞানী প্যাঁচার কাছে। সব শুনে প্যাঁচা বলল, 'এক কাজ করো। তোমরা শজারু হয়ে যাও। তোমাদের গায়ে কাঁটা দেখে বিড়ালেরা তোমাদের ছায়াই মাড়াবে না।' জুতসই পরামর্শ পেয়ে খুশিমনে বাড়ি ফিরে গেল ইঁদুরেরা। ফেরার পর হঠাৎ একটা ইঁদুর বলল, 'পরামর্শ তো দারুণ! কিন্তু আমরা শজারু হব কীভাবে?' আবার সব ইঁদুর চলল প্যাঁচার কাছে। গিয়ে বলল, 'আমরা শজারু হব কীভাবে?' প্যাঁচা খুব চটে গেল, 'উল্টাপাল্টা প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে আসবে না! আমার কাজ নীতিনির্ধারণ, বাস্তবায়ন নয়।'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

হাহ্!
বড্ড হয়রান! আর একটা বলও ছুড়তে পারব না!
বড্ড পেরেশান আমি!

পাইপগান ও পিস্তল উদ্ধার | রাজধানীর মিরপুর ও উত্তরা এলাকা থেকে গতকাল একটি চায়নিজ পিস্তল ও একটি পাইপগান উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

ছাত্র ইউনিয়ন

সম্মেলনে হামলায় ২০ জন আহত

জামালপুরে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সরিষাবাড়ী উপজেলা শাখার সম্মেলনে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে এক সাংবাদিকসহ প্রায় ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে উপজেলার পোগলদিঘা ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে এ ঘটনা ঘটে। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে পোগলদিঘা ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সেখানে সম্মেলন চলাকালে একদল দুর্বৃত্ত লাঠিসহ দেশি অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে অধিবেশনটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর হামলাকারীরা ছাত্র ইউনিয়নের যাঁকে যেখানে পায়, সেখানে মারধর করে। এতে সাংবাদিকসহ প্রায় ২০ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন ডেইলি স্টার-এর জামালপুর প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের জামালপুর জেলার সভাপতি মাহবুব জামান ও সরিষাবাড়ী উপজেলা ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বায়ক শাহরিয়ার সৈকত।

প্রতিনিধি, *জামালপুর*

বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আয়োজিত ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পটভূমিতে দলীয় প্রদর্শনী 'শরীর ও মানচিত্র' শীর্ষক শিল্প প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন অতিথিরা। গতকাল ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয় থেকে তোলা। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

সরকারি নির্মাণে পোড়া ইটের ব্যবহার বন্ধ হবে

বাসসকে রিজওয়ানা হাসান

দেশে নতুন ইটভাটার ছাড়পত্র দেওয়া হবে না। তবে ব্লক ইট তৈরির কাজে প্রয়োজনে প্রণোদনা দেবে সরকার।

বাসস, *ঢাকা*

রিজওয়ানা হাসান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ২০২৫ সাল নাগাদ সব সরকারি নির্মাণে পোড়ানো ইটের ব্যবহার বন্ধ হবে। বাসসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

সৈয়দা রিজওয়ানা বলেন, সরকারি দপ্তরে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, যেন নির্মাণকাজে পোড়ানো ইট ব্যবহার না করা হয়। সরকারই হচ্ছে নির্মাণকাজে ইটের সবচেয়ে বড় গ্রাহক। রাস্তাঘাট ও ভবন নির্মাণে সরকার ইট ব্যবহার করে থাকে।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, সরকারকে পোড়ানো ইটের বিকল্প ব্যবস্থায় যেতে হবে। সরকার চাহিদাপত্র দিলেই এর সমাধান হতে পারে। তিনি বলেন, পরিবেশদূষণের অন্যতম কারণ ইটভাটা। এটি বন্ধের বিষয়ে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। দেশে নতুন ইটভাটার ছাড়পত্র দেওয়া হবে না। তবে ব্লক ইট তৈরির কাজে প্রয়োজনে প্রণোদনা দেবে সরকার।

পরিবেশদূষণে পলিথিনের ব্যবহার প্রসঙ্গে এই উপদেষ্টা বলেন, ৩ নভেম্বর থেকে নিষিদ্ধ পলিথিন বা পলিপ্রপাইলিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। রাজধানীর বিভিন্ন শপিং মলে পলিথিন ব্যবহার বন্ধেও নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন নিয়ে সৈয়দা রিজওয়ানা বলেন, সেন্ট মার্টিন ও পর্যটনশিল্পকে একসঙ্গে রক্ষা করতে বিভিন্ন উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। তিনি বলেন, এই যে পর্যটনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বলা হচ্ছে, তা কিন্তু এক দিনের সিদ্ধান্ত নয়। বিভিন্ন সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোই পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, 'জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় আমরা সীমিত পরিসরে বিধিনিষেধ আরোপ করছি। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সেন্ট মার্টিনে পর্যটন কার্যক্রম চলবে। কাজেই পর্যটন বন্ধ, এ কথা তো ঠিক নয়। মিথ্যা প্রচারণা।'

পরিবেশ উপদেষ্টা আরও বলেন, জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দুই মাসের মধ্যে অন্তত একটি নদী দূষণমুক্ত করতে হবে। এ ছাড়া ঢাকাসহ সারা দেশের নদ-নদী ও খাল খনন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

'সর্বজনকথা'র দশম বর্ষপূর্তি

উন্নয়ন হলে কেন গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হলো

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আগের ১০ বছরের অনির্বাচিত সরকারের সময়কে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম কিংবা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মতো সংস্থাগুলো 'অলৌকিক উন্নয়নের' সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। উন্নয়ন হলে তো গণ-অভ্যুত্থান হওয়ার কথা ছিল না, তাহলে কেন দেশে গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়োজন হলো? কী ফাঁক ছিল সেই উন্নয়নে? গত ১০ বছরের 'সর্বজনকথা' পড়লে সেই ফাঁকগুলো চেনা যাবে, এর পেছনের বিশ্লেষণ বোঝা যাবে।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিশ্লেষণমূলক জার্নাল *সর্বজনকথার* দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লেখক-পাঠক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ। তিনি *সর্বজনকথার* সম্পাদক। গতকাল শুক্রবার বিকেলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আনু মুহাম্মদ বলেন, *সর্বজনকথা* শুধু একটি পত্রিকা নয়, বাংলাদেশকে প্রকৃত অর্থেই একটি সর্বজনের এবং সর্বপ্রাণের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস।

চলচ্চিত্র নির্মাতা মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নিয়ে লেখার পরিসর খুবই সীমিত। *সর্বজনকথাই* একমাত্র, যারা চলচ্চিত্র নিয়ে আমার ভিন্নধারা লেখা ছাপতে আগ্রহী দেখিয়েছিল।'

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন *সর্বজনকথার* নির্বাহী সম্পাদক কল্লোল মোস্তফা, প্রকাশক মোশাহিদা সুলতানা, সম্পাদনা পরিষদের সদস্য তানজীমউদ্দিন খান, সামিনা লুৎফা, মাহা মির্জা এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য রেজাউল করিম, শামীম ইমাম, মাহতাবউদ্দিন আহমেদ ও আনহা এফ খান। সভায় *সর্বজনকথার* লেখকদের মধ্যে নিজেদের স্মৃতি ও পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করেন হারুন অর রশিদ, নেসার আহমেদ, ফাতেমা সুলতানা, আলমগীর খান, সাঈদ ফেরদৌসসহ অনেকে।

আন্দোলনের সঙ্গে শিল্পের বোঝাপড়া গুরুত্বপূর্ণ

প্রদর্শনীতে বক্তারা

প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ১০ জন শিল্পীর কাজ। বডি অ্যান্ড দ্য ম্যাপ প্রদর্শনী চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যেকোনো আন্দোলন ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মতো ঘটনার সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিল্পমাধ্যমে তা প্রকাশ পেতে সময়ের প্রয়োজন হয়। জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ঘটনা এবং এর পরবর্তী পরিবর্তন নিয়ে শিল্প ও সাহিত্য জরুরি।

'বডি অ্যান্ড দ্য ম্যাপ' বা 'শরীর ও মানচিত্র' শিরোনামে শুরু হওয়া প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বক্তারা। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে শুরু হয়েছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পটভূমিতে করা বিভিন্ন কাজ নিয়ে এই প্রদর্শনী।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিরদৌস আজিম বলেন, এই প্রদর্শনী বিবিধতার শিল্প। এখানে প্রতীকী, ব্যঙ্গ-বিভিন্নভাবে ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে নতুন করে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। জুলাইয়ের অভ্যুত্থান কতটা গভীরে গিয়ে আঘাত করেছে, শিল্পের এই পুনর্নির্মাণ থেকে বোঝা যায়।

অনুষ্ঠানে শিল্প আলোচক ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক মুস্তাফা জামান বলেন, ইতর-ভদ্রের লড়াইয়ে জিতে যাওয়ার প্রকাশ দেখা যায় এ প্রদর্শনীতে। ছাত্র-জনতার লড়াইটাও এ কারণেই ছিল। আন্দোলনে পাহাড় থেকে সমতল, সব ধর্ম-গোত্রের মানুষ ছিল, তা মনে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনার সময় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী বলেন, ছাত্র-জনতার এই আন্দোলনের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের বোঝাপড়া গুরুত্বপূর্ণ।

প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ১০ জন শিল্পীর কাজ। তাঁরা বলেন, আন্দোলনের সময় বিভিন্ন ঘটনায় তাঁদের মনে যে অভিঘাত তৈরি হয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়া এই শিল্পকর্মগুলো। সমাবেশ, হামলা, প্রাণহানি, ইন্টারনেট ব্ল্যাক আউটসহ নানা ঘটনা নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা।

বডি অ্যান্ড দ্য ম্যাপ প্রদর্শনী চলবে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

পরীক্ষামূলকভাবে নেপাল থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেল বাংলাদেশ

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি করেছে নেপাল। গতকাল শুক্রবার ভারতীয় সঞ্চালন লাইন ব্যবহার করে এই বিদ্যুৎ পাঠানো হয়। আপাতত এক দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এই বিদ্যুৎ পেয়েছে বাংলাদেশ।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য গত ৩ অক্টোবর ভারত ও নেপালের সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সই করে বাংলাদেশ। চুক্তির আওতায় ২০২৫ সালের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসের জন্য নেপাল থেকে ভারত হয়ে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাবে বাংলাদেশ।

কল্যাণমুখী কাজে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রাখা হবে না

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

বাসস, *ঢাকা*

আসিফ মাহমুদ

অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারি কর্মকর্তাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রাখা হবে না। তিনি বলেন, প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় স্বৈরাচারীর দোসরদের বের করে দক্ষ লোকদের নিয়োগ দেওয়ার কাজ চলছে। গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সবাইকে নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

গতকাল শুক্রবার ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের তিন মাস পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাবে এক আলোচনা সভায় উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

আসিফ মাহমুদ বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বিরোধিতা করছে। যেগুলো গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট ছিল, সেসব বিষয়ে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর কিছু কিছু অংশ বিরোধিতা করছে। রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই বিপ্লবের স্পিরিটকে ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অভ্যুত্থানের ১০০ দিন উপলক্ষে গান-কবিতা-আলোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের ১০০ দিন উপলক্ষে রাজধানীতে গান, কবিতা ও আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। এতে অংশ নেওয়া বক্তারা বলেছেন, আন্দোলনে যাঁরা নিহত ও আহত হয়েছেন, তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে রাষ্ট্রকে মানবিক করতে হবে। তার জন্য জরুরি গণতন্ত্র।

গতকাল শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলনকক্ষে এ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গীতিকার শহীদুল্লাহ ফরায়জী বলেন, আন্দোলনে যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের জীবনের বিনিময়ে রাষ্ট্রকে মানবিক করতে হবে। তার জন্য জরুরি গণতন্ত্র।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, সাংবাদিক ও গবেষক কাজল রশীদ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাশরুর শাকিল, লেখক সফিকুল ইসলাম, কবি মামুন সারওয়ার, কবি ও গবেষক ইমরান মাহফুজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী সাইয়েদ আবদুল্লাহ প্রমুখ বক্তব্য দেন। গান পরিবেশন করেন রিয়াজ শিমুল। কবিতা আবৃত্তি করেন আসিফ মাহামুদ, জিয়া হক, কাজী মারুফ, মিজান পঞ্চায়েতসহ আরও অনেকে।

ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের 'টার্গেটেড কিলিংয়ের' প্রতিবাদে প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যার সংবাদ থেকে বিশ্বকে অন্ধকারে রাখতে ইসরায়েল নিশানা করে ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের হত্যা করছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ১৯১ সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের এই 'টার্গেটেড কিলিংয়ের' প্রতিবাদে গতকাল শুক্রবার দুপুরে ধানমন্ডির রবীন্দ্রসরোবরে 'গাজা হলোকাস্ট : কিলিং দ্য ট্রুথটেলারস' শিরোনামে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে দৃক পিকচার লাইব্রেরি।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রদর্শনীতে দৃক পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও গণমাধ্যমকর্মীদের পাশাপাশি ফিলিস্তিন মুক্তির সংগ্রামে শহীদ সাংবাদিকদের ছবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সংহতি প্রকাশ করেছেন উপস্থিত সাধারণ মানুষ।

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৪ উপলক্ষে গত ৫ মে একই শিরোনামে পান্থপথের দৃকপাঠ ভবনে সাত দিনব্যাপী একটি প্রদর্শনী ও একটি প্যানেল আলোচনার আয়োজন করেছিল দৃক।

ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের 'টার্গেটেড কিলিংয়ের' প্রতিবাদে দৃক পিকচার লাইব্রেরি গতকাল রবীন্দ্রসরোবরে প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ছবি : সাজিদ হোসেন

ফ্যাসিবাদের পতন হলেও এখনো স্বস্তির সুযোগ নেই : নুরুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদের পতন হলেও এখনো স্বস্তির সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। তিনি বলেছেন, ৫ আগস্টের আগে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের মধ্যে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তাতে এখন ফাটল ধরেছে। অভ্যুত্থানের শক্তিগুলো এখন বিভক্ত। এ বিভাজন ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর লালবাগে এক আলোচনা সভায় নুরুল হক এ কথাগুলো বলেন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহতদের সুস্থতা কামনা ও শহীদের স্মরণে দোয়া এবং 'বিপ্লবোত্তর নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাষ্ট্র সংস্কার ও জন-আকাঙ্ক্ষার রাজনীতি' শীর্ষক এ সভার আয়োজন করে গণ অধিকার পরিষদের লালবাগ থানা শাখা।

কলেজছাত্র নিহতের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

প্রতিনিধি, *ফেনী*

ফেনীর পরশুরামে ছুরিকাঘাতে এমরান হোসেন নামের এক কলেজছাত্র নিহতের ঘটনায় ছয়জনের নাম উল্লেখ করে গত বৃহস্পতিবার হত্যা মামলা হয়েছে। মামলায় আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় আরও পাঁচ-ছয়জনকে।

মামলার এজাহারভুক্ত দুই আসামিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার দুজন হলেন উপজেলার দক্ষিণ কেতরাঙ্গা গ্রামের ইউসুফ মিয়ার ছেলে ইয়াকুব নবী স্বপন (২৫) ও মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত হোসেন মিয়ার ছেলে আবুল কাশেম (৪৫)।

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
নতুন বাজার শাখা, বরিশাল
(অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২(৩) ধারার বিধান মতে)

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জনতা ব্যাংক পিএলসি., নতুন বাজার শাখা, বরিশাল থেকে মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ, প্রোঃ মোঃ আঃ হাকিম, পিতাঃ মৃত আঃ হক, মাতাঃ তারা বানু, বর্তমান/ব্যবসায়িক ঠিকানা-৪৩৯/৫০৯, কাজিপাড়া রোড, ওয়ার্ড নং-২২, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল-এর অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত ঋণের বিপরীতে নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অত্র শাখায় বন্ধক প্রদান করা হয়। মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণটি পরিশোধিত না হওয়ায় ঋণটি খেলাপীতে পরিণত হয়। বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করেন নাই। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৩১/১০/২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতার নিকট পাওনার পরিমাণ মোট=৪১,৯৫,৮৪৫.৩৮/- (কথায় : একচল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত পঁয়তাল্লিশ টাকা আটত্রিশ পয়সা মাত্র) টাকা। উক্ত ঋণের জামানত স্বরূপ ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধককৃত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতাপ্রদান করায় অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২(৩) ধারা মোতাবেক উক্ত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রেক্ষিতে ঋণ সমন্বয়কল্পে (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে) বন্ধকী নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি আগামী ০৫/১২/২০২৪ ইং তারিখে নিলামে বিক্রয়ের জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তাদিতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। উল্লেখ্য, দরপত্র দাখিলের পূর্বেই নিলামে অংশগ্রহণকারী ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এতদসংক্রান্ত অতিরিক্ত কোন তথ্য (যদি প্রয়োজন হয়) অবগত হইবার জন্য অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

তফসিল সম্পত্তি

(১) জিলা : বরিশাল, সাব-রেজিঃ বরিশাল সদর, উপজেলা : বরিশাল সদর, থানা : কোতয়ালী, মৌজা : উত্তর কড়াপুর, জেএল নং-০১; আরএস খতিয়ান নং-১৮৯১, এসএ খতিয়ান নং-২৯৩, বাটা খতিয়ান নং-২৯৩/১, নতুন সৃজিত এসএ খতিয়ান নং-১৬৪০, হাল আরএস এবং এসএ দাগ নং-৩৩২২, ৩৩২৯; বিএস খতিয়ান নং-৩১, বিএস দাগ নং-৫৫০৮, ৫৬৭৭; জমির পরিমাণ-৫৫.০০ শতাংশ।

(২) জিলাঃ বরিশাল, সাব-রেজিঃ বরিশাল সদর, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, থানাঃ কোতয়ালী, মৌজাঃ উত্তর কড়াপুর, জেএল নং-০১; সিএস খতিয়ান নং-১৬৮, সিএস দাগ নং-১৩, ১৫, ৩৬, ৭০; আরএস খতিয়ান নং-১৭৮৪, ১৭৮৭; এসএ খতিয়ান নং-৮৯৫, ৮৯৬, জমা-খারিজী এসএ খতিয়ান নং-১৭৫৩, নতুন জমা-খারিজী এসএ খতিয়ান নং-১৮৯৯, হাল আরএস এবং এসএ দাগ নং-৩৩৮৪; বিএসডিপি খতিয়ান নং-১৫৫০, বিএস দাগ নং-৫৬৬৯; জমির পরিমাণ-৮১.০০ শতাংশ ও

(৩) জিলাঃ বরিশাল, সাব-রেজিঃ বরিশাল সদর, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, থানাঃ কোতয়ালী, মৌজাঃ উত্তর কড়াপুর, জেএল নং-০১; এসএ খতিয়ান নং-৯৩৬, ৯৪৮, জমা-খারিজী এসএ খতিয়ান নং-১৮৯৯, হাল আরএস এবং এসএ দাগ নং-৩৩২৪; বিএস প্রিন্টেড খতিয়ান নং-১০৩৩, বিএস দাগ নং-৫৫০৬; জমির পরিমাণ-৩.৫০ শতাংশ।

(১) হইতে (৩) নং তফসিলে মোট সম্পত্তির পরিমাণ=(৫৫.০০+৮১.০০+৩.৫০)=১৩৯.৫০ শতাংশ অথবা ১.৩৯৫০ একর ভূমি ও তদপরিস্থিত অবকাঠামো (বর্তমান ও ভবিষ্যতে নির্মিতব্য)।

উক্ত ১৩৯.৫০ শতাংশ অথবা ১.৩৯৫০ একর ভূমির এর চৌহদ্দি :

উত্তরে : মীর হোসেন গং ও শান্তি হাং | দক্ষিণে : আঃ কাদের মৃধা ও বাদশা সিকদার গং, মগবর আলী ও মুনসুর আলী
পূর্বে : আরিফুর রহমান | পশ্চিমে : ইউপি রাস্তা

শর্তাবলী

১। আগামী ০৫/১২/২০২৪ইং তারিখে বিকাল ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে জনতা ব্যাংক পিএলসি., নতুন বাজার শাখায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে আগ্রহী ক্রেতাগণকে সাদা কাগজে পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক টেলিফোন নংসহ স্বাক্ষরযুক্ত দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে জমা দিতে হবে এবং ঐ দিনই বিকেল ৩.০০ ঘটিকার পর টেন্ডার বাক্সে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ সংশ্লিষ্ট দরপত্র দাতাগণের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র কমিটি কর্তৃক খোলা হইবে।
২। প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে ২০% উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইলে ১৫% উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হইলে ১০% সমপরিমাণ টাকার জামানত স্বরূপ যেকোন তফসিলি ব্যাংক হইতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জনতা ব্যাংক পিএলসি., নতুন বাজার শাখায়, বরিশাল এর অনুকূলে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।
৩। দরদাতা এক বা একাধিক তফসিলের জন্য দরপত্র দাখিল করিতে পারিবেন তবে একটি তফসিলভুক্ত আংশিক সম্পত্তির জন্য দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।
৪। অনূর্ধ্ব ১০.০০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার ৩০ দিবসের মধ্যে, ১০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে কিন্তু ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে এবং ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে দরপত্রের সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। ব্যর্থতায় আইনানুযায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।
৫। উপরোক্ত ৪নং ক্রমিকে বর্ণিত শর্তের অধীনে জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে উহার অর্থ ঋণ হিসাবে সমন্বয় করা হবে। পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে তফসল সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে। দ্বিতীয় দরদাতা আহুত হইবার পর ক্রমিক নং ০৪ এ বর্ণিত শর্তের সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং ব্যর্থতায় তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে ও জামানতের টাকা দাবিকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।
৬। দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা অপ্রতুল প্রতীয়মান হইলে শাখার নিলাম কমিটি/এরিয়া অফিস/বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহা বাতিল করিতে পারবেন।
৭। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোন কারণ ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
৮। সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও ক্রয়কৃত সম্পত্তির ট্যাক্সসহ যাবতীয় খরচ, বকেয়া খাজনা, বিল ইত্যাদি (যদি থাকে) নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।
৯। তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধাসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন কর ইত্যাদিসহ অন্য কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবি থাকলে তা পরিশোধে কোন দায়িত্ব ব্যাংক বহন করিবে না।
১০। সফল দরদাতাকে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩ মোতাবেক নিলামকৃত সম্পত্তির দখল প্রদান বা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।
১১। অকৃতকার্য দরদাতাদের জামানতের টাকা (আর্নেস্টমানি) যথাসময়ে ফেরত দেওয়া হইবে। কম জামানত/জামানত বিহীন/ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক পিএলসি.
নতুন বাজার শাখা, বরিশাল।

বাংলাদেশ ব্যাংক
রাজশাহী।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অস্থায়ী ভিত্তিতে ১(এক) জন খণ্ডকালীন (পূর্ণ কর্মদিবস) চিকিৎসক (পুরুষ) নিয়োগের নিমিত্ত প্যানেল প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট হতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে :

০১। উক্ত পদের জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমবিবিএস ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০২। প্রতি কর্মদিবসে ০৮ ঘণ্টা (বর্তমানে সকাল ১০.০০টা হতে সন্ধ্যা ৬.০০টা) পর্যন্ত ব্যাংক চিকিৎসা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে সেবা প্রদান করতে হবে।
০৩। 'কাজ নেই সম্মানী নেই' ভিত্তিতে দৈনিক ২৬০০/- (টাকা দুই হাজার ছয় শত মাত্র) হারে মাস অন্তে সম্মানী প্রদান করা হবে। অন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে না এবং কোন ধরনের ছুটি প্রাপ্য হবেন না।
০৪। সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হবে এবং এ নিয়োগ যে কোন পক্ষের ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে বা ১৫ (পনের) দিনের সম্মানীর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান বা সমর্পণ সাপেক্ষে বাতিল করা যাবে।
০৫। ব্যাংকের বিদ্যমান চিকিৎসা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী/ব্যাংক কর্তৃক চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে সেবা প্রদান করতে হবে।
০৬। ব্যাংকের শৃঙ্খলামূলক যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে।
০৭। অন্যত্র পেশাগত কর্মকাণ্ডের কারণে ব্যাংকে দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না।
০৮। ব্যাংকের স্বার্থ হানীকর কোন কাজে জড়িত হতে পারবেন না।
০৯। আবেদনপত্রে প্রার্থীর পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত যথা : (ক) প্রার্থীর পূর্ণ নাম বাংলা ও ইংরেজিতে, (খ) পিতার নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) জন্ম তারিখ, (ঙ) ১৫/১২/২০২৪ তারিখে বয়স [সর্বোচ্চ ৪৫ বছর)], (চ) স্থায়ী ঠিকানা, (ছ) বর্তমান ঠিকানা, (জ) ধর্ম, (ঝ) জাতীয়তা, (ঞ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (ট) অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে), (ঠ) জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর এবং (ড) মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
১০। প্রার্থীকে আবেদনপত্রের সাথে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতা, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি এর রেজিস্ট্রেশন) ও অভিজ্ঞতার সকল সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি, প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনারের নিকট হতে নাগরিকত্বের সনদপত্র, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ৩ (তিন) কপি ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
১১। প্রার্থীর আবেদনপত্র খাম বন্ধ অবস্থায় অবশ্যই ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসে/ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে আগামী ১৫/১২/২০২৪ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে পৌছাতে হবে।
১২। আবেদনপত্র গ্রহণ/যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩। খামের উপরে 'খণ্ডকালীন (পূর্ণ কর্মদিবস) চিকিৎসক (পুরুষ) পদের জন্য দরখাস্ত' কথাটি লেখা থাকতে হবে।
১৪। কর্তৃপক্ষ অনিবার্য কারণবশতঃ নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

ডিসিপি : ৪৮/২০২৪-২৮৫০
তারিখ : ১৪/১১/২০২৪

মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্যা
পরিচালক (প্রশাসন)

ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা পেতে হয়রানির শিকার হলে কিংবা কোনো অভিযোগ থাকলে ১৬২৩৬ নম্বরে ফোন করুন।

বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা | নারায়ণগঞ্জের সোনাপুরে অবৈধ গ্যাস-সংযোগ নেওয়ার সময় বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। সংবাদদাতা, নারায়ণগঞ্জ

সংক্ষেপে

নারায়ণগঞ্জ

প্রতিযোগিতা

নারায়ণগঞ্জে দুই দিনব্যাপী জাতীয় ও ৪র্থ ক্যামব্রিয়ান তায়কোয়েন-দো (আইটিএফ) চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা ২০২৪ শুরু হয়েছে। গতকাল নারায়ণগঞ্জ ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের মুক্তমঞ্চে এর উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আবদুল্লাহ আল-মাসুদ। তায়কোয়েন-দো ফেডারেশন অব বাংলাদেশ ও ক্যামব্রিয়ান তায়কোয়েন-দো গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে এর আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন তায়কোয়েন-দো ফেডারেশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সান্ত্বনা রানী রায়, ক্যামব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর আনিসউর রহমান, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তায়কোয়েন-দো ফেডারেশনের সভাপতি (প্রস্তাবিত) জাহাঙ্গীর আলম, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তায়কোয়েন-দো ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান আলী।
প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নবাবগঞ্জ

ফুটবল খেলা

ঢাকার নবাবগঞ্জের বান্দুরা নবীন সেতুসংঘ ক্লাবের আয়োজনে ফুটবল খেলা হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে তিনটায় ক্লাবের মাঠে দোহার আউলিয়াবাদ চির সবুজ সংঘের সঙ্গে নতুন বান্দুরা অরুণাচল সংঘের চূড়ান্ত পর্বে খেলা হয়। খেলায় আউলিয়াবাদ চির সবুজ সংঘ জয়ী হয়। ক্লাবের সভাপতি মো. মজনু মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক। এ সময় প্রথম পুরস্কার মোটরসাইকেল ও রানার্সআপকে ফ্রিজ প্রদান করা হয়।
প্রতিনিধি, *নবাবগঞ্জ, ঢাকা*

বাসভাড়া না কমালে আগামীকাল হরতাল

নারায়ণগঞ্জ

আগামীকাল রোববার সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত হরতাল পালনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের নেতারা।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটসহ সব রুটে বাসভাড়া কমানোর প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া না হলে আগামীকাল রোববার নারায়ণগঞ্জে সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত কঠোর হরতাল পালনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের নেতারা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে নগরের চাষাঢ়ায় নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম আয়োজিত গণসমাবেশে এই হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা।

সংগঠনের আহ্বায়ক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বির সভাপতিত্বে সদস্যসচিব ধীমান সাহার সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন খেলাঘর আসর কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা রথীন চক্রবর্তী, নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সভাপতি এ বি সিদ্দিক, ন্যাপ জেলার সম্পাদক আওলাদ হোসেন, আমরা নারায়ণগঞ্জবাসীর সভাপতি নূর উদ্দিন আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টি নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সভাপতি শিবনাথ চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ জেলার সদস্যসচিব আবু নাঈম, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলার সম্পাদক হিমাংশু সাহা, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি মাহমুদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি জিয়াউল ইসলাম, সমমনা সভাপতি সালাউদ্দিন আহমেদ, গণ অধিকার পরিষদ জেলার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, গণসংহতি আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক আলমগীর হোসেন। সমাবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। তাঁরা বাসভাড়া কমাতে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

রফিউর রাব্বি বলেন, নারায়ণগঞ্জের গণপরিবহনকে চাঁদাবাজির উৎস মনে করে মাফিয়া-গডফাদাররা। পরিবহন মাফিয়া-গডফাদার ওসমান পরিবার নারায়ণগঞ্জবাসীকে জিম্মি করে বছরের পর বছর অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে কোটি কোটি টাকা চাঁদা হাতিয়ে নিয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের সঙ্গে এই পরিবহন মাফিয়া-গডফাদাররা পালিয়ে গেছে। তাই তাদের অযৌক্তিক বাসভাড়া কমাতে হবে।

তিনি বলেন, 'জনগণের পক্ষে গণদাবি মেনে নিয়ে বাসভাড়া কমানোর ঘোষণা দিন। অন্যথায় আগামীকাল সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে কঠোর হরতাল পালন করার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এই প্রথম হরতাল হলে এর দায়দায়িত্ব প্রশাসনকে নিতে হবে। ভাড়া না কমিয়ে পরিবহন বন্ধ রাখার চেষ্টা করা হলে এই রুটে বিআরটিসি বাস চালু করা হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে এই পরিবহন গডফাদারমুক্ত হয়েছে, আর নতুন কোনো গডফাদারের জন্ম নিক, আমরা তা চাই না।'

বক্তারা বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি, জনগণের স্বার্থে নারায়ণগঞ্জ থেকে সব রুটে ভাড়া কমাতে হবে। না হলে আগামীকাল ডাকা হরতালে নারায়ণগঞ্জ অচল করে দিয়ে দাবি আদায় করে ছাড়ব।

সমাবেশ শেষে একটি মশালমিছিল নগরের চাষাঢ়া হয়ে ২ নম্বর রেলগেট হয়ে চাষাড়া শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। এর আগে গত ২৬ অক্টোবর সংগঠনটি সংবাদ সম্মেলন করে এই রুটে বাসভাড়া কমানোসহ তিন দফা দাবিতে ৯ দিন কর্মসূচি পালনসহ ১৭ নভেম্বর হরতাল পালনের ঘোষণা দিয়েছিল।

নারায়ণগঞ্জে সব রুটে বাসভাড়া কমানোর দাবিতে মশালমিছিল। গতকাল চাষাঢ়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

আলোচনা সভায় মাহমুদুর রহমান

ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার দায় সংবাদমাধ্যমেরও আছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রংপুর*

শেখ হাসিনার ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের দায় সংবাদমাধ্যম এড়াতে পারে কি না, প্রশ্ন তুলেছেন দৈনিক *আমার দেশ* পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মাহমুদুর রহমান। তিনি বলেছেন, 'এটার দায় কি শুধু শেখ হাসিনার? নাকি দায় সবার, নাকি দায় যারা চুপ করে ছিল। সেই দায় যদি আমি হিসাব করতে যাই, সেই দায়ের মধ্যে তো সংবাদমাধ্যমও আছে।'

গতকাল শুক্রবার রংপুর রিপোর্টার্স ক্লাব মিলনায়তনে আলোচনা সভায় মাহমুদুর রহমান এসব কথা বলেন। সভার আয়োজন করে রংপুর সাংবাদিক ইউনিয়ন ও রংপুর রিপোর্টার্স ক্লাব।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনের প্রসঙ্গ এনে সভায় মাহমুদুর রহমান বলেন, 'আমরা যে সংবাদ সম্মেলনের নামে সার্কাস দেখতাম, সেখানে সব তথাকথিত সম্পাদকেরা গিয়ে যে ভাষায় কথা বলতেন এবং আমরা অবাক হয়ে শুনতাম—এ রকম মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তি সম্পাদক হতে পারে পত্রিকা-টেলিভিশনের এবং তাঁরা নির্লজ্জভাবে এক ব্যক্তির স্তুতি করে যাচ্ছেন সেখানে।'

নারায়ণগঞ্জে মহিলা পরিষদের সম্মেলন

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জে নগরের আলী আহম্মদ নগর পাঠাগার মিলনায়তনে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ জেলার ১১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফওজিয়া মোসলেম এবং সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লক্ষ্মী চক্রবর্তী।

এ পর্ব পরিচালনা করেন সদস্য ও আবৃত্তিশিল্পী ফাহমিদা আজাদ। দ্বিতীয় অধিবেশনে রীনা আহমেদকে সভাপতি ও রহিমা খাতুনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

দুই নারীর আদালতে স্বীকারোক্তি

ব্যবসায়ীর ৭ টুকরা লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

জসিম উদ্দিন

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ডাইং ব্যবসায়ী জসিম উদ্দিনের (৬২) সাত টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেপ্তার সেই নারী (২৮) ও তাঁর বান্ধবী (২৬) আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. হায়দার আলীর আদালতে তাঁরা জবানবন্দি দেন।

নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মো. কাইউম বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, পৃথকভাবে দুই আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। জবানবন্দি নথিভুক্ত করার পর তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

আদালতে জবানবন্দি দেওয়া দুজনের একজন (২৮) ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা এবং অন্যজনের বাড়ি ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়া উপজেলার একটি গ্রামে। তাঁরা দুজন রাজধানীর মিরপুর শেওড়াপাড়া এলাকায় ভাড়া থাকতেন। নিহত জসিম নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার কাঠেরপুল এলাকার বাসিন্দা। তিনি চাঁদ ডাইং অ্যান্ড নিট কম্পোজিট কারখানার মালিক। স্ত্রী-সন্তানসহ রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বসবাস করতেন তিনি। রূপগঞ্জের পূর্বাচল ৫ নম্বর সেক্টর-সংলগ্ন লেকপাড় এলাকা থেকে গত বুধবার তাঁর সাত টুকরা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

জবানবন্দিতে এক নারী উল্লেখ করেন, জসিম তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সম্পর্ক করেন। এরপর তাঁকে শেওড়াপাড়া এলাকার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া রাখেন। এ জন্য তাঁকে মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতেন জসিম। কিন্তু তিনি (নারী) জানতে পারেন, জসিম তাঁকে ছাড়াও অন্য আরেক নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোয় তাঁর ক্ষোভ তৈরি হয়। সেই ক্ষোভ থেকে তিনি জসিমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। পরে জসিমকে হত্যার পর লাশ গুম করতে সহায়তা করেন তাঁর বান্ধবী।

ওই নারীর বান্ধবী জবানবন্দিতে বলেন, অভিযুক্ত নারী তাঁর বান্ধবী। তাঁর সঙ্গে জসিমের সম্পর্কের বিষয়টি তিনি জানতেন। জসিমকে হত্যার পর বান্ধবী তাঁকে বিষয়টি জানান এবং লাশ গুম করতে সহায়তা চান। বান্ধবীর কথায় তিনি লাশ গুমে সহায়তা করেন।

আবু সাঈদের পরিবার পেল চেক

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ্ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন। এ সময় তিনি সাঈদের পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন।

গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজের পর তিনি রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়া গ্রামে আবু সাঈদের গ্রামের বাড়িতে পৌঁছান। তিনি ছাত্র আন্দোলনে সব শহীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং আবু সাঈদসহ সব শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। সন্ধ্যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান বিষয়টি *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম শহীদ আবু সাঈদের রক্তের ওপর যে নতুন বাংলাদেশ আজ দাঁড়িয়েছে, সেটিকে বৈষম্যহীনভাবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ্। তিনি বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম আইকন আবু সাঈদ ও মুগ্ধর নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে স্মৃতিফলক স্থাপন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন দেশের সব কলেজে সাঈদ ও মুগ্ধ ট্রাস্ট স্কলারশিপের (বৃত্তি) ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি।

শুধু গাড়িচালক নয়, মালিক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকেও ধরতে হবে

ইন্দোনেশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে *জাকার্তা পোস্ট*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

ঢাকার নগর পরিবহন

যানজট মোকাবিলায় বহুমুখী পদক্ষেপ নিন

গত সপ্তাহে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি ঢাকার যানজট নিরসন ও যাত্রীদের আরামদায়ক পরিবহনসেবা দিতে আবার ঢাকা নগর পরিবহন চালুর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা অনেকটা আগের সরকারের আমলে নেওয়া সমন্বিত পরিবহনব্যবস্থারই পরিবর্তিত রূপ।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) সূত্রে জানানো হয়, রাজধানী ঢাকায় যাত্রীবাহী সব বাস চলবে 'ঢাকা নগর পরিবহনের' আওতায়। তবে বাসগুলোর মালিকানা থাকবে কোম্পানিগুলোর কাছে। নগর পরিবহনের আওতায় বাস পরিচালনার জন্য কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র নেওয়া হবে।

সমস্যা হলো, আমাদের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে যোজন ফারাক থাকে। ছয় মাস আগে নেওয়া পরিকল্পনাটি যখন বাস্তবায়ন করা হয়, তখন সমস্যা আরও প্রকট রূপ নেয়। নগর পরিবহন চালুর পরিকল্পনা কত দিনে চালু হবে, বেসরকারি বাসমালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি মেনে চলবে কি না, তার ওপরই নির্ভর করছে এর সাফল্য-ব্যর্থতা। বিগত সরকারের আমলে সমন্বিত বাস চালুর উদ্যোগ নিয়েও সফল করা যায়নি বাসমালিকদের অসহযোগিতার কারণে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (ডিটিসিএ) নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, 'নগর পরিবহনের অধীনে বাস চালানোর জন্য বাস কোম্পানিগুলোর কাছে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছিল। এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০টি বাস কোম্পানি আবেদন করেছে।' ধারণা করি, ৩০ নভেম্বর শেষ তারিখের মধ্যে বাসমালিকদের কাছ থেকে আরও আবেদনপত্র আসবে। এগুলো যাচাই-বাছাইয়ের কাজটি সহজ নয়। গেল সরকারের আমলে যেকোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নিজস্ব লোকের বিষয়টি অগ্রাধিকার পেত। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে যেন তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

চালক ও সহযোগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধে বাসভাড়া পরিশোধের জন্য র‍্যাপিড পাস কিংবা অনলাইনে পরিশোধের পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্তটি ভালো। প্রশ্ন হলো, বাসমালিকেরা সেটা মানবেন কি না, মানলেও কত দিন বাস্তবায়ন করতে পারবেন? কর্তৃপক্ষকে এ কথাও মনে রাখতে হবে, ঢাকা শহরে যানজট যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে সমন্বিত নগর পরিবহনই একমাত্র সমাধান নয়। বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। মেট্রোরেল সম্প্রসারণ কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

ঢাকা শহরের সড়কের পরিমাণ তুলনামূলক কম। একটি মেগা সিটিতে শহরের আয়তনের ২৫ শতাংশ সড়ক থাকতে হয়। ঢাকায় আছে মাত্র ৮ শতাংশ। সে ক্ষেত্রে যানবাহন চলাচলে শুধু শৃঙ্খলা এনে নগরবাসীর চলাচল নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করা যাবে না। বিকল্প ও সৃজনশীল পথেই অগ্রসর হতে হবে। যানজট নিরসনে অবিলম্বে প্রাইভেট কারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, চৌরাস্তাগুলোয় টানেল নির্মাণ, ছোট ছোট বিকল্প রাস্তা তৈরি করা, ফুটপাত দখলমুক্ত করা ও ট্রাফিক পুলিশের জনবল বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ঢাকা শহরে ক্রমবর্ধমান জনস্রোত কীভাবে ঠেকানো যায়, সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সব কাজে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে কেন ঢাকা শহরে আসতে হচ্ছে? নিজ নিজ শহর, জেলা ও উপজেলা থেকে যাতে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সেবা পান, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজধানীর যানজট নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ১১ দফা প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা যানজট নিরসন কমিটি, যার মধ্যে আছে ঢাকার ভেতরের ও চারপাশের খালগুলো সংস্কার করে নৌপথ সচল করা, চারপাশের নদী ঘেঁষে ট্রাম রোড বা সংক্ষিপ্ত রেলপথ তৈরি এবং ওই রেলপথ ঘেঁষে চক্রাকার সড়ক নির্মাণ। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে অনেক সময় ও অর্থের প্রয়োজন হবে।

এই মুহূর্তে ঢাকায় নগর পরিবহন চালু করতে পারলে সড়কে যানবাহন চলাচলে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে, তা যেমন কমবে, তেমনি যানজটে নাকাল নগরবাসী কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে পাবেন।

বীজ আলুর সিন্ডিকেট

জয়পুরহাটে কঠোর ব্যবস্থা নিন

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে চরম ভোগান্তিতে আছে সাধারণ মানুষ। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে নানা পদক্ষেপ নিলেও তার তেমন বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে সিন্ডিকেটকে দুষছেন। সিন্ডিকেট ভাঙতে যতটা শক্তিশালী ভূমিকা রাখা দরকার, তা দেখা যাচ্ছে না সরকারের পক্ষ থেকে। ফলে বাজারে নানাভাবে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টা চলমান। যেমনটি দেখা যাচ্ছে জয়পুরহাটে বীজ আলুর ক্ষেত্রে।

বাজারে এখন যেসব খাদ্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী, তার মধ্যে অন্যতম আলু। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে দুই মাস আগে পণ্যটির আমদানি শুল্ক কমিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর আমদানিও হয়েছে। তবে বাজারে এর প্রভাব দেখা যায়নি; বরং দাম বেড়েছে। আলুর বাড়তি চাহিদার কারণে মজুতদারেরা ইচ্ছেমতো দাম বাড়াচ্ছেন। মজুতদারি রোধে তদারকি ও অভিযান পরিচালনায় যথেষ্ট ঘাটতি আছে বলে জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বীজ আলুর ক্ষেত্রেও।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, জয়পুরহাটে মৌসুম শুরুর আগেই বীজ আলুর কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। এভাবে কারসাজির মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে তাঁরা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। ভুক্তভোগী কৃষকদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত জোগান থাকলেও বেশির ভাগ ব্যবসায়ী তাঁদের দোকান ও গুদামে বীজ আলু রাখছেন না। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে মণপ্রতি দেড় থেকে দুই হাজার টাকা বেশি রেখে অজ্ঞাত স্থান থেকে কৃষকের কাছে বীজ আলু পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা।

স্থানীয় প্রশাসন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করলেও তা নিয়েও আছে অভিযোগ। কৃষকেরা বলছেন, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে লোকদেখানো জরিমানা ছাড়া তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। বীজ আলুর সংকটের অজুহাতে মৌসুমি ব্যবসায়ীরাও খাওয়ার উপযোগী আলু বিভিন্ন কোম্পানির মোড়কে প্যাকেটজাত করছেন। এসব নিম্নমানের বীজ আলু কিনে কৃষকদের প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে জেলায় আলু চাষের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২০ হাজার মেট্রিক টন বেশি বীজ আলুর চাহিদা আছে। এখনো আমন ধান কাটা-মাড়াইয়ের কাজ শেষ হয়নি। এ কারণে পুরোদমে আলুর চাষ শুরু হয়নি। বাজারে যে পরিমাণ বীজ আলুর সরবরাহ আছে, তাতে কোনো সংকট থাকার কথা নয়।

কৃষি বিপণন কর্মকর্তার বক্তব্য, তাঁরা বীজ আলুর বাজার তদারক করছেন। স্থানীয় প্রশাসনও তাঁদের সহযোগিতা করছে। দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা করা হয়েছে। তাঁদের ডিলারশিপ বাতিলের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বাজার তদারকি অব্যাহত আছে।

আমরা আশা করব, কোনো প্রকার মজুতদারিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ভুক্তভোগী কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হোক। যেসব অসাধু ব্যবসায়ী অজ্ঞাত স্থান থেকে বীজ আলু সরবরাহ করছেন, চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।

চিঠিপত্র

শব্দদূষণ

শহরের যানজটের পাশাপাশি অপ্রয়োজনে হর্ন বাজানো একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা শব্দদূষণ ব্যাপকভাবে বাড়াচ্ছে। প্রতিদিন রাস্তায় অহেতুক হর্ন বাজানোর ফলে স্কুলগামী শিশু, বৃদ্ধ ও সাধারণ মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অতিরিক্ত শব্দের প্রভাব মানসিক চাপ, ঘুমের সমস্যা এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, যা দীর্ঘ মেয়াদে হৃদ্‌রোগের কারণ হতে পারে। যানবাহনচালকদের উচিত রাস্তায় ধৈর্য বজায় রেখে প্রয়োজন ছাড়া হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকা। বিশেষ করে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকার সময়, তেমন বাধা ছাড়াই গাড়ি চলছে এমন অবস্থায় বা পথচারীদের অযথা হর্ন দিয়ে বিরক্ত করা উচিত নয়। চালকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ট্রাফিক বিভাগ এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় প্রচার কার্যক্রম চালানো জরুরি। প্রয়োজনে নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা যেতে পারে। সবাই যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অযথা হর্ন বাজানো বন্ধ করেন, তবে শব্দদূষণ কমিয়ে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

হৃদয় পান্ডে
শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

'মামলা নিয়ে এখন ব্যবসা শুরু হইছে...'

সোহরাব হাসান

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, হয়রানিমূলক মামলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে আগেও এ রকম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। ঢালাও মামলার পর এবার গায়েবি মামলা হচ্ছে। অর্থাৎ যিনি মারা যাননি, তাঁকেই 'শহীদ' বানিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা।

প্রথম আলোর খবরে বলা হয়, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের গুলিতে স্বামী নিহত হয়েছেন উল্লেখ করে দুই সপ্তাহ আগে এক নারী মামলা করেন। পরে তাঁর স্বামী থানায় এসে হাজির হয়ে জানান, তাঁর অজান্তে স্ত্রী তাঁকে 'মৃত' দেখিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা করেছেন। পুলিশের ভাষ্যমতে, গত ২৪ অক্টোবর কুলসুম বেগম নামের এক নারী তাঁর স্বামীকে হত্যার অভিযোগ এনে ঢাকার একটি আদালতে মামলা করেন। এতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৩০ জনকে আসামি করা হয়। পরে মামলাটি ঢাকার আশুলিয়া থানায় এজাহারভুক্ত হয়।

কুলসুম এজাহারে উল্লেখ করেন, গত ৫ আগস্ট সকালে তাঁর স্বামী মো. আল আমিন মিয়া ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিকেলে আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় বিজয় মিছিলে তিনিও ছিলেন। তবে পরাজয় মেনে না নিতে পেরে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী নির্বিচার গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁর স্বামী নিহত হন।

আল আমিন মিয়ার পরিবার থেকে বলা হয়, পারিবারিক ঝামেলার কারণে কুলসুম স্বামীকে মৃত দেখিয়ে মামলা করেছেন। মামলার প্রায় দুই সপ্তাহ পর তিনি এ মামলার কথা জানতে পারেন। মামলা থেকে আসামির নাম প্রত্যাহার করার কথা বলে নাকি তাঁর স্ত্রী লোকজনের কাছ থেকে টাকাপয়সাও নিচ্ছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, মামলাটি কি কুলসুম একাই করেছেন, নাকি কারও প্ররোচনা ছিল? ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এ রকম হয়রানিমূলক মামলা আরও হয়েছে।

৪ আগস্ট সুনামগঞ্জ পৌর শহরে গুলিবিদ্ধ হন মো. জহুর আলী। ঘটনার এক মাস পর তাঁর বড় ভাই হাফিজ আহমদ বাদী হয়ে একটি মামলা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার নিজের ফেসবুক আইডি থেকে লাইভে এসে জহুর আলী বলেন, 'পুলিশ আমারে গুলি করছে। পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করব। কিন্তু পরে দেখি মাসুম হেলাল সবাইরে মামলায় ঢুকাইয়া দিছে। এই মামলা নিয়া এখন ব্যবসা শুরু হইছে। সে (মাসুম হেলাল) কোটি টাকা নিছে।...মামলায় যারার নাম নাই, তারারে পুলিশ ধরে বেশি। লোকজন বলে, আমরা টাকা নিছি। এটা মিথ্যা। আমরা কোনো টাকা পাই নাই। আমরা গরিব মানুষ। এখন আমরা পড়ছি মহাবিপদে। সোমবার কোর্ট থেকে আমার ভাইরে তুলে নেওয়া হইছে।' (প্রথম আলো অনলাইন, ১৪ নভেম্বর ২০২৪)

গুলিতে আহত মো. জহুর আলী এখন ঢাকা পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে (সিআরপি) আছেন।

মিরপুরের এক হত্যা মামলার বাদী বলেন, তিনি থানায় যাওয়ার পর বিএনপি ও জামায়াতের নেতারা আসামিদের নাম বসিয়ে দিয়েছেন। খিলগাঁওয়ে এক হত্যাচেষ্টা মামলায় অন্যদের মধ্যে আসামি করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে। তিনি কেবল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমর্থকই ছিলেন না, তাঁদের পক্ষে করা রিটের অন্যতম আইনজীবী ছিলেন। তিনি হলেন হত্যাচেষ্টার আসামি। মামলাটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলে তালিকা থেকে তাঁর নামটি বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু যেসব মামলা নিয়ে হইচই হয়নি, সেসব মামলায় মনগড়া আসামিরা এখনো হয়রানির শিকার।

গোপালগঞ্জের দিনমজুর জামাল মিয়া। তিনি রাজনীতি করেন না। তারপরও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা হত্যা মামলায় আসামি করে ৮ নভেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এক মাস আগে জামালের স্ত্রী যমজ কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। এর এক সপ্তাহ পর তিনি মারা যান। জামাল গ্রেপ্তার হলে তাঁর দুই সন্তানের দেখাশোনার ভার পড়ে ১৩ বছরের শিশুসন্তান সাজ্জাদ মোল্লার ওপর। 'মা মারা গেছেন, বাবা কারাগারে' শিরোনামে খবরটি ছাপা হলে বিষয়টি আদালতের নজর আনেন আইনজীবী হামিদুল মিসবাহ, ব্যারিস্টার নাজিয়া কবির ও সিফাত মাহমুদ শুভ।

আদালত তিন শিশুসন্তানকে দেখভাল করার জন্য স্থানীয় সমাজকল্যাণ দপ্তরকে নির্দেশ দেন। সর্বশেষ খবর, বৃহস্পতিবার গোপালগঞ্জের একটি আদালত জামালকে জামিন দিলেও মামলাটি বহাল আছে।

জামাল মোল্লার পরিবারের অভিযোগ, মামলা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অনুরোধ করা হলে বাদীপক্ষ ৫০ হাজার টাকা চেয়েছিল।

৪ অক্টোবর *প্রথম আলোর* খবরে দেখা গেল, একটি হত্যা মামলায় তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন অন্যতম আসামি। বর্তমানে ওই সচিব সাবেক হয়ে গেছেন। এর আগে ও পরে অনেক সাবেক সচিবের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে। একটি মামলায় ৫৩ জন সাবেক সচিবকে আসামি করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে অনেকে পাঁচ বছর আগেই অবসরে গেছেন। তাঁরা কীভাবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারকে প্ররোচনা দিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর নেই।

এরপর সচিব ছাড়িয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টাকেও হত্যা মামলায় আসামি করা হয়েছে। এই উপদেষ্টার নাম শেখ বশিরউদ্দিন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সোহান শাহ নামের এক যুবককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় করা মামলায় আসামির তালিকায় তাঁর নাম আছে। ১০ নভেম্বর শেখ বশিরউদ্দিন উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন।

মামলার বাদী নিহত সোহানের মা সুফিয়া বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও পুলিশ তাঁর ছেলে হত্যার জন্য দায়ী। আসামি কারা করেছেন, কারা নাম দিয়েছেন, তা তিনি বলতে পারবেন না।

সোহান হত্যা মামলাটি ১৮ অক্টোবর রাজধানীর রামপুরা থানায় রেকর্ড হয়। এই মামলার পেছনেও যে কার বা কাদের প্ররোচনা আছে, সেটাও খুঁজে বের করা দরকার।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রম বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঢালাও মামলার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। এতে বলা হয়, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের বিষয়টি সরকারকে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সেটা সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময়ে হওয়া মামলা ও শেখ হাসিনার শাসনামলের পুরোনো মামলা—উভয় ক্ষেত্রে।

আবার ফিরে যাই শুরুতে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, যাঁরা ভুয়া মামলা করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তাহলে কি জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে হতাহতদের ঘটনায় ভুয়া মামলা চলতেই থাকবে?

● **সোহরাব হাসান** *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক ও কবি
sohrabhassan55@gmail.com

ভূরাজনীতি

ভারত-চীন সম্পর্কের বরফ কতটা গলেছে

শশী থারুর

২০২০ সালের জুনে ভারতের লাদাখ সীমান্ত এলাকায় চীনা সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হন। এই সংঘর্ষ দুই দেশের সম্পর্ককে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ঠেলে দেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী সামরিক উত্তেজনার সূচনা করে। এখন চীন ও ভারত একটি আপস চুক্তিতে পৌঁছেছে।

২০২০ সালের সহিংসতার পর থেকে ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছিল, সীমান্তে আগের অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্থিতাবস্থায় থাকবে। ভারত চীনের প্রতি কঠোর অবস্থানে থাকার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল, তাতে অনড় থাকার প্রমাণ হিসেবে ভারত চীনা বিনিয়োগের অনুমোদন ধীর করে দিয়েছে; চীনা নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করেছে এবং দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল বাতিল করেছে। এ ছাড়া ভারত চীনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূখণ্ডের দাবির বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছে। ভারত এমন কিছু রাজনৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশ করেছে, যা চীনকে অসন্তুষ্ট করতে পারে।

চীন ও ভারতের সাম্প্রতিক আপস চুক্তি ইঙ্গিত দেয়, বেইজিং শেষ পর্যন্ত দিল্লির বার্তাটি বুঝতে পেরেছে। আদতে ভারতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত বিশ্বাস করে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কৌশল খুব বেশি কাজে দেবে না। সে কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কৌশল বাদ দিয়ে ভারতের চীনা পুঁজির ব্যবহার করা এবং তার মাধ্যমে ভারতের নিজস্ব বিনিয়োগের ঘাটতি পূরণ করা উচিত। যেহেতু রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাই এটি মোটেও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ভারতের ব্যবসায়িক সম্প্রদায় চীনের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করতে মোদি সরকারের ওপরে চাপ দিচ্ছে।

গত জুলাই মাসে ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা প্রকাশ্যে এমন একটি কৌশলের পক্ষে কথা বলেন, যা ভারতে চীনা বিনিয়োগ বাড়াবে এবং ভারতকে চীনা সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করবে। গত কয়েক মাসে এমন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যাতে মনে হয়েছে, লাদাখে চলমান অচলাবস্থা অবসানের জন্য একটি চুক্তি হতে যাচ্ছে।

১২ সেপ্টেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মন্তব্য করেন, পূর্ব লাদাখে এলএসি (লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল) বরাবর চীনের সঙ্গে 'বিচ্ছিন্নতা' সমস্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ সমাধান করা হয়েছে। একই দিন, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সেন্ট পিটার্সবার্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিশনের পরিচালক ওয়াং ই-এর সঙ্গে দেখা করেন। তখন এই চুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তবে আপস-মীমাংসামূলক একটি চুক্তি হলেও বেশ কিছু গুরুতর উদ্বেগের বিষয় এখনো রয়ে গেছে। প্রথমত, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ব্রহ্ম চেলানির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, চুক্তি ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং কাজানে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনের পার্শ্ববৈঠকে মিলিত হন, তাঁদের মন্ত্রণালয়গুলো একেবারেই ভিন্ন বিবৃতি প্রকাশ করে। ভারত যেখানে এই চুক্তিকে 'বহু-মেরুর এশিয়া এবং বহু-মেরুর বিশ্বের' দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করে, চীন সেখানে এটিকে কেবল 'বহু মেরুর বিশ্বের' চুক্তি বলে উল্লেখ করে। চীনের এই কথায় সূক্ষ্ম কিন্তু স্পষ্ট যে ইঙ্গিত ছিল, তা হলো এশিয়া চীনের দখলে আছে।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফাইল ছবি

এলএসি বরাবর চীনের কার্যকলাপ স্পষ্টভাবে বোঝায়, তারা ভারতে অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখতে চায়। তারা সীমান্ত পরিবর্তনের এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা চীনের স্বার্থের পক্ষে যায়।

ভুটানের দোকলাম মালভূমি নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে শেষ সংঘর্ষ কীভাবে শেষ হয়েছিল, তা আমাদের মনে রাখতে হবে। ভারত দোকলামের মালিকানা দাবি করে না; তবে ভুটানের দাবিকে সমর্থন করে। ভুটানের এই দাবিকে চীন আবার প্রত্যাখ্যান করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় মহাসড়ক দোকলাম মালভূমির নিচ দিয়ে চলে গেছে। এই মহাসড়ক ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। তাই যখন চীন দোকলামে একটি চীনা মহাসড়ক নির্মাণের জন্য সৈন্য মোতায়েন করেছিল, ভারত তখন সেনা পাঠিয়ে প্রকল্পটি বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। সর্বশেষ সই করা লাদাখ চুক্তির মতো সে সময় দোকলাম সংক্রান্ত বিবাদ মেটানোর জন্য দুই পক্ষ কয়েক মাসের মধ্যেই একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল। এরপর চীনা সেনাবাহিনী দোকলামের অন্য জায়গায় সড়ক নির্মাণ করে। বর্তমানে চীনা সেনারা সেখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সড়কের ওপরে নজর রাখে।

বস্তুত একটি নির্দিষ্ট কৌশল অনুসরণ করে চীন তাদের সীমানা বাড়ানোর কাজ করে থাকে। কৌশলগুলো হলো নিশানাকৃত এলাকায় অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করা; এমন অবস্থানে সেনা মোতায়েন করা, যেখান থেকে তারা ভারতকে ভীতি প্রদর্শন (এবং সম্ভাব্য আক্রমণ) করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি কূটনীতির মাধ্যমে ভারতকে নিস্তেজ করা।

একই সঙ্গে ভারতকে চীনা আমদানির ওপর নির্ভরশীল হতে উৎসাহিত করার এবং ভারতীয় ব্যবসায়িক নেতাদের সামনে বিনিয়োগের লোভ দেখানোর কৌশলও তারা অনুসরণ করে থাকে।

তবে সাম্প্রতিক সমঝোতা চুক্তির প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম। চীন ভারতের বিশাল দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যঘাটতি পূরণে কিছুই করেনি। এ ছাড়া ভারতীয় কোম্পানিগুলোর জন্য চীনা বাজারে প্রবেশের বাধাগুলো কমানো হয়নি। তাই স্পষ্টতই ভারতের সতর্কভাবে এগোনো উচিত হবে। যতক্ষণ না চীন বিশ্বাসযোগ্যভাবে তার সদিচ্ছার প্রমাণ দিচ্ছে, ততক্ষণ লাদাখের আপস চুক্তি নিয়ে খুশিতে আটখানা হওয়ার কোনো কারণ নেই।

● **শশী থারুর** ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ও পার্লামেন্ট সদস্য

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট**, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে
অনুবাদ : সারফুদ্দিন আহমেদ

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

শুঁটকিখোলার 'অদৃশ্য' শিশুদের দেখতে হবে

গওহার নঈম ওয়ারা

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোয় শুঁটকিশিল্প ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। দেশে সবচেয়ে বেশি শুঁটকি উৎপাদিত হয় সুন্দরবনের দুবলারচর, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়ারচর, মহেশখালী ও কক্সবাজারের নাজিরারটেকে। এককভাবে সবচেয়ে বেশি শুঁটকি উৎপাদিত হয় নাজিরারটেকে। এসব শুঁটকিপল্লিতে শিশুশ্রমিকের অনিয়ন্ত্রিত নিয়োগ এবং তাদের নিষ্ঠুর কর্মপরিবেশের কথা আমরা জানি। তবে যেসব শিশুর কাজের বয়স হয়নি, মায়ের সঙ্গে শুঁটকিপল্লিতে এসে যারা শৈশব হারাচ্ছে, তাদের কথা খুব কমই শোনা যায়। তারা যেন থেকেও নেই, অদৃশ্য এক জনগোষ্ঠী।

কীভাবে থাকে সেই সব শিশু

বাংলাদেশে কাজ করা শুঁটকিশিল্পের শ্রমিকদের ৬০ শতাংশ নারী। শুধু কক্সবাজারের নাজিরারটেক শুঁটকিপল্লিতেই কাজ করেন ছয় হাজারের বেশি নারী। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে গড়ে দু-তিনটি শিশুসন্তান থাকে, এর মধ্যে দুধের শিশুও আছে। নারীরা এখানে মূলত সাগর থেকে ধরে আনা মাছের শ্রেণিভাগ ও পরিষ্কার করে শুকাতে দেওয়ার কাজ করেন। ঘাটে ট্রলার বা নৌকা ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাজ শুরু হয়। সেটা যেকোনো সময় হতে পারে। শুঁটকিখোলার মালিকদের মুঠোফোনের অপেক্ষায় থাকতে হয় নারীদের। সাধারণত সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত কাজ করে থাকেন তাঁরা। অনেক সময় গভীর রাত পর্যন্ত থাকতে হয়। এ সময় তাঁদের সন্তানেরা কাছে থাকলেও শিশুদের স্বাস্থ্য বা সুরক্ষার অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁদের নজর দেওয়া সম্ভব হয় না।

বেসরকারি সংস্থাগুলোর দেওয়া তথ্যমতে, শুধু নাজিরারটেকেই নারী শ্রমিকদের সঙ্গে ১২ হাজার ৬০০ থেকে ১৮ হাজার ৯০০টি শিশু খোলাগুলোয় অবস্থান করে। দিনের পর দিন এসব শিশু শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার অনুপস্থিতিতে নানা রকম অবহেলা, অবমাননা, অনাদর ও অনাহারে জীবন যাপন করে। শুঁটকিপল্লিগুলো ওদের মায়েদের দিয়ে নিজেরা লাভবান হচ্ছে বটে, কিন্তু মায়ের সঙ্গে আসা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার বিষয়ে শুঁটকিপল্লির মালিকেরা একেবারেই নীরব।

পটুয়াখালী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলোর সূত্রে জানা যায়, মায়েরা কাজের সময় শিশুকে পাশে রেখে কাজ করেন অথবা শুঁটকিখোলার বেড়িতে (উঁচু জায়গায়) রেখে কাজ করেন। সেটাও শিশুদের জন্য নিরাপদ নয়। জানা যায়, মায়েদের সঙ্গে শুঁটকিপল্লিতে আসা ছোট শিশুদের মধ্যে সাধারণত ৯০ শতাংশ রোদ প্রখর হলে মাছ শুকানোর মাচার নিচে বসে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করে। দু-একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রেস্ট অ্যান্ড ব্রেস্টফিডিং সেন্টার চালু করলেও মা শ্রমিকদের বিশ্রাম, শিশুদের খেলাধুলা বা দুধ খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ স্থান নেই। খোলা জায়গায় অথবা মাচার নিচে বসেই মায়েরা শিশুদের দুধ পান করান এবং নিজেদের খাবার খান।

স্বাস্থ্যঝুঁকির নানা উৎস ও কারণ

শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতের সময় লবণের ব্যবহার, রাসায়নিক উপকরণ, কীটনাশক ব্যবহার, দীর্ঘ সময় রোদে অবস্থান এবং শুঁটকির বর্জ্য ও মাছ ধোয়া পানির দুর্গন্ধ পল্লিতে অনাদরে পড়ে থাকা শিশুদের বিভিন্ন রোগে ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। শুঁটকিপল্লিগুলোয় পানের জন্য নিরাপদ পানির পরিমাণ খুবই সীমিত। এলাকাগুলো সমুদ্রতীরবর্তী হওয়ায় এখানে লোনাপানির সর্বব্যাপী প্রভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা না থাকায় শিশুরা নানা শারীরিক সংকটের শিকার হয়। শুঁটকিপল্লির শিশুদের ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, প্রস্রাবের সংক্রমণসহ প্রভৃতি রোগে বারবার আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

> শুঁটকিপল্লিতে কাজ করতে আসা মানুষদের 'বস্তি' এলাকায় প্রাক্-প্রাথমিকসহ প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর জন্য বড় দালানকোঠা না বানালেও চলবে। অস্থায়ী এসব স্কুল কাছের বড় স্কুলের ফিডার স্কুল হিসেবে কাজ করতে পারে

নদীভাঙনপ্রবণ এলাকা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে নারীরা শুঁটকিখোলায় আসেন। বেশির ভাগ শুঁটকিপল্লি অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় গড়ে ওঠায় এখানে শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও খেলার মাঠ গড়ে ওঠেনি। মায়ের সঙ্গে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নিরুপায় দিনযাপনে বাধ্য হওয়া এসব শিশুকে শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি নানা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়ে। অনেক শিশু কম বয়সেই প্রচণ্ড মাথাব্যথা, চোখ ফোলা, পিঠব্যথা এবং দীর্ঘ সময় রোদে পড়ে থাকায় 'ত্বক কালচে হয়ে যাওয়া' (ওভার বার্ন) সমস্যায় ভোগে। বলা বাহুল্য, প্রান্তিক এসব এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্যসুবিধাও সহজপ্রাপ্য নয়। শুঁটকিপল্লিগুলোয় কাজ করতে আসা একা অভিবাসী পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে একাধিক বিয়ের প্রবণতা আছে। মা-বাবা মেয়েশিশুদের 'নিরাপত্তার' অজুহাতে তাদের বিয়ে দিতে উৎসাহিত হন। এ কারণে কম বয়সে সন্তান ধারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

করণীয়

শুঁটকিপল্লির শিুদের অনুপযুক্ত বৈরী পরিবেশ রাতারাতি অবসান করা হয়তো সম্ভব নয়। তবে শিশুসহনীয় একটা পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলা যেতেই পারে। তার আগে এই 'অদৃশ্য' শিশুদের দৃশ্যমান করা প্রয়োজন; প্রয়োজন হালনাগাদ তথ্যের। মায়ের সঙ্গে আসা শিশুদের জন্য নিরাপদ একটা চালের (ছাদের) নিচে নির্বিঘ্নে বিশ্রাম আর শৈশবকালীন কর্মকাণ্ড চালানোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এগুলো পরিচালিত হবে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিশুবান্ধব ব্যক্তিদের মাধ্যমে। শিশুর নিরাপত্তা, বিশ্রাম, খাবার, শৌচাগার—এসব নিয়ে মা যত কম পেরেশানির মধ্যে থাকবেন, তিনি তত কাজে মন দিতে পারবেন; বাড়বে তাঁর ঘণ্টাপ্রতি উৎপাদনক্ষমতা। মুনাফামুখী মালিকদের সে সত্য বুঝতে হবে।

শুঁটকিপল্লিতে কাজ করতে আসা মানুষদের 'বস্তি' এলাকায় প্রাক্-প্রাথমিকসহ প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর জন্য বড় দালানকোঠা না বানালেও চলবে। অস্থায়ী এসব স্কুল কাছের বড় স্কুলের ফিডার স্কুল হিসেবে কাজ করতে পারে।

এসব কাজ মৎস্য ও প্রাণিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে। এটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।

● **গওহার নঈম ওয়ারা** লেখক ও গবেষক
wahragawher@gmail.com

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

পারমাণবিক ব্যাসার্ধ পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে বহিঃস্থ ইলেকট্রনের কক্ষের দূরত্বকে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বলে। এ ব্যাসার্ধ সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন : 'সকল সমাজই ছিল স্তরায়িত'—ব্যাখ্যা করো।
উত্তর : সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো চিরন্তন ও সর্বজনীন। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন কোনো সমাজ খুঁজে পাওয়া যায় না, যা পরিপূর্ণভাবে সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আদিম অধিবাসীদের গোষ্ঠীজীবনেও দলপতির প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসব প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র করে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। কালের বিবর্তনের ধারায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু স্তরবিন্যাস কখনো বিলুপ্ত হয়নি। সব সমাজেই এটি বিদ্যমান।

প্রশ্ন : জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণীত হয়। এই সনদে শিশুশ্রম বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো শিশুশ্রমের জন্য বয়স, কর্মঘণ্টা ও কর্মে নিয়োগের যথার্থ শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। এ ছাড়া এ সনদে শিশুর সুরক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : নারীর অধিকার আদায়ে 'CEDAW' একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল কেন?
উত্তর : 'CEDAW' সনদে সমর্থনকারী প্রতিটি দেশ নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ায় সনদটিকে নারীর অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল বলা হয়। নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ করতে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে CEDAW সনদ গ্রহীত হয়। এটি বিভিন্ন সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে গৃহীত হয়েছে। এ সনদ নারী-পুরুষ সমতার ভিত্তিতে নারীর আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করে। তাই CEDAW-কে নারীর অধিকার আদায়ের একটা পূর্ণাঙ্গ দলিল বলা হয়।

প্রশ্ন : সামাজিক অসমতা নির্ণয়ের জৈবিক উপাদান বলতে কী বোঝ?
উত্তর : সামাজিক অসমতার নির্ধারকসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : জৈবিক বা প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উপাদান। জৈবিক বা প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে নারী-পুরুষের অসমতা, বয়স, জাতি, বর্ণগত, নরগোষ্ঠীগত, বংশ মর্যাদাগত ইত্যাদি উপাদানগুলো উল্লেখযোগ্য। জৈবিক উপাদান মানুষের মধ্যে এমনি এমনিভাবে আসে। এগুলো মানুষ ইচ্ছা করলে বাদ দিতে বা পরিবর্তন করতে পারে না। কেননা, সমাজে বসবাসকারী মানুষই এসব জৈবিক উপাদানকে মূল্যায়ন করে।

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. $b^n = y$ এর লগের প্রকাশ কোনটি?
ক. $n = \log_y b$ খ. $n = \log_b y$
গ. $y = \log_b n$ ঘ. $y = \log_a b$

১৪. $\log_a a$ = কত?
ক. 1 খ. 0
গ. 2 ঘ. a^2

১৫. $\log_4 x = 3$ হলে, x এর মান কত?
ক. 4 খ. 12
গ. 24 ঘ. 64

১৬. $b^x = b^y$, $x \neq y$ এর জন্য কোন শর্তটি সঠিক?
ক. $b > 0$ খ. $b \neq 1$
গ. $b < 0, b \neq 1$ ঘ. $b > 0, b \neq 1$

১৭. $\log_{\sqrt{2}} 4 \times \log_{\sqrt{3}} 3$ এর মান কত?
ক. 4 খ. 6
গ. 8 ঘ. 12

১৮. যদি $a^x = b^y = c^z$ এবং $abc = 1$ হয়, তবে নিচের কোনটি সঠিক?
ক. $x+y+z = 0$
খ. $ax+by+ca = 0$
গ. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} = 0$
ঘ. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} = 1$

১৯. $\log_{\sqrt{3}} x = 4$ হলে x এর মান কত?
ক. 3 খ. 9
গ. 27 ঘ. 81

২০. $x \log y - y \log x = 0$ হলে নিচের কোনটি সঠিক?
ক. $x^x = y^y$ খ. $x^x = x^y$
গ. $y^x = y^y$ ঘ. $x^y = y^x$

২১. $\log_x(x^{-\frac{1}{2}} \times \sqrt[4]{x})$ = কত?
ক. $\frac{1}{4}$ খ. $-\frac{1}{2}$
গ. $-\frac{1}{4}$ ঘ. $\frac{1}{2}$

২২. $\log_p 324 = 4$ হলে, p = কত?
ক. 81 খ. 18
গ. $2\sqrt{3}$ ঘ. $3\sqrt{2}$

২৩. 144 এর $2\sqrt{3}$ ভিত্তিক log কত?
ক. 4 খ. $2\sqrt{3}$
গ. 2 ঘ. $\sqrt{3}$

২৪. $\log_{\sqrt{81}} a = \frac{7}{4}$ হলে, a এর মান কত?
ক. $81\sqrt{3}$ খ. $27\sqrt{3}$
গ. $(\frac{7}{4})^2$ ঘ. $(\frac{7}{4})^{81}$

২৫. $\log_2 10 \times \log_{10} 16$ = কত?
ক. 8 খ. 6
গ. 4 ঘ. 2

২৬. $\log_3 (3\sqrt{3} . \sqrt{3})$ = কত?
ক. $\frac{1}{6}$ খ. $\frac{5}{6}$
গ. $\frac{1}{3}$ ঘ. $\frac{2}{3}$

২৭. $\log_2 16$ এর মান নিচের কোনটি?
ক. 2 খ. 3
গ. 4 ঘ. 8

২৮. স্বাভাবিক লগারিদমের ভিত্তি কী?
ক. 2 খ. 2.7
গ. e ঘ. 10

সঠিক উত্তর
১৩. খ ১৪. ক ১৫. ঘ ১৬. ঘ ১৭. গ ১৮. গ ১৯ খ ২০. ঘ ২১. গ ২২. ঘ ২৩. ক ২৪. খ ২৫. গ ২৬. খ ২৭. গ ২৮. গ

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২৫

ইংরেজি

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

1. Write the right form of verbs.
a. He got his legs (to break)
b. Abir (to fly) to London just now.
c. The patient (to die) before the doctor came.
d. Mahmud believed that Allah (to be) one.
e. Jami told Moontaha that he (to go) home the previous day.

Answers
a. broken b. has flown
c. had died d. is
e. had gone .

2. Fill in the blanks with appropriate preposition.
a. Have you time to listen ___ my story?
b. It is bad to laugh ___ children.
c. The mother was proud ___ her son.
d. I have no confidence ___ him.
e. Who were you talking ___?

Answers
a. to b. at c. of
d. in e. to.

3. Fill in the gaps with the following phrases and idiom.
for the purpose of, gift of the gab, on behalf of, flesh and blood, get rid of, day after day, red letter day
a. I conveyed the message ___ the Prime Minister.
b. His ___ charmed us.
c. Try to ___ smoking.
d. A ___ can never tolerate such an insult.
e. I go to the library ___ reading.

Answers
a. on behalf of
b. gift of the gab
c. get rid of
d. flesh and blood
e. for the purpose of.

সপ্তম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

পিরামিড

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : পিরামিডের কোথায় ধনদৌলত জড়ো করা আছে?
উত্তর : ঠিক মাঝখানে একটা কুঠুরিতে।
প্রশ্ন : পিরামিডের কুঠুরিতে ধনদৌলতের পথ অনুসন্ধান করতে কত বছর লেগেছে?
উত্তর : পাকা সাড়ে ছয় হাজার বছর।
প্রশ্ন : পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মিসর জয় করার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর : ধনদৌলত লুট করা।
প্রশ্ন : যিনি শেষ পর্যন্ত পিরামিডের কুঠুরিতে ঢুকতে পারলেন তার উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর : ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জন করা।
প্রশ্ন : পিরামিডগুলো কোন রাজার আমলে বানানো হয়?
উত্তর : ফারাও রাজাদের আমলে।
প্রশ্ন : পিরামিডের ভেতরে যাওয়ার রাস্তা বের করতে মানুষের কত সময় লেগেছিল?
উত্তর : সাড়ে ছয় হাজার বছর।
প্রশ্ন : মিসরের কোন অঞ্চলের পিরামিডগুলো ভুবন-বিখ্যাত?
উত্তর : গিজে অঞ্চলের।
প্রশ্ন : মিসরের কয়টি পিরামিড ভুবন-বিখ্যাত?
উত্তর : ৩টি পিরামিড।
প্রশ্ন : মিসরের কোন পিরামিডগুলো পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম?
উত্তর : গিজে অঞ্চলের তিনটা পিরামিড।
প্রশ্ন : গিজে অঞ্চলের তিনটা পিরামিডের উচ্চতা কত?
উত্তর : প্রায় পাঁচ শ ফুট।
প্রশ্ন : পিরামিডের উচ্চতা ঠিকমতো বোঝা যায় কীভাবে?
উত্তর : পিরামিড থেকে দূরে চলে গেলে।
প্রশ্ন : কোন মরুভূমির শেষ প্রান্ত থেকে পিরামিড দেখা যায়?
উত্তর : সাহারা মরুভূমি।
প্রশ্ন : পিরামিড তৈরি করতে কত টুকরা পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল?
উত্তর : তেইশ লাখ টুকরা।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ২য় পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

পরিচ্ছেদ ১৫

১৩. নরবাচক ও নারীবাচক উভয়কে বোঝায় এমন সজীব শব্দকে কী বলে?
ক. ক্লীব লিঙ্গ খ. নারীবাচক
গ. উভলিঙ্গ ঘ. পদবাচক

১৪. কোনটি নিত্য নারীবাচক বাংলা শব্দ?
ক. সতীন খ. বিধাত্রী
গ. সপত্নী ঘ. বিপত্নীক

১৫. 'কুলি' শব্দের নারীবাচক শব্দ কোনটি?
ক. কামিন খ. কামিনী
গ. কুলিনী ঘ. কুলিনা

১৬. কোনগুলো 'পত্নী' অর্থে নারীবাচক শব্দ?
ক. ছাত্রী-নদী
খ. চাচি-মামি
গ. বোন-কন্যা
ঘ. যুবতী-নবীনা

১৭. কোনটির দুটি নরবাচক শব্দ আছে?
ক. ননদ খ. আয়া
গ. প্রিয়া ঘ. শিষ্যা

১৮. 'নাটিকা' কোন অর্থে নারীবাচক শব্দ?
ক. সমার্থে
খ. বৃহদার্থে
গ. ক্ষুদ্রার্থে
ঘ. বিপরীতার্থে

১৯. নরবাচক ও নারীবাচক কোনোটাই বোঝায় না, এমন অজীব বিশেষ্য শব্দকে কী বলে?
ক. ক্লীব লিঙ্গ
খ. নারীবাচক
গ. উভলিঙ্গ
ঘ. পদবাচক

২০. নিচের কোনটি নিত্য নরবাচক শব্দ?
ক. কুলটা খ. শুভ্র
গ. চাতক ঘ. কবিরাজ

২১. 'ক্লীব লিঙ্গ' কোনটি?
ক. সন্তান খ. ঘর
গ. রজকী ঘ. বউদি

২২. কোনটির দুটি নারীবাচক শব্দ আছে?
ক. শুক খ. দেবর
গ. খোকা ঘ. গায়ক

২৩. তৎসম নিত্য নারীবাচক শব্দ কোনটি?
ক. দাই খ. সধবা
গ. বিধবা ঘ. সংজ্ঞা

২৪. 'উভলিঙ্গ'-এর উদাহরণ কোনটি?
ক. শ্রীমতি খ. নর্তকী
গ. ষোড়শী ঘ. সন্তান

সঠিক উত্তর
পরিচ্ছেদ ১৫ : ১৩. গ ১৪. ক ১৫. ক ১৬. খ ১৭. ক ১৮. গ ১৯. ক ২০. ঘ ২১. খ ২২. খ ২৩. গ ২৪. ঘ

অর্থনীতি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬

১. প্রাণিসম্পদ খাত থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কত কোটি টাকা আয় হয়?
ক. ৪০,৬৭৩ খ. ৪৬,৬৭৩
গ. ৭১,৮৮৮ ঘ. ৮৭,১৩০

২. বনজ সম্পদ খাত থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কত কোটি টাকা আয় হয়?
ক. ৩৫,৪৯০ খ. ৪৬,৬৭৩
গ. ৫১,৮৫৮ ঘ. ৬৭,৭৩০

৩. কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানায় মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদিত হয়, তার বাজার মূল্যকে কী বলে?
ক. মোট জাতীয় উৎপাদন
খ. নিট জাতীয় উৎপাদন
গ. মোট দেশজ উৎপাদন
ঘ. নিট দেশজ উৎপাদন

৪. কোন হিসাবের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত কোনো বিদেশির আয় হিসাব করা হয়?
ক. মোট জাতীয় উৎপাদন
খ. মোট জাতীয় আয়
গ. মোট উৎপাদন
ঘ. মোট আয়

৫. মোট দেশজ উৎপাদনের সঙ্গে নিট উপাদান আয় যোগ করে কী পাওয়া যায়?
ক. মোট জাতীয় আয়
খ. নিট জাতীয় আয়
গ. মোট দেশজ উৎপাদন
ঘ. নিট জাতীয় উৎপাদন

৬. কোনটি থেকে দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানা যায়?
ক. জাতীয় আয় থেকে
খ. জাতীয় ব্যয় থেকে
গ. দেশজ উৎপাদন থেকে
ঘ. নিট জাতীয় আয় থেকে

৭. মূলধন রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যয়কে কী বলা হয়?
ক. GDP খ. CCA
গ. NNI ঘ. GNI

৮. মোট জাতীয় আয় থেকে কী বাদ দিলে নিট জাতীয় আয় পাওয়া যাবে?
ক. মধ্যবর্তী দ্রব্য
খ. দেশজ উৎপাদন
গ. ক্ষয়ক্ষতির খরচ
ঘ. উৎপাদন ব্যয়

৯. জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি কয়টি?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

১০. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কয়টি খাতে বিভক্ত করা হয়?
ক. ১৩টি খ. ১৪টি
গ. ১৫টি ঘ. ১৬টি

১১. ভোগ+বিনিয়োগ+সরকারি ব্যয়+নিট রপ্তানি=?
ক. নিট জাতীয় আয়
খ. মোট দেশজ উৎপাদন
গ. মোট রাজস্ব
ঘ. জাতীয় ব্যয়ের সমষ্টি

১২. ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
ক. C+I+G খ. C+I+M
গ. C+I+X ঘ. C+I+G+(X-M)

১৩. নিচের কোনটি শ্রমের প্রাপ্ত আয়?
ক. মজুরি খ. দাম
গ. খাজনা ঘ. মুনাফা

১৪. আয় পদ্ধতি অনুসারে মূলধন থেকে আসে কোনটি?
ক. উপযোগ খ. মজুরি
গ. সুদ ঘ. বিনিয়োগ

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৬ : ১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. ক ৬. ঘ ৭. খ ৮. গ ৯. গ ১০. গ ১১. খ ১২. গ ১৩. ক ১৪. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

আগামীকাল থাকবে
- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
- **সপ্তম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ২য় পত্র, অর্থনীতি, রসায়ন
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** ইংরেজি
- **নোটিশ বোর্ড :** দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের টিসির মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য

রসায়ন
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১. সর্বমোট আবিষ্কৃত মৌলের মধ্যে IUPAC স্বীকৃত মৌল কতটি?
ক. 84টি খ. 90টি
গ. 109টি ঘ. 118টি

২. রাশিয়ান বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিভ প্রথম কতটি মৌল নিয়ে আধুনিক পর্যায় সারণি প্রবর্তন করেন?
ক. 14টি খ. 30টি
গ. 35টি ঘ. 63টি

৩. Cd (48) পর্যায় সারণির কোন গ্রুপের মৌল?
ক. 2 খ. 4
গ. 12 ঘ. 14

৪. ষষ্ঠ পর্যায়ে কতটি মৌল আছে?
ক. 8টি খ. 18টি
গ. 32টি ঘ. 48টি

৫. পর্যায় সারণির ষষ্ঠ পর্যায়ের সর্ববাঁয়ের মৌলটি
i. অধাতু
ii. ক্ষার ধাতু
iii. 3.34 পারমাণবিক ব্যাসার্ধবিশিষ্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. কোনটি অভিজাত ধাতু
ক. সোনা খ. লোহা
গ. তামা ঘ. সিসা

৭. K এর পারমাণবিক ভর কত?
ক. 38 খ. 40
গ. 39.1 ঘ. 39.5

৮. পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার হয় কত সালে?
ক. ১৮১৮ সালে খ. ১৮৭৮ সালে
গ. ১৯১৩ সালে ঘ. ১৯২০ সালে

৯. পারমাণবিক সংখ্যার আবিষ্কারক কে?
ক. মেন্ডেলিভ খ. কোসেল
গ. জন ডাল্টন ঘ. মোসলে

১০. টেলুরিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 52 হলে পর্যায় সারণিতে এর অবস্থান কোথায়?
ক. গ্রুপ 10 খ. গ্রুপ 17
গ. গ্রুপ 16 ঘ. গ্রুপ 15

১১. Fe, Co, Ni পর্যায় সারণির কোন পর্যায়ে অবস্থিত?
ক. ২য় খ. ৩য়
গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. গ ৮. গ ৯. ঘ ১০. গ ১১. গ

নোটিশ বোর্ড

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
ইংরেজি ডিসিপ্লিনে ইএলটি প্রোগ্রাম

■ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক স্কুলের অধীনে ইংরেজি ডিসিপ্লিনে এমএ ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং (ইএলটি) প্রোগ্রামের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ১ম ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদনপত্র ও ভর্তির তথ্যাবলি ইংরেজি ডিসিপ্লিনের ওয়েবসাইট www.ku.ac.bd/discipline/eng/notices ও ইংরেজি ডিসিপ্লিন অফিসে পাওয়া যাবে।
প্রার্থীকে ডাউনলোড ও পূরণ করা আবেদনপত্রটি দুই হাজার টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (সভাপতি, এমএ ইন ইএলটি নামে অগ্রণী ব্যাংক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা), দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অফিস চলাকালে কবি জীবনানন্দ দাশ একাডেমিক ভবনের ইংরেজি ডিসিপ্লিন অফিসে জমা দিতে হবে।
আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ : ১৩-০১-২০২৫।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.ku.ac.bd

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
মাইক্রোবায়োলজিতে এমএসসি প্রোগ্রাম

■ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে ২০২৪-২৫ সেশনে এমএসসি মাইক্রোবায়োলজিতে প্রফেশনাল প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
যোগ্যতা : চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি, মাইক্রোবায়োলজি/বায়োটেকনোলজি/বায়োকেমিস্ট্রি/বোটানি/ফার্মেসিতে। ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৫। এমবিবিএস/বিডিএস/হেলথ বা মেডিকেল টেকনোলজি বা সম্পর্কিত বিভাগের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
অনলাইনে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে নিচের এই ওয়েবসাইট https://www.jnu.ac.bd/dept/portal/web/microbiology থেকে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ৫ ডিসেম্বর ২০২৪।
ভর্তির লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা : ৬ ডিসেম্বর ২০২৪।
ক্লাস শুরু : ১১ জানুয়ারি ২০২৫।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.jnu.ac.bd

মোরগ ভবন

বিশ্বের সবচেয়ে বড় মোরগ আকৃতির ভবন হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে ফিলিপাইনের এই হোটেল।

ঢাকায় বাসার ছাদ থেকে ওরিয়ন নেবুলা বা কালপুরুষ নীহারিকার ছবি তুলেছেন **জুবায়ের কেওলিন**। ৭ নভেম্বর ছবিগুলো ফেসবুকে পোস্ট করার পর থেকেই ভাইরাল। আগেও তারকারাজির এমন অনেক ছবি তুলেছেন জুবায়ের। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **তানভীর রহমান**

নীহারিকার ছবি এক ক্লিকেই তোলা যায় না

অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফির প্রতি আগ্রহ তৈরি হলো কীভাবে?

সৌরজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই ছিল। চশমার কাচ দিয়ে একটা টেলিস্কোপ বানিয়েছিলাম। ওইটা দিয়ে তারা দেখে আশ্চর্য লাগত, খালি চোখে যেখানে এক-দুটি তারা দেখা যায়, সেখানে টেলিস্কোপ দিয়ে শত শত, হাজার হাজার দেখা যাচ্ছে। ওই সময় থেকে একটা পরিকল্পনা ছিল নিজের কাছে প্রতিজ্ঞার মতো, বড় হয়ে ভালো একটা টেলিস্কোপ বানাব।

এরপর বহুদিন চলে গেল। পেশাগত জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ২০১৮ সালের দিকে অনেক কিছু নিয়ে স্টাডি ও গবেষণা করছিলাম—ইলেকট্রনিকস, রোবোটিকস, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি। তখন ভাবলাম, আমার কাছে তো ওই টুলসগুলো আছে, যেগুলো দিয়ে ছোটবেলার স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারি, একটা ভালো টেলিস্কোপ বানাতে পারি। ওইটা নিয়ে আবার গবেষণা আরম্ভ করলাম, কেমন টেলিস্কোপ চাই, এটা দিয়ে আমি কী দেখতে চাই! এ সময় মহাকাশের সুন্দর সুন্দর ছবি তোলেন, এমন কিছু আলোকচিত্রীর কাজ দেখি। আমি ভাবতাম, এগুলো হয়তো স্পেস টেলিস্কোপ দিয়ে তুলতে হয়। যখন দেখলাম যে বাড়িতে বসেই তোলা যায়, তখন ফটোগ্রাফিক টেলিস্কোপ বানানোর সিদ্ধান্ত নিই।

প্রথম ছবি তোলার গল্পটা কি মনে আছে?

অবশ্যই। ওইটা জীবনেও ভুলব না। তারিখটা এখনো মনে আছে, ২০১৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর। তখন প্রায় সকাল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আকাশের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছি। যেটা প্রতিদিনই করি। ওই দিন বাইরে তাকিয়ে দেখি, সূর্য আধখাওয়া অবস্থায় আছে অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ চলছে। আমি তখন খুবই রোমাঞ্চিত হয়ে গেলাম। টেলিস্কোপের কাজ তখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। ওই অবস্থাতেই সূর্যগ্রহণের ছবি তুললাম। ওইটা আমার কাছে খুবই বিশেষ স্মৃতি।

ছবিগুলো কীভাবে তোলা হয়?

আপনি ক্যামেরা দিয়ে একটা দিকে তাকাবেন। এরপর একটা ক্লিক করবেন। ব্যস, ছবি উঠে গেল। নীহারিকাসহ অ্যাস্ট্রোনমির ছবি এভাবে ওঠে না। এখানে অনেক দূরের জিনিস দেখতে হয়। দূরের জিনিসের দুটি সমস্যা। যদি আমরা সৌরজগতের গ্রহ বা চাঁদের কথা চিন্তা করি, এটা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, আমাদের বায়ুমণ্ডলের বাইরে। আর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার যে পার্থক্য, এর কারণে বাতাসটা থরথর করে। এ জন্য দূরের জিনিস টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে দেখবেন, কাঁপছে। এটা কাটানোর জন্য আমরা অনেক ছবি তুলি, অনেকগুলো এক্সপোজার নিই। ছবিগুলোতে স্টকিং (১০০০ বা এ রকম অনেক ছবিকে এভারেজ করে একটা ছবি বানানো, যাতে বায়ুমণ্ডলের তারতম্য, থরথর ভাব অনেকখানি চলে যায়) নামক একটা কৌশল প্রয়োগ করি। এরপর ছবিটা এডিট করে কনট্রাস্ট ঠিক করে, নয়েজ থাকলে কমিয়ে যে ছবিটা পাওয়া যায়, সেটাই আমরা উপস্থাপন করি। অন্যদিকে ডিপ স্কাই বা মহাকাশের ভেতর যে বস্তু আছে (যেমন নীহারিকা, গ্যালাক্সি), এগুলোর ছবি লম্বা সময় ধরে তুলতে হয়। আমরা যখন গ্রহ বা চাঁদের ছবি তুলি, তখন ফাস্ট এক্সপোজার ব্যবহার করি। আর যখন আমরা নীহারিকার ছবি তুলি, তখন আমাদের লম্বা (দীর্ঘ) এক্সপোজার নিতে হয়।

জুবায়ের কেওলিন।
ছবি : সারিকা সিরাজ

সম্প্রতি তোলা আলোচিত ছবিগুলো সম্পর্কে জানতে চাই।

যে ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এগুলোর কিছু এ বছর তুলেছি, কিছু গত বছর তুলেছি। চাঁদের ছবি যেটা তুললাম, এটা আমার বানানো টেলিস্কোপ দিয়েই। আমি জুপিটার বা বৃহস্পতির টাইম-ল্যাপস নিয়েছি, যেখানে জুপিটার ঘুরছে। মঙ্গলগ্রহের ছবি ও শুক্রগ্রহের পর্যায় (ফেজ) পরিবর্তনের ছবি তুলেছি। ১২ নভেম্বর যে ছবিটা শেয়ার করলাম, এটা সূর্যের ছবি। সে মাসে তোলা। তখন সূর্যে বিশাল চুম্বকীয় (ম্যাগনেটিক) ঝড় হয়েছিল।

ছবি তোলার সরঞ্জাম কিনতেও তো অনেক টাকা লাগার কথা...

আমি একজন অ্যানিমেটর, ভিএফএক্স আর্টিস্ট ও ফিল্মমেকার। পেশাগতভাবে প্রায় ২০ বছর এগুলো নিয়ে কাজ করছি। আমার রোজগার থেকে যে জমানো টাকা থাকে, সেটা অ্যাস্ট্রোনমিতে খরচ করি। এটা করতে আমার ভালো লাগে।

আপনার নামের 'কেওলিন' অংশটা আনকমন...

এটা আমার আসল নাম। আমার সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড—সব জায়গায় এই নাম। আমার মা-বাবা বেশ সৃজনশীল বলে আমার মনে হয়। এ কারণে এই নাম রেখেছেন। এই নামের অর্থ হচ্ছে মাটি। এই জমিন থেকে আমরা উঠে এসেছি। আমরা এই পৃথিবীর প্রাণী। হয়তো ওখান থেকে নামটা এসেছে।

জুবায়ের কেওলিনের তোলা ছবিতে ওরিয়ন নেবুলা বা কালপুরুষ নীহারিকা

● দেশের মানুষ

টানা ১০০ দিন ন্যূনতম ৫ কিলোমিটার করে দৌড়ানোর চ্যালেঞ্জকে বলা হচ্ছে 'হানড্রেড ডেজ অব রানিং'। দৌড়ের দৈর্ঘ্য কম হলেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখাটা চ্যালেঞ্জিংই বটে। এই চ্যালেঞ্জে সফল হয়েছেন **বাপ্পী জাহিদ**। পাশাপাশি দিনের পর দিন টানা দৌড়ানোর আরও দুটি চ্যালেঞ্জ পরপর সম্পন্ন করেছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **লতিফুল হক**

'দৌড়ের ওপর' থাকেন জাহিদ

বাপ্পী জাহিদের ফেসবুকে ঢুঁ মারলেই দেখা যায়, গ্রামের মেঠো পথে হাঁটাহাঁটি আর দৌড়ানোর ছবি। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ডে পরামর্শক হিসেবে কাজ করা পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল (ইউকে) লিমিটেড নামে একটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন বাপ্পী, থাকেন গাজীপুরে। পেশাগত কাজের বাইরে কীভাবে দৌড়ের দুনিয়ায় ভিড়লেন সেই গল্পই শুনছিলাম, 'শখের বসে কুমিল্লায় এক মিনি ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিলাম। সময়ের মধ্যে দৌড় শেষ করে মনে হচ্ছিল হাঁটলে, দৌড়ালে শরীরের মধ্যে একটা অন্য রকম ভালো লাগা কাজ করে। বাসায় ফিরে শুরু করলাম এমন আরও আয়োজনের খোঁজখবর।'

এই খোঁজখবর নিতে গিয়েই ফেসবুক গ্রুপ 'বিডি রানার'-এর সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন বাপ্পী জাহিদ। ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে রানারদের প্রচুর ভিডিও দেখতেন। এভাবে ধীরে দেশি-বিদেশি রানাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ল। দেশে আয়োজন থাকলে অংশ নিচ্ছিলেন, সঙ্গে চলছিল অনুশীলন। ভারত থেকে আমন্ত্রণ এল একবার। দার্জিলিং হিল ম্যারাথন। পাহাড়ে প্রথমবার দৌড়াতে গিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন জাহিদ।

জাহিদ বলছিলেন, '২০২২ ও ২০২৩ দুই বছরই দার্জিলিং হিল ম্যারাথনে অংশ নিই। প্রথমবার গিয়েই বুঝেছিলাম, পাহাড়ে দৌড়ানোর জন্য নিজেকে আরও তৈরি করতে হবে। কারণ, এসব জায়গা সমতলের চেয়ে একদমই আলাদা। ঠিক করলাম আরও তৈরি হয়ে ফিরব।'

২০২৩ ও ২০২৪ সালে দেশ-বিদেশের অনেক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন বাপ্পী জাহিদ। এর মধ্যে আছে ভারতের সান্দাকফুর বুদ্ধ ট্রেইল। গত বছরের মার্চে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়েই তাঁর অনেক ভারতীয় রানারের সঙ্গে পরিচয়। এটাই তাঁকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয়। 'যোগাযোগ বাড়ার ফলে প্রচুর ইভেন্টের খবর পেতাম, নিজের সময়ের সঙ্গে মিলে গেলে যোগ দিতাম। যেহেতু চাকরি করি, চাইলেই সব ইভেন্টে যেতে পারি না। সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে কয়েক দিন ছুটি নিয়ে ছুট দিই। এখনো এভাবেই অংশ নিচ্ছি,' বলেন জাহিদ।

এভাবেই দেশে শমসেরনগর আলট্রা রান, ভারতে লাদাখ ম্যারাথন, টাটা কলকাতা ম্যারাথনসহ অনেক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।

ভারতের লাদাখে অনুষ্ঠিত ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিলেন বাপ্পী জাহিদ। ছবি : সংগৃহীত

তিন অর্জন

২০২৪ সালে ভারতের তিনটি চ্যালেঞ্জে অংশ নিয়ে সফলভাবে শেষ করতে পেয়েছেন জাহিদ। এগুলো হলো 'হেল ৪৮০ চ্যালেঞ্জ', 'এইচডিওআর বা হানড্রেড ডেজ অব রানিং', 'জেবিজি-ইন্দুরা ১০১ চ্যালেঞ্জ'। প্রথমটি এক মাসভিত্তিক চ্যালেঞ্জ। এর মধ্যে শেষ করতে হয় ৪৮০ কিলোমিটার দৌড়। গত ১ জুলাই শুরু করে মাত্র ২৬ দিনেই এটা শেষ করেছেন জাহিদ।

'হানড্রেড ডেজ অব রানিং' ছিল টানা ১০০ দিন দৌড়ানোর একটি চ্যালেঞ্জ। নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০০ দিনে ন্যূনতম ৫ কিলোমিটার করে দৌড়ানোর নিয়ম। ১০০ দিনে ৭৩৫ কিলোমিটার দৌড়ে এটা শেষ করেছিলেন জাহিদ। 'জেবিজি-ইন্দুরা ১০১ চ্যালেঞ্জ' হলো ১০১ দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম তিন কিলোমিটার করে দৌড়াতে হবে। এই সময়ের মধ্যে ৯৩১ কিলোমিটার সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। জাহিদের র‍্যাঙ্কিং ছিল ৩৬।

জাহিদ বলছিলেন, 'শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রচণ্ড পরিশ্রম হয়েছে। ঝড়, বৃষ্টি যা-ই হোক, প্রতিদিনই বের হতে হয়েছে। ডায়েটও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শর্করাজাতীয় খাবার কমিয়ে প্রচুর প্রোটিন খেতে হয়েছে, তা ছাড়া দিনের পর দিন প্রেরণা ধরে রাখাও ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তবে সব ঠিকঠাকভাবে শেষ করেছি। নিজের চ্যালেঞ্জে নিজেই জিতে গেছি, এটা সবচেয়ে ভালো লাগছে।'

দৌড় কম, অনুশীলন বেশি

আগামী মাসেই আবার দার্জিলিং হিল ম্যারাথনে অংশ নেবেন বাপ্পী জাহিদ। ২০২৫ সালে লাদাখ ম্যারাথনে অংশ নিয়ে অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ করতে চান। এর আগে লাদাখে রান করলেও ম্যারাথনে (৪২ কিলোমিটার) অংশ নেননি। ১৭ হাজার ফুট উচ্চতায় ম্যারাথনে অংশ নিয়ে আরও একটি চ্যালেঞ্জ পার করতে চান। তবে এখন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া কমিয়ে বরং অনুশীলনে মনে দিতে চান জাহিদ। কারণটাও জানালেন, 'দেশের বেশির ভাগ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। এখন বড় বড় ইভেন্টে নাম লেখাতে চাই। তবে সেখানে ভালো করতে হলে অনুশীলনের বিকল্প নেই। আগামী বছর সেটা আরও নিবিড়ভাবে করতে চাই।'

● বিচিত্র দিবস

বোতাম

আচমকা ছিঁড়ে গেছে শার্টের বোতাম। গায়ে জড়ানো শার্ট না খুলে সুই-সুতো নিয়ে সেটি লাগিয়ে দিচ্ছেন মা, বোন কিংবা প্রিয় নারী। কমবেশি সব পুরুষেরই এমন অভিজ্ঞতা আছে। বোতাম জিনিসটি ছোট্ট কিন্তু নানামুখী আবেগের বাহক। সত্যিই, সময় ও ব্যক্তি-বিশেষে তুচ্ছ একটি বোতাম হয়ে উঠতে পারে নিবিড় আবেগের প্রতীক। হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প 'একটি নীল বোতাম'-এ বোতাম নিয়ে এমনই গভীর আবেগ আর হাহাকারের কথা আছে, 'বই ওল্টাতে ওল্টাতে এক রাতে অদ্ভুত এক কাণ্ড হলো। টুক করে বইয়ের ভেতর থেকে কী যেন পড়ল। তাকিয়ে দেখি ছোট একটা নীল রঙের বোতাম। যেন একটা নীল অপরাজিতা।'

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'চন্দনকাঠের বোতাম' কবিতায় লিখেছেন, 'কৈশোরে হারিয়েছিলাম অতিপ্রিয় একটা চন্দনকাঠের বোতাম/এখনও নাকে আসে তার মৃদু সুগন্ধ/শুধু সেই বোতামটা হারানোর দুঃখে/আমার ঠোঁটে কাতর ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে।'

উল্লিখিত বোতামের সঙ্গে প্রিয় মানুষের স্পর্শ কিংবা শৈশবের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ফলে সেই বোতাম

হয়ে উঠেছে বিশেষ কিছু। তবে সন্দেহ নেই, বোতাম নিজ গুণেই বিশেষ বস্তু। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। পরিধেয় বস্ত্র গায়ের সঙ্গে আটকে রাখতে এর জুড়ি নেই। কেবল বিচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের সংযোগ স্থাপন বা কোনো অংশ ঢেকে রাখার জন্যই নয়, হালে সৌন্দর্যবর্ধনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় বোতাম। ব্যাগ, ওয়ালেট, ছবির ফ্রেম, গয়না, ল্যাম্পশেড এমনকি জুতাতেও আজকাল আকছার এর ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীনকালে অলঙ্কার হিসেবে বোতাম ব্যবহার করা হতো-এমন তথ্যও পাওয়া যায়। ছোট, বড়, গোল, ত্রিকোনা বা চৌকোনা—নানা আকার ও ধরনের বোতাম রয়েছে। কাপড়, প্রাণীর শিং, দাঁত, হাড়, শামুক-ঝিনুকের খোলস, নারকেলের শক্ত খোসা থেকে শুরু করে কাঠ, রাবার প্রভৃতি দিয়ে বানানো হয় বোতাম। অভিজাত ও শৌখিন মানুষ সোনাসহ আরও দামি পদার্থ দিয়ে তৈরি বোতামও ব্যবহার করেন।

আজ ১৬ নভেম্বর, বোতাম দিবস। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল বাটন সোসাইটি'র উদ্যোগে দিনটির প্রচলন হয়। অনেকেরই প্রিয় শখ বোতাম সংগ্রহ। তাঁদের প্রতি সম্মান জানাতেই প্রতিষ্ঠানটি এই দিবসের সূচনা করে।

ডেজ অব দ্য ইয়ার অবলম্বনে
কবীর হোসাইন

● জীবন যেমন

কক্সবাজারের সেই দিনগুলো

ক্ষণিকা আখতার

বাংলাদেশ তখন খুব উত্তাল। মিটিং, মিছিল, আন্দোলন...এই রকম একটা সময়ে একটা বিশেষ কাজে যেতে হয়েছিল কক্সবাজার। যাওয়া-আসা-থাকা, আর কাজ, সব মিলিয়ে চার দিন। গেলাম, থাকলাম, কাজও হলো, কিন্তু ফেরার সময়টা পিছিয়ে গেল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন চরম পর্যায়ে, কারফিউ জারি হয়ে গেছে।

আমরা উঠেছিলাম ওশান প্যারাডাইস হোটেলে। এই হোটেলে আগেও এসেছি কয়েকবার, কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতাটা ভিন্ন। লিফটে অথবা বিচে, কিংবা রেস্টুরেন্টে, যখন যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সবার চোখেমুখে অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠার মধ্যেও আন্তরিকতার ছোঁয়াটা লুকানো থাকছে না। যেমন যারা ঢাকায় ফেরার টিকিট পেয়েছে অথবা যারা পায়নি, সবার মুখেই এক কথা :

'টিকিট পেয়েছেন?'

'আমরা যাচ্ছি।'

'ভালো থাকবেন।'

'দোয়া করবেন যেন ভালোভাবে পৌঁছাই।'

খুবই সাধারণ কথা, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে মনে হচ্ছিল এরা সবাই কত আপন, কত পরিচিত।

হোটেলের সামনে কিছু অটোচালক থাকে, যাত্রীর আশায় অটো নিয়ে অপেক্ষা করে। তেমনি একজনের নাম রেদোয়ান। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে শেষ পর্যন্ত রেদোয়ানকেই ঠিক করলাম। বেশ হাসিখুশি, প্রাণবন্ত অল্প বয়সী একটা ছেলে। একদিন আমাদের নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর। কত কী যে দেখাল, যা আগে কখনো দেখিনি। ওর সঙ্গেই গেলাম দরিয়ানগর। নামটা যেমন সুন্দর, স্পটটাও তেমনি। কত শত বছরের পুরোনো এক গুহা। অবাক হয়ে গেলাম। এত সুন্দর একটা জায়গা, এমন অনাদরে পড়ে আছে! অথচ জায়গাটার একটু যত্ন নিলেই কত পর্যটক অনায়াসে আসতে পারতেন।

তবে ওখানে যাওয়ার আগে একটু ভয় ভয় লাগছিল। তখন বিকেলে গড়িয়ে সন্ধ্যা আসি আসি করছে। নির্জন জায়গা, আর আমরা মাত্র দুজন। একটু ধীর পদক্ষেপে গুহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে যখন দেখলাম শিশুসন্তান কোলে এক মা আর তাদের সঙ্গে পাঁচ কি ছয়জনের একটা গ্রুপ, তখন ভয়টা আর থাকল না। রেদোয়ান অবশ্য প্রথম থেকেই খুব উৎসাহ দিয়ে আসছিল। তারপরও জায়গাটা এমন যে ভয় একটু লাগবেই, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা। সাহস করে ভেতরে গেলাম। মনে হচ্ছিল কোনো এক প্রাকৃতিক কারণে পাহাড়টা ওপর থেকে নিচ বরাবর অল্প একটু ফাঁক হয়ে দুই পাশে সরে গেছে। আর সেই ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত বেলার সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকে অদ্ভুত এক আলো-আঁধারি তৈরি করেছে। আমরা ধীর গতিতে হেঁটে যাচ্ছি, পায়ের নিচ দিয়ে ছরার পানি বয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশেছে বৃষ্টির পানি, বরফ গলা নদীর মতো ঠান্ডা পানি। মাথার ওপরে টপটপ করে পড়ছে ভিজা পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির পানি। শেওলা পড়া পাহাড়ের গা। আশ্চর্য এক জায়গা।

আটকে পরা দিনগুলোয় প্রতিদিনই আমরা বেশ কয়েকবার করে বিচে গিয়েছি। দুটো সিট নিয়ে বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পাশের সিটে বসা মানুষগুলোও তখন চিন্তিত। কী হবে দেশের? কেমন করে ফিরবে সবাই যার যার গন্তব্যে?

চেনা নেই, জানা নেই কিন্তু পারস্পরিক কথাবার্তায় কোনো দ্বিধাও নেই। সেই সময়ে এই সব আলাপ মন ভরে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল সবাই যেন একটা পরিবার।

একটা সময়ে আমরা ঢাকা ফিরে এলাম। কিন্তু কিছু স্মৃতি রয়ে গেল মনের মণিকোঠায়। মনে পড়ে সেই হোটেল, সেই রেদোয়ান, সেই প্রাকৃতিক গুহা, রিসেপশনে কর্তব্যরত মানুষগুলো। আর সেই সঙ্গে কক্সবাজারের সেই বিচ। সেই আছড়ে পড়া ঢেউ।

নেতৃত্ব ছাড়তে চাপে শলৎজ

সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্ব ছাড়তে দলের ভেতরে চাপ বাড়ছে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের ওপর। রয়টার্স, বার্লিন

সংক্ষেপে

যুক্তরাষ্ট্র

কেনেডি জুনিয়রই ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

টিকাবিরোধী ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ষড়যন্ত্রের তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়রকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে ট্রাম্পের নেতৃত্বে গঠিত হতে যাওয়া মন্ত্রিপরিষদে এমন আরেকটি নতুন মুখ যুক্ত হলো, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। কেনেডি শিশুদের টিকা দেওয়ার বিরোধী। তিনি দাবি করেন, টিকার কারণে শিশুরা প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে। তবে এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি তিনি। এ ছাড়া কোভিড-১৯ টিকাকে প্রাণঘাতী বলেছিলেন কেনেডি। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক ঘোষণায় ট্রাম্প বলেন, তিনি কেনেডির নাম ঘোষণা করতে পেরে 'পুলকিত' বোধ করছেন। রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন। আগামী জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

ইরান

লেবাননে যুদ্ধবিরতিতে সমর্থনের সিদ্ধান্ত

ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির যেকোনো সিদ্ধান্তে লেবাননকে সমর্থন দেবে ইরান। গতকাল শুক্রবার ইরানের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এ কথা বলেছেন। ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর ওপর ইসরায়েলের ব্যাপক হামলার মুখে তেহরানের পক্ষ থেকে এ সংঘাত থামানোর ইঙ্গিত দেওয়া হলো। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার উপদেষ্টা আলী লারিজানি সম্প্রতি বৈরুত সফর করেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার লেবাননের পার্লামেন্টের স্পিকার নাবিহ বেরির কাছে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির খসড়া প্রস্তাব দেন লেবাননে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত। হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনার জন্য সমর্থন দেওয়া হয়েছে। এ খসড়া প্রস্তাবটি ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যকার যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রথম লিখিত প্রস্তাব। ওই প্রস্তাবে কী আছে, তার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি। বেরির সঙ্গে সাক্ষাতের পর লারিজানি বলেন, লেবাননের স্পিকার তাঁকে খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে ভালোভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে তিনি বাগড়া দিতে আসেননি। তিনি বরং লেবাননের সিদ্ধান্তে সমর্থন দেবেন।

রয়টার্স, *বৈরুত*

সলোমন দ্বীপপুঞ্জ

বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রবালের সন্ধান

প্রশান্ত মহাসাগরে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রবালের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গত বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দেন তাঁরা। সন্ধান পাওয়া প্রবালটি এতটাই বড় যে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের স্বচ্ছ পানির বুকে ভেসে বেড়ানো গবেষকেরা শুরুতে ভেবেছিলেন এটি কোনো জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান বিশেষজ্ঞ এনরিক সালা বলেন, 'যখনই আমরা ভাবছি যে পৃথিবী নামক এই গ্রহে আবিষ্কার করার মতো আর কিছুই বাকি নেই, তখনই আমরা প্রায় ১০০ কোটি ছোট ছোট প্রবাল কীট (পলিপ) নিয়ে গঠিত বড় আকারের প্রবালের সন্ধান পেয়ে গেলাম। যেটিতে প্রাণস্পন্দন আছে, রং আছে।' গবেষকেরা বলেন, প্রবালটি ৩০০ বছর ধরে গড়ে উঠেছে। এটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের সমন্বয়ে গঠিত। বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন, প্রবালটি ৩৪ মিটার (১১১ ফুট) চওড়া এবং ৩২ মিটার (১০৪ ফুট) দীর্ঘ। এত দিন আমেরিকার সামোয়াতে 'বিগ মামা' নামে পরিচিত প্রবালটিই বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রবাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছিল। তবে বিগ মামা প্রবালের চেয়ে নতুন সন্ধান পাওয়া প্রবালটি তিন গুণ বেশি বড়। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রান্তের একটি জায়গায় প্রবালটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

এএফপি, *সিডনি*

গার্ড অব অনার পরিদর্শনে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও পেরুর প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তে। গত বৃহস্পতিবার পেরুর রাজধানী লিমায়। রয়টার্স

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল অনূঢ়ার জোট এনপিপি

শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট নির্বাচন

পার্লামেন্টে নিজ জোটের আসনসংখ্যা বাড়াতে আগাম নির্বাচন দেন নতুন বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে।

রয়টার্স, *কলম্বো*

অনূঢ়া কুমারা

শ্রীলঙ্কায় আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনে দেশটির নতুন বামপন্থী প্রেসিডেন্ট অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকের নির্বাচনী জোট ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে।

দেশটির নির্বাচন কমিশন গতকাল শুক্রবার জানায়, অনূঢ়ার এনপিপি জোট ২২৫ আসনের মধ্যে ১৫৯ আসন পেয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এনপিপি জোট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, যা দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয়।

গত বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে এনপিপি জোট ৭০ লাখ অর্থাৎ ৬২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় অনূঢ়া ৪২ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কার রাজাপক্ষে পরিবারের পদুজানা পেরামুনা পার্টি এক দশকের বেশি সময় শ্রীলঙ্কার ক্ষমতায় ছিল। বিগত আইনসভায় তাদের ১৪৫টির বেশি আসন ছিল। দলটি মাত্র তিনটি আসন পেয়েছে। পার্লামেন্ট নির্বাচনে এনপিপি জোটের প্রধান প্রতিপক্ষ সাজিথ প্রেমাদাসার দল সমাগি জনা বালাবেগায়া (এসজেবি) ৪০টি আসনে জয় পেয়েছে। অন্যদিকে সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহের সমর্থন পাওয়া নিউ ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট মাত্র পাঁচটি আসন পেয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন অনূঢ়া। কিন্তু তখন পার্লামেন্টে তাঁর নির্বাচনী জোট এনপিপির আসন ছিল মাত্র তিনটি। পার্লামেন্টে নিজ জোটের আসনসংখ্যা বাড়াতে তিনি আগাম নির্বাচন দেন। এখন তাঁর জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, পার্লামেন্টে অনূঢ়ার জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন তাঁর হাতকে শক্তিশালী করল। এখন তিনি তাঁর অর্থনৈতিকসহ অন্যান্য নীতি সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট কার্যনির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু অনূঢ়ার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা নিয়োগে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন ছিল।

২০২২ সালে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যায় বহুগুণ। প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন দেশটির বিক্ষুব্ধ জনগণ। ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে পদত্যাগ করে দেশ থেকে পালান। এর প্রায় দুই বছর পর গত সেপ্টেম্বরে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। এতে জয়ী হন বামপন্থী রাজনীতিক অনূঢ়া। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। ১৪ নভেম্বর আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

ইমরানের সঙ্গে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর চুক্তি হচ্ছে না

দ্য গার্ডিয়ান

ইমরান খান

পাকিস্তানে কারাবন্দী সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গ কোনো আলোচনা করার বা কোনো চুক্তিতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই দেশটির সেনাবাহিনীর। পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ সামরিক সূত্র *দ্য গার্ডিয়ান*কে এ কথা জানিয়েছে। এর আগে ইমরান খান বলেছিলেন, তিনি কারাকক্ষ থেকেই সেনা নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হতে ইচ্ছুক।

বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী রয়েছেন ইমরান খান। তাঁর সঙ্গে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে *গার্ডিয়ান*-এর পক্ষ থেকে আইনি দলের মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল। এর জবাবে ইমরান খান বলেন, গত বছরের আগস্টে গ্রেপ্তার ও কারাবন্দী হওয়ার পর থেকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই। তবে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে চুক্তির কোনো সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। এর আগে ইমরান খানের পক্ষ থেকে তাঁর সরকারের পতন ও তাঁকে কারাবন্দী করার পেছনে সেনাবাহিনীর হাত থাকতে পারে বলে অভিযোগ করা হয়।

ইমরান খান *গার্ডিয়ান*কে বলেন, সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যেকোনো চুক্তি বা কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট নীতি মেনে হবে। তা হবে জনগণের স্বার্থে। এতে ব্যক্তিগত কোনো অর্জন থাকবে না বা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ করে এ ধরনের আপস করা হবে না। ইমরান খান আরও বলেন, 'আমার নীতির সঙ্গে আপস করার চেয়ে বাকি জীবন কারাগারে কাটাব।'

এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে সাবেক ক্রিকেট তারকা ইমরান খান ২০১৮ সালে সেনাবাহিনীর সমর্থনে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

পেরুতে সমুদ্রবন্দর উদ্বোধন করলেন চীনের প্রেসিডেন্ট

রয়টার্স, *লিমা*

পেরুতে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর উদ্বোধন করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং। বিশাল এই বন্দর নির্মাণে ১৩০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছিল বেইজিং। গত বৃহস্পতিবার এই বন্দর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা সফর শুরু করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট।

এমন সময় বিশাল এই বন্দর উদ্বোধন করা হলো, যখন এই মহাদেশে নিজেদের বাণিজ্য বিস্তৃত করা ও প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চীন। পেরুর রাজধানী লিমা থেকে ৮০ কিলোমিটার উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে নির্মিত চানকাই বন্দরটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি ও পেরুর প্রেসিডেন্ট দিনা বলুয়ার্তে।

এ সময় তাঁরা দুই দেশের বিদ্যমান মুক্ত বাণিজ্যচুক্তির পরিসর বাড়াতে একটি চুক্তি সই করেন। এ সপ্তাহে ব্রাজিলে 'এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন' শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে অংশ নেবেন সি।

জাতিসংঘকে বিশেষজ্ঞদের চিঠি

জলবায়ু সংলাপ 'উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়'

বিবিসি

জাতিসংঘের কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ (কপ) জলবায়ু সম্মেলনের সংলাপ এখন আর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। জরুরি ভিত্তিতে এ সংলাপের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। জাতিসংঘের সাবেক এক মহাসচিব এবং সাবেক জলবায়ু প্রধানসহ শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেছেন।

জাতিসংঘকে লেখা এক চিঠিতে জ্যেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পর্যায়ক্রমে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি সমর্থন করে না, এমন দেশগুলোর জলবায়ু সংলাপের আয়োজক হওয়া উচিত নয়।

এই চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান-কি মুন, জাতিসংঘের সাবেক জলবায়ুপ্রধান ক্রিশ্চিয়ানা ফিগারেস ও আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন।

গত সোমবার আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জাতিসংঘের কপ২৯ জলবায়ু সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে অংশ নেওয়া বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাস 'সৃষ্টিকর্তার দেওয়া উপহার'। সেগুলো উত্তোলন করে বিক্রি করার জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া উচিত নয়।

এর কয়েক দিন আগে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্ভাব্য জীবাশ্ম জ্বালানি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে একটি বৈঠক আয়োজনে আজারবাইজানের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা তাঁর ভূমিকা কাজে লাগিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ধ্বংস হচ্ছে প্রাণপ্রকৃতি

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত

লেবানন সীমান্তের কাছে ইসরায়েলের আগামন হুলা ভ্যালি নেচার রিজার্ভে পাখিদের ওপর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এএফপি, *হুলা ভ্যালি, ইসরায়েল*

ঘন সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা ইসরায়েল-লেবানন সীমান্ত এলাকা। আছে পাখির অভয়ারণ্যও। লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর যুদ্ধে এ সবুজ প্রকৃতি তার আসল রূপ হারাচ্ছে। দুই পক্ষের বিস্ফোরিত গোলার টুকরায় মারা পড়ছে পাখপাখালি, বুনো শূকরের দল। পুড়ে ভস্ম হচ্ছে গাছপালা।

উত্তর ইসরায়েলের সবুজে আচ্ছাদিত এলাকার একটি হুলা ভ্যালি। বিপুলসংখ্যক পাখির আবাস সেখানে। এদের মধ্যে আছে ধূসর সারসের ঝাঁক। পাখির কলকাকলিতে সব সময় মুখর থাকত এ এলাকা। কিন্তু এখন দৃশ্য বদলেছে।

এ এলাকার অদূরে ওপারে লেবানন সীমান্তে 'হিজবুল্লাহর অবস্থান' লক্ষ্য করে অনেক দিন ধরেই কামানের গোলা ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে ইসরায়েলি বাহিনী। আর এপারে আকাশে চক্কর দিচ্ছে ইসরায়েলি সামরিক হেলিকপ্টার। গোলার বিস্ফোরণে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়া আর হেলিকপ্টারের কান ঝালাপালা শব্দে পাখিগুলোর ওই অভয়ারণ্য রীতিমতো হুমকির মুখে।

এক বছরের বেশি সময় আগে হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। দুই পক্ষের এ লড়াইয়ের প্রভাব প্রকৃতিতেও, বিশেষ করে লেবানন সীমান্তের কাছে ইসরায়েলের আগামন হুলা ভ্যালি নেচার রিজার্ভে তা এখন স্পষ্ট।

ইনবার রুবিন এ অভয়ারণ্যের একজন মাঠ পরিচালক। অন্যান্য প্রাণিকুলের পাশাপাশি পাখিগুলোর ওপর ওই যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে তিনি চিন্তিত।

রুবিন বলছিলেন তাঁর সেই চিন্তার কথা, যুদ্ধের হাঙ্গামা, বোমার বিস্ফোরণ, রকেটের আঘাত—সব শব্দই পাখিগুলো শুনতে পায়। এদের জন্য এগুলো ভীষণ চাপের।

রুবিন বলেন, যুদ্ধের কারণে পর্যটকেরাও এ অভয়ারণ্য দেখতে আসেন না। আগের মৌসুমগুলোর চেয়ে এখন কম পাখি আসছে এখানে। অন্যান্য বছরের তুলনায় বাসাও বাঁধছে কম। কমে গেছে পাখির প্রজননও।

ইসরায়েলের উত্তরে 'আগামন হুলা ভ্যালি নেচার রিজার্ভ'-এ ধূসর সারসের ঝাঁক। এখানে হিজবুল্লাহ-ইসরায়েল যুদ্ধে মারা পড়ছে বহু পাখিও। এএফপি

নষ্ট হয়ে গেছে 'স্বর্গ'

দীর্ঘদিন ধরে পাখিবিশারদ হিসেবে কাজ করছেন ইয়োসি লেশেম। তিনি বলেন, গত শীতে আগামন হুলা ভ্যালি নেচার রিজার্ভে প্রায় ৫০ হাজার সারস এসেছিল। আসলেই এটি ছিল এদের 'স্বর্গ'।

লেশেম বলেন, কিন্তু ইসরায়েল-হিজবুল্লাহ যুদ্ধ শুরুর পর এ অভয়ারণ্যে সারসের আসা ৭০ শতাংশ কমে গেছে। এ এক সত্যিকারের হুমকি। এমনকি যুদ্ধ যদি এক বছরের মধ্যে বন্ধও হয়ে যায়, তবু এর ক্ষতিকর প্রভাব রয়ে যাবে আরও অনেক বছর।

যুদ্ধের ক্ষতি শুধু এ অভয়ারণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ইসরায়েলের প্রকৃতি ও পার্কবিষয়ক কর্তৃপক্ষের অনুমান, যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলজুড়ে প্রায় ৯২ হাজার ৪০০ একর প্রাকৃতিক সংরক্ষণ ভূমি, ন্যাশনাল পার্ক, বনাঞ্চল ও খোলা এলাকা পুড়ে গেছে।

চীনে খুচরা বিক্রি বেড়েছে | চীনে অক্টোবর মাসে খুচরা বিক্রি আগের বছরের একই মাসের চেয়ে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ট্রাম্পের জয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি কি বাড়বে

তৈরি পোশাকশিল্প

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছিল। এবারও সে আশায় আছেন রপ্তানিকারকেরা।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে চীনা পণ্যে আমদানি শুল্ক বাড়ানোর কথা বলেছেন ট্রাম্প। তাঁর সেই ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে চীন থেকে তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হবে। তার একটা অংশ বাংলাদেশেও আসতে পারে বলে আশা করছেন এ দেশের উদ্যোক্তারা। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেও চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা বাড়তি ক্রয়াদেশ পেয়েছিলেন। তাতে দেশটিতে রপ্তানিও বাড়ে।

তৈরি পোশাকশিল্পের কয়েকজন উদ্যোক্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নিতে এখনো দুই মাস বাকি। তখন চীনের পণ্যে শুল্ক বাড়বে কি বাড়বে না, সেটি পরের বিষয়। তবে এখনই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা আগের চেয়ে বেশি ক্রয়াদেশ দেওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছেন। আবার নতুন নতুন ক্রেতা যোগাযোগও শুরু করেছেন। এগুলো ব্যবসায় নতুন সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক ইঙ্গিত। যদিও গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট এবং ব্যাংকিং সমস্যার সমাধান না হলে ব্যবসা বাড়ানো যাবে না।

প্রথমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকার সময় ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়। এর ফলে ২০১৯ সালে চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরতে থাকে। চীনের হারানো ক্রয়াদেশের একটি অংশ বাংলাদেশও পেয়েছিল। ফলে ওই বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৫৯৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়, যা তার আগের সাত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। এর মধ্যে করোনার কারণে রপ্তানি কমলেও ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৯৭২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। যদিও পরের বছর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পোশাক রপ্তানি কমে যায়।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) তথ্যানুযায়ী, ২০১৮ সাল থেকে পরের পাঁচ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনের পোশাক রপ্তানি ১ হাজার ১০৬ কোটি ডলার কমেছে। এই সময় বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়েছে ১৮৯ কোটি ডলার। অন্যদিকে ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১৯৬ কোটি ডলার।

দ্বিতীয় মেয়াদে ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের পণ্য আমদানি কমাতে যে অস্ত্রটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবেন, তা হলো ট্যারিফ বা শুল্ক। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প বারবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যেসব পণ্য আমদানি করে, তার ওপর ১০ বা ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। আর চীন থেকে আমদানি করা পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হবে ৬০ শতাংশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি ১০০ শতাংশও হতে পারে।

নির্বাচনী প্রচারে গত মাসে শিকাগোতে ইকোনমিক ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাছে ডিকশনারির সবচেয়ে সুন্দর শব্দ হলো ট্যারিফ (শুল্ক)। এটি আমার খুব পছন্দের শব্দ।' ট্রাম্পের এই বাণিজ্যনীতির উদ্দেশ্য হলো, যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা।

ক্রয়াদেশ কতটা বাড়বে

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে অবস্থিত এসএম সোর্সিং লিড সনদে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক কারখানার মর্যাদা পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মোট পোশাক রপ্তানির ২৫ শতাংশের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৮ সালের শেষের দিকে ৮০০ শ্রমিক নিয়ে কারখানাটির যাত্রা শুরু।

জানতে চাইলে এসএম সোর্সিং কারখানার স্বত্বাধিকারী মির্জা শামস মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভালো কিছুর প্রত্যাশা করছি আমরা। গত কয়েক মাসে মার্কিন ক্রেতাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবসার পূর্বাভাস পেয়েছি আমরা। এমনকি পোশাকের দামের বিষয়েও কোনো কোনো ক্রেতার কাছ থেকে নমনীয় ভাব দেখা যাচ্ছে।'

বায়িং হাউসগুলো মূলত বিদেশি ব্র্যান্ড ও দেশি কারখানার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজ করে। দেশে এক হাজারের মতো সচল বায়িং হাউস আছে। এসব বায়িং হাউসের মাধ্যমেই তৈরি পোশাক রপ্তানির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিবিএ) পরিচালক ক্য চিন ঠে (ডলি) বলেন, নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের কথাবার্তা যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো গুরুত্বসহকারে নিয়েছে। ইতিমধ্যে এই বাজারে রপ্তানিকারক চীনা প্রতিষ্ঠান বিকল্প উৎসের সন্ধান করছে। আসলে ব্যাকআপ প্ল্যান করে রাখছে সবাই। এ জন্য বাংলাদেশের কারখানাগুলোতে তথ্য অনুসন্ধান বেড়েছে। চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরলে ব্যবসা নিতে ভারতও কাজ করছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কার পর গত কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকের রপ্তানি বাজার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। যদিও প্রতিযোগীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। বড় এই বাজারে চলতি বছর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কমলেও ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ভারতের রপ্তানি বাড়ছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে আশাবাদী হওয়ার কারণ রয়েছে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে চীনবিরোধীদের নিয়োগ দিচ্ছেন ট্রাম্প। শেষ পর্যন্ত শুল্ক বাড়ালে চীন থেকে ক্রয়াদেশ স্থানান্তরিত হবে। তবে ভিয়েতনামে ইতিমধ্যে সক্ষমতার তুলনায় ক্রয়াদেশ বেশি। তাদের নতুন করে সম্প্রসারণের সুযোগ নেই। অন্যদিকে বাংলাদেশে এখনো কারখানাগুলোতে অব্যবহৃত উৎপাদনসক্ষমতা রয়েছে। এই সুযোগ নিতে হলে গ্যাস-বিদ্যুতের উন্নতির পাশাপাশি ব্যাংকের সহায়তা লাগবে।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চীননীতি থেকে সরে আসেননি। ২০২০ সালের আগে চীনের যেসব পণ্যের ওপর শুল্ক বসানো হয়েছিল, বাইডেন সেগুলো বজায় রেখেছিলেন। ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারে চীনের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের কথা বলেছেন। মূলত দেশি শিল্পকে শক্তিশালী করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। যুক্তরাষ্ট্র যেসব পণ্য দেশি শিল্পের সক্ষমতা বাড়াবে, মূলত সেসব পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়াবে। এর ফলে তৈরি পোশাকের ব্যবসা নতুন করে খুব বেশি আসবে বলে মনে হয় না।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, 'ট্রাম্প নির্বাচনে জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে চীনের বিনিয়োগকারীরা ইতিমধ্যে বার্তা পেয়েছেন। ফলে অনেক বিনিয়োগ স্থানান্তরিত হবে। আমরা দেশের বর্তমান বিনিয়োগকারীদেরই ঠিকমতো অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছি না। এমন পরিস্থিতিতে অবকাঠামোগত সমস্যা, শ্রম অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করা না গেলে সুযোগ কাজে লাগানো কঠিন হবে।'

ঋণের অর্থ নিজস্ব জিম্মায় রাখতে চায় রাশিয়া

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ার ঋণের কিস্তির অর্থ পাঠানো যাচ্ছে না। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ হিসাবে কিস্তির অর্থ জমা হচ্ছে।

- এই প্রকল্পে ১ হাজার ২৬৫ কোটি ডলার দিচ্ছে রাশিয়া।
- ঋণ পরিশোধ দুই বছর পেছানোয় অগ্রগতি নেই।
- রূপপুর প্রকল্পের ঋণ চুক্তি পর্যালোচনা করছে সরকার।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

বাংলাদেশে নিজেদের দেশের একটি ব্যাংকের শাখা খুলতে চায় রাশিয়া। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ঋণের কিস্তির অর্থ নিজ দেশ বা নিজেদের জিম্মায় নিতেই বাংলাদেশে ব্যাংক শাখা খোলার জন্য চাপ তৈরি করেছে রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ।

গত তিন মাসে প্রধান উপদেষ্টা, অর্থ উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মান্টিটস্কি। এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন ইস্যুর পাশাপাশি বাংলাদেশে রাশিয়ার ব্যাংক শাখা খোলার অনুমতি চাওয়া হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণের সুদ পরিশোধ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাশিয়ার কিছু ব্যাংককে সুইফট সিস্টেম থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং কিছু ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ার ঋণের কিস্তির অর্থ পাঠানো যাচ্ছে না। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ হিসাবে (স্ক্রু অ্যাকাউন্ট) কিস্তির অর্থ জমা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সুদের ৬৩ কোটি ডলার জমা হয়েছে ওই হিসাবে। প্রতিবছর দুই কিস্তিতে এই অর্থ জমা হচ্ছে।

কিন্তু রাশিয়া যেকোনো উপায়ে এই অর্থ নিজেদের জিম্মায় নিতে চায়। গত আগস্টে রাশিয়ার পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে দেওয়া প্রস্তাবে বলা হয়, রাশিয়ার ঋণের সুদের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বিশেষ হিসাবে রাখা হচ্ছে। ওই অর্থ যেন চীনের একটি ব্যাংকে পাঠিয়ে রাশিয়াকে দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশ তাতেও সাড়া দেয়নি। এরপর রাশিয়া বাংলাদেশে একটি ব্যাংক শাখা খোলার অনুমতির জন্য সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে অনুরোধ করে।

উল্লেখ্য, রাশিয়ার সঙ্গে রূপপুর ঋণ চুক্তিতে কিস্তির অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে একটি ব্যাংক শাখা খোলার অনুমতি দেওয়ার কথা ছিল। এখন রাশিয়া সেই ব্যাংক শাখা খোলার অনুমতি চায়।

এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, রাশিয়ার যেসব ব্যাংকের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞা আছে, সেসব ব্যাংকের শাখা ঢাকায় খোলা হলে সমস্যা হবে। রাশিয়া নির্দিষ্ট করে কোন ব্যাংকের শাখা খোলার প্রস্তাব দেয়, তার ওপর বাংলাদেশের সায় দেওয়ার বিষয়টি জড়িত। তিনি মনে করেন, যে কেউ ঋণের অর্থ যত দ্রুত সম্ভব নিজের জিম্মায় নিতে চাইবে।

রাশিয়ার ঋণে বাস্তবায়িত ১ লাখ ১৩ হাজার ৯৩ কোটি টাকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পটি আগামী বছরের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু কাজে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প শেষ হতে আরও দুই বছর লাগবে। এই প্রকল্পে ১ হাজার ২৬৫ কোটি ডলার দিচ্ছে রাশিয়া।

এদিকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ঋণ চুক্তি, খরচ, বাস্তবায়ন—এসব বিষয় পর্যালোচনা করছে সরকার গঠিত অর্থনীতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি। এটিও রাশিয়ার জন্য একটি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইআরডির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বাংলাদেশ যেকোনো সময় ঋণ পরিশোধে প্রস্তুত আছে। রাশিয়া যেখানে চাইবে, সেখানেই অর্থ জমা দেওয়া হবে। তবে তা যেন উভয় পক্ষের জন্য আন্তর্জাতিক আইনসম্মত ও সুবিধাজনক হয়।

দর-কষাকষিতে যা আটকা

কোভিড ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের রাশিয়ার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজেও কিছুটা শ্লথগতি আছে। আগস্টে রাশিয়ার ঋণের আসল পরিশোধ দুই বছর পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে সরকার। রাশিয়াও প্রাথমিকভাবে রাজি হয়। কিন্তু এর বিপরীতে দর-কষাকষির অংশ হিসেবে রাশিয়া নিজেদের কিছু চাওয়ার কথা জানায়। রাশিয়ার প্রধান চাওয়া হলো ঋণের কিস্তির অর্থ চীনের কোনো ব্যাংকে স্থানান্তর করা। কিন্তু বাংলাদেশ তাতে রাজি না হওয়ায় এখন বাংলাদেশে রাশিয়া ব্যাংক শাখা খোলার অনুমতি চায়।

বাংলাদেশ এখনো এ বিষয়ে ইতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত না দেওয়ায় ঋণের মূল কিস্তি দুই বছর পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও পিছিয়ে যায়। অবশ্য কিস্তি পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ঋণ চুক্তি সংশোধনের খসড়াও তৈরি করে রেখেছে বাংলাদেশ।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার এক্সিম ব্যাংকের কাছ থেকে বাংলাদেশ ১ হাজার ২৬৫ কোটি ডলার নিয়েছে। ২০১৬ সালে উভয় পক্ষের মধ্যে এই ঋণ চুক্তি হয়। ২০১৭ সালে এই ঋণের অর্থ আসা শুরু হয়। ১০ বছর গ্রেস পিরিয়ড শেষে ২০২৭ সালের ১৫ মার্চ ঋণের মূল কিস্তি (আসল পরিশোধ) শুরু হওয়ার কথা। প্রতিবছর ছয় মাস পরপর দুই কিস্তিতে মোট ৩৮ কোটি ডলার আসল পরিশোধ করতে হবে। এর সঙ্গে ১১ কোটি ডলার সুদ। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুদ ও আসলের পরিমাণ কমবে বা বাড়বে।

কারা আসছে নিউমুরিং টার্মিনাল পরিচালনায়

চট্টগ্রাম বন্দর

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে (পিপিপি) বিদেশি অপারেটরের হাতে ছেড়ে দিতে চাইছে সরকার। দেশি অপারেটররা এর বিপক্ষে।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর জন্য ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে গড়ে উঠেছিল নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি)। দুই বছরের মাথায় টার্মিনালটির যন্ত্রপাতি খাতে বিনিয়োগ করে পরিচালনার জন্য বিদেশি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের দরপত্রও ডাকা হয়েছিল; কিন্তু তৎকালীন নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নূরে আলম চৌধুরীর হস্তক্ষেপে সে দরপত্র বাতিল করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। তাতে বিদেশি বিনিয়োগ হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর বন্দর কর্তৃপক্ষ দেশি প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্রপাতি কিনে এনসিটি পরিচালনার ভার দেয়।

২০০৭ সালের ডিসেম্বরে পাঁচ জেটির এই টার্মিনাল নির্মাণে বন্দরের ব্যয় হয়েছিল ৪৬৯ কোটি টাকা। তবে বারবার সরকারের মন্ত্রী ও নেতাদের হস্তক্ষেপে টার্মিনালটি আট বছরেও পুরোপুরি চালু করা যায়নি। আর টার্মিনালের সব যন্ত্রপাতি কিনতে বন্দরের তো সময় লেগে যায় প্রায় ১৫ বছর। সর্বশেষ যন্ত্রপাতি কেনা হয় ২০২৩ সালে। এই টার্মিনালে জেটি ও যন্ত্রপাতি খাতে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা। বিদেশিদের হাতে দিলে এই অর্থ বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে আসত দেশে।

তবে টার্মিনালে দেশি বিনিয়োগের পর নতুন করে বিদেশি অপারেটরের হাতে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম টার্মিনাল অপারেটর সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ডিপি ওয়ার্ল্ডকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) মাধ্যমে জিটুজি ভিত্তিতে টার্মিনালটি পরিচালনার ভার দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ২০২৩ সালের মার্চে আওয়ামী লীগ সরকার এই প্রক্রিয়া শুরু করে, যা এখন অন্তর্বর্তী সরকারও এগিয়ে নিতে চাইছে। এর বিপক্ষে অবশ্য একটি পক্ষ সরব হয়ে উঠেছে। তারা উদ্যোগটির প্রতিবাদে কয়েক দফা বিক্ষোভ সমাবেশও করেছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের চারটি টার্মিনালের মধ্যে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) সবচেয়ে বড়। এতে সমুদ্রগামী চারটি কনটেইনার জাহাজ একসঙ্গে ভেড়ানো যায়। স্বয়ংক্রিয় ক্রেন থাকায় জাহাজ থেকে আমদানি-রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনার ওঠানো-নামানো যায় দ্রুতগতিতে। বর্তমানে টার্মিনালটি দেশি অপারেটর সাইফ পাওয়ারটেক পরিচালনা করছে।

পক্ষে-বিপক্ষে যত যুক্তি

টার্মিনালটি বিদেশি অপারেটরের হাতে দেওয়ার বিপক্ষে বেশি সরব বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম। তিনি বলেন, 'বন্দরে বিদেশি বিনিয়োগের বিপক্ষে নই। তবে এই টার্মিনালে বিনিয়োগের সুযোগ নেই। তাহলে কেন বিদেশি বিনিয়োগ ও পরিচালনার জন্য দেওয়া হবে? যেখানে বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে, সেখানে বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

বন্দরের জেটি পরিচালনাকারী বার্থ অপারেটর প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বার্থ অপারেটরস, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরস ও টার্মিনাল অপারেটরস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলে একরাম চৌধুরী *প্রথম আলোর* কাছে প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, 'বার্থ অপারেটররা ভালোভাবে নিউমুরিং টার্মিনাল পরিচালনা করতে সক্ষম। কারণ, সেখানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করার সুবিধা আছে, যেটি আমরা এখন সনাতন পদ্ধতিতে অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে করছি। বার্থ অপারেটররা যদি পরিচালনার সুযোগ পায়, তাহলে দেশের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।'

> বন্দর যেহেতু কৌশলগত স্থাপনা, সে জন্য বিদ্যমান নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি বিনিয়োগ ও পরিচালনার জন্য ছেড়ে দেওয়ার আগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দরকার আছে। অংশীজনদের সঙ্গেও আলোচনা করা প্রয়োজন।
>
> **মো. জাফর আলম**
> সাবেক সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ, চট্টগ্রাম বন্দর

সরকারের ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো বলছে, শুধু টার্মিনালের আয়-ব্যয় দেখলে হবে না; সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়েই বিষয়টি দেখা দরকার। এ ক্ষেত্রে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ, দেশটিতে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির মতো বিষয়গুলোও সামনে আসছে। প্রবাসী আয়ের উৎস হিসেবে দেশটি এখন শীর্ষস্থানীয় পর্যায়ে রয়েছে। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সে দেশ থেকে ৪৬৪ কোটি মার্কিন ডলারের সমান রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় এসেছিল। আবার বন্দর পরিচালনায় ইউএইর ডিপি ওয়ার্ল্ড নামের প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে বিশ্বমানের দক্ষতা। নিউমুরিং টার্মিনালে বিনিয়োগ হলেও সেখানে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং যন্ত্রপাতি খাতেও বিনিয়োগ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

এখন বছরে আয় ৫৭৪ কোটি টাকা

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজেরা সব বিনিয়োগের পর এখন দেশি অপারেটর দিয়ে নিউমুরিং টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনা করছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই টার্মিনাল থেকে প্রকৃত আয় হয়েছে ৫ কোটি ৩১ লাখ ডলার বা প্রায় ৫৭৪ কোটি টাকা।

ডিপি ওয়ার্ল্ডকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বে (পিপিপি) টার্মিনালটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলে সেখানে নতুন করে বিনিয়োগ হবে। টার্মিনালটির পুরো কার্যক্রম তাদের হাতে চলে যাবে। কনটেইনার ব্যবস্থাপনা বাবদ মাশুলও আদায় করবে তারা। বিনিময়ে বন্দরকে কনটেইনার প্রতি নির্ধারিত অঙ্কের অর্থ দেবে। বিশ্বে এখন বন্দর পরিচালনায় এই মডেল খুব জনপ্রিয়।

দেশে গত বছর পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল একই মডেলে সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া হয়। সেখানে অবশ্য যন্ত্রপাতি খাতে বিনিয়োগ করেছে দেশি প্রতিষ্ঠান। বন্দর শুধু জেটি নির্মাণ করে দিয়েছে। এর বিনিময়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানটি কনটেইনারপ্রতি ১৮ ডলার করে দিচ্ছে বন্দরকে।

সামনে কী

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম বন্দর বোর্ডের সাবেক সদস্য মো. জাফর আলম বলেন, নতুন করে বন্দর বা টার্মিনাল নির্মাণে বিদেশি বিনিয়োগ হলে সবচেয়ে ভালো হয়। দ্রুত দক্ষতা বাড়াতে বিদ্যমান টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি বিনিয়োগ বিবেচনা করা যায়। বন্দর যেহেতু কৌশলগত স্থাপনা, সে জন্য বিদ্যমান নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি বিনিয়োগ ও পরিচালনার জন্য ছেড়ে দেওয়ার আগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দরকার আছে।

ভারতের অর্থনীতিতে ৭.২% প্রবৃদ্ধি হবে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

চলতি ২০২৪ সালের শেষে ভারতের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক রেটিং এজেন্সি মুডিস রেটিংস গতকাল শুক্রবার এই পূর্বাভাস দিয়েছে। সংস্থাটি বলেছে, ভারতীয় অর্থনীতি এখন একটি দারুণ অবস্থায় রয়েছে। আর দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে (আরবিআই) মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি মোকাবিলায় তুলনামূলক কঠোর মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখতে হতে পারে। খবর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড'র।

ভারতে বর্তমানে খুচরা মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ২১ শতাংশ, যা বিগত ১৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এটি আরবিআই তথা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা বেশি। বিশেষ করে সবজির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। আর বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যমূল্যে চাপ পড়েছে, অর্থাৎ অস্থিরতা রয়েছে বলে সংস্থাটি মনে করে।

মুডিস বলছে, 'ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়া এবং আবহাওয়া চরমভাবে বৈরী হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেওয়া পদক্ষেপগুলো মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি কমাতে পারছে না।

চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ভারতের প্রকৃত জিডিপিতে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে; যা পারিবারিক খরচ তথা ভোক্তাদের ব্যয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগ প্রবাহ জোরালো হওয়ায় এবং উৎপাদন কার্যক্রম শক্তিশালী থাকায় গত জুলাই-সেপ্টেম্বরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

করপোরেট সংবাদ

সাফ জয়ী নারী ফুটবল দলকে সাউথইস্ট ব্যাংকের সংবর্ধনা

সাউথইস্ট ব্যাংক গত বৃহস্পতিবার সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ জয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি তাবিথ মোহাম্মদ আওয়াল। ব্যাংকের চেয়ারম্যান এম এ কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক আজিম উদ্দিন আহমেদ, জোসনা আরা কাশেম, দুলুমা আহমেদ, নাসির উদ্দিন আহমেদ; স্বতন্ত্র পরিচালক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন এবং এমডি নুরুদ্দীন মো. ছাদেক হোসাইন। **বিজ্ঞপ্তি**

সাফা 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পেল শক্তি ফাউন্ডেশন

শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজড উইমেন এনজিও ক্যাটাগরিতে সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টসের (সাফা) 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' অর্জন করেছে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এ নিয়ে শক্তি ফাউন্ডেশনের উপনির্বাহী পরিচালক ইমরান আহমেদ বলেন, 'এই অ্যাওয়ার্ড স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিতে শক্তির অটুট প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। আমরা এই সম্মানজনক পুরস্কার পেয়ে অত্যন্ত গর্বিত।' **বিজ্ঞপ্তি**

জা এন জি নিয়ে এল সিঙ্গেল ফানডে আইসক্রিম

কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের জা এন জি ব্র্যান্ড দেশের বাজারে নতুন সিঙ্গেল ফানডে আইসক্রিম নিয়ে এসেছে, যা ভ্যানিলা উইথ ক্যারামেল রিপল ও ভ্যানিলা উইথ চকোলেট রিপল, এ দুটি স্বাদে ১০০ মিলিলিটার কাপে পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকায় কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এই আইসক্রিমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর হায়দার চৌধুরী, হেড অব সেলস সৈয়দ মহিদুল হোসেন, হেড অব মার্কেটিং রাজীব সাহা, এজিএম এ বি এম শোয়েব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, খিলক্ষেত, বসুন্ধরায় ৩/৪ বেডের প্রায় রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৭৫৫-৫১১০১৯, ০১৭৫৫-৫১১০২০। মো.বু-৬০৫৪৮০

✸ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ ৩৮৪০ বর্গফুট সিঙ্গেল ইউনিট ব্র্যান্ডনিউ ৪ বেড ২ পার্কিং জরুরি বিক্রয়। মোবা: ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬। টিবু-৬০৫৫০০

✸ ১৯০০ বর্গফুটের ১টি রেডি এ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে। বসুন্ধরা, ব্লক-ডি। মোবাইল: ০১৯৩৯৯১৯৮০১, ০১৯৩৯৯১৯৮০২। টিবু-৬০৫৫৮২

✸ বসুন্ধরা আ/এ ই ব্লকে ১৭০০ ও ২৩০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ২টি ফ্ল্যাট অবিশ্বাস্য ছাড়ে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭৫৫-৬০৫০৭১। টিবু-৬০৫৫৭৫

✸ আধুনিক সকল সুবিধাসহ ধানমন্ডি, সাতমসজিদ রোডসংলগ্ন জাফরাবাদে (১১০০-১৩৩০ ব.ফু.) রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০-০৩২৫১৩, ০১৮১০-০৩২৫১১। মো.বু-৬০৫৪৮৫

✸ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮৪৪৬০০৩৫৩; ০১৮৪৪৬০০৩৫১। ডি-৬০৫৮৪২

✸ মনোরম পরিবেশে দয়াল হাউজিং মোহাম্মদপুরে ২২০০ বর্গফুটের ৪ বেড রুমের এক্সক্লুসিভ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮১০-০৩২৫১৫, ০১৮১০-০৩২৫০৭। মো.বু-৬০৫৪৮৬

✸ নিরিবিলি পরিবেশে শেখেরটেক, শ্যামলী হাউজিং সোসাইটিতে দক্ষিণমুখী (১২৪৫-১০৭৫ ব.ফু.) নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৩০৬৩১৯৮৪৮, ০১৭১০৩৯৭৪৮৭। সি-৬০৫৫৬১

✸ বিশেষ ছাড়ে বিক্রয় রেডি ফ্ল্যাট-মোহাম্মদপুর, মিরপুর, বারিধারা জে-ব্লক ও যশোরে বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭০৮৮৩৩৯২৭। ডি-৬০৫৭৭৪

✸ আফতাবনগরে সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭৭৭৭৩৪৭১৬। ডি-৬০৫৭৭৫

✸ বসুন্ধরায় ১৫৫০, ১৮৫০, ২২২০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। মোবা: ০১৩০২৫৩৫৫২২। ডি-৬০৫৭১২

✸ আদাবরে আকর্ষণীয় লোকেশনে স্বল্প মূল্যে ১২৫০-১৫৫০ বর্গফুটের ব্যাংক লোন সুবিধাসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। কাশেম প্রপার্টিজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট লি.। ০১৯৪৪৭৯৭৫৭৯, ০১৭২৮৪৫৯৫২২। সি-৬০৫৩৬২

✸ মনোরম পরিবেশে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এফ ব্লকে দক্ষিণমুখী চার তলায় সিঙ্গেল ফ্লোর চার বেডরুমের একটি নতুন রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭০৭৬৬০৩৪৪। সি-৬০৫৫৩২

পাত্রী চাই

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্র অস্ট্রেলিয়া হতে গ্র্যাজুয়েশন (আর্কিটেক্ট) (২৮-৫´-১১´´) নিজ কোম্পানির ডিরেক্টর পাত্রের পাত্রী চাই। মোবাইল: ০১৬১৮-৮৭১০০৩/০১৬৩১-৯১৫৩৪২। ডি-৬০৫৮২০

✸ **সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার পারমাণবিক শক্তি কমিশন বিএসসি, এমএসসি (ঢাবি) ঢাকায় সেটেল্ড (৩৪-৫´-৭´´) পাত্রের আর্জেন্ট যোগাযোগ করুন: ০১৯৩৯৫০০৭০৯।** যাবু-৬০৫৮৩৯

✸ সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (পিজিসিবি) বিএসসি এমএসসি ইইই বুয়েট ঢাকায় সেটেল্ড (৩১-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। # ০১৭০৬৩১৯৩৩৩। ডি-৬০৫৮১৪

✸ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, বিএসসি সিএসই ব্র্যাক, এমএস অস্ট্রেলিয়া, টপ লেভেল কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার, বাবা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (২৯-৫´-৮´´) পাত্রের পাত্রী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৬। ডি-৬০৫৮১৫

✸ বিসিএস এডমিন ক্যাডার, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, অনার্স মাস্টার্স ঢাবি, উচ্চশিক্ষিত স্টাবলিস্ট পরিবার (৩০-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৮। ডি-৬০৫৮১৬

✸ লন্ডনের সিটিজেন (৩২-৫´-৮´´), আমেরিকা সিটিজেন (৩৪-৫´-৯´´), কানাডার সিটিজেন (৩০-৫´-১০´´), এয়ারফোর্স ইঞ্জিনিয়ার (২৯-৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোম সার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৫৮৫২

✸ বিএসসি বুয়েট (ইইই) এমএসসি পিএইচডি আমেরিকা, আমেরিকা গ্রিন কার্ড হোল্ডার সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার ঢাকায় বসবাসরত (৩২-৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রের # ০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৬০৫৮৫৩

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ আফতাবনগর সি-ব্লকে, দক্ষিণমুখী কর্নার প্লটে ১৩৭৫ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি: ০১৭৫৩৮৮৯১৯১, ০১৬১৬১৬৬৬০০। সি-৬০৫৩৯৫

✸ **বসুন্ধরা এম ব্লকে ৪০ ফিট এভিনিউ রোডে দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার প্লটে ২২১০ বর্গফুটের সিঙ্গেল ইউনিটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবাইল: ০১৭০৪-১৭০০৭৬, ০১৭০৪-১৭০০৭৮।** মো.বু-৬০৫৪৮২

✸ **শুক্রাবাদে গ্যাস সংযোগসহ ১২৩০ ব.ফু., হস্তান্তর মার্চ ২০২৫ ইং, সোবহানবাগ (তল্লাবাগ) এ ১৪৯৫ ও ১৫২৫ ব.ফু., মগবাজার (মধুবাগ)-এ ১০০০-১৫০৫ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট সুলভ মূল্যে বিক্রয়। ০১৬১৫১২৪৭৯৩, ০১৭১৫১২৪৭৯৩।** ডি-৬০৫৮৪১

✸ **বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: ০১৮৪৪৬০০৩৫১, ০১৮৪৪৬০০৩৫৩।** ডি-৬০৫৮৪৩

✸ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার ১৯৯১ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯ তলায় সামনে কর্নারে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৪৮৫৫১১০, ০১৮১৫৭৫০৭২১। ডি-৬০৫৮৪৪

✸ **কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছুসংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭৮৩-৮৩৮৩৭২, ০১৭১১-২১৮৪১৫।** ডি-৬০৫৭৯০

✸ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ বর্গফুট পার্কিংসহ ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ও ৮/এ ২৬৩০ ব.ফু. পার্কিংসহ সামনে ৪ বেডের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। মোবা: ০১৯১৮৭৩৬১২৭। ডি-৬০৫৮৪৫

✸ লালমাটিয়া জি-ব্লক ২২০০ ৪ বেড ২টি পার্কিংসহ, ডি-ব্লক ১৪৯৫, এফ-ব্লক ১৫৬০ ১টি পার্কিং ও ৮৬৫ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। ডি-৬০৫৮৪৬

✸ মিরপুর-১, মাজার রোডে ২৫´ রাস্তার ৪ বেড ১৭০০ বর্গফুটের অত্যাধুনিক ১টি রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮৪৫-৭৭৭৮২৮। ডি-৬০৫৭৯২

✸ মিরপুর-১, দক্ষিণ বিশিলে অত্যাধুনিক ১৫৭৫ ও ১৫৬৫ বর্গফুট এবং মধ্য পাইকপাড়া আনসার ক্যাম্প স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন ৯০০/১৮০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ফোন- ০১৮৪৫-৭৭৭৮২৮। ডি-৬০৩৭৯৩

✸ ধানমন্ডিতে পার্কিংসহ ১৭০০ এবং শ্যামলী রিং রোডে ১৫৬৫ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮৩৩৩১৪১৬৩, ০১৩২১২১৩০০০। ডি-৬০৫৭৮৮

পাত্রী চাই

✸ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের বুয়েট লেকচারার (ইইই) বুয়েট ঢাকা বসবাসরত (৩২-৫´-১০´´) ছোট পরিবার সুদর্শন পাত্রের # ০১৩৩২৫৬৫৮৭৩। ডি-৬০৫৮৫৪

✸ পিএইচডি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার (৩৪-৫´-৮´´), ৩৯তম বিসিএস ডাক্তার (৩২-৫´-৯´´), ম্যাজিস্ট্রেট (৩০-৫´-১০´´), কানাডা, আমেরিকা সিটিজেন ও শিল্পপতি পাত্রদের। সোনিয়া আপা # হোম সার্ভিস। ০১৭০৬৬৮৭১৪৪। ডি-৬০৫৮৫৮

পাত্র চাই

✸ শিল্পপতি বিধবা মায়ের নামাজি, পর্দানুশীল কন্যা (৩৬-৫´-৩´´) ঢাকায় স্থায়ী, পাত্রীর ব্যবসা। বয়স্ক সন্তানসহ পাত্র চলবে। সরাসরি: ০১৭৭৭-৫৭০৬৩২। ডি-৬০৫৭৮৯

✸ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা লন্ডন হতে গ্র্যাজুয়েশন (২৭-৫´-৬´´) পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৬১৮-৮৭০৬৮৫/০১৯৯৫-৫৮৫২৩৩। ডি-৬০৫৮১৮

✸ ডাক্তার আর্মির ক্যাপ্টেন পিতা-মাতা ডাক্তার প্রফেসর সুন্দরী (৫´-৪´´-২৫) পাত্রীর পাত্র চাই। মোবা: ০১৭১২-৭৭৯৬২০, alammoudud@gmail.com ডি-৬০৫৮১৯

✸ সপরিবারের আমেরিকান সিটিজেন, গ্র্যাজুয়েশন অধ্যয়নরত নিউইয়র্ক (২৩-৫´-৩´´) ফর্সা সুন্দরী পাত্রীর জন্য আমেরিকা/দেশে উচ্চশিক্ষিত পাত্র। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৭। ডি-৬০৫৮১৭

✸ অভিজাত এলাকায় বসবাসরত কম্পিউটার সাইন্স ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত (২৬-৫´-৪´´) শিক্ষিত পরিবার সুশ্রী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র। ০১৩৩২৫৬৫৮৭৮। ডি-৬০৫৮৫১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ দক্ষিণ বাড্ডায় লিংক রোডে বৈশাখী সরণি গেটসংলগ্ন প্রজেক্টে, ১১৯৫ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। # ০১৬৭৪-৩৫০৪৭০, ০১৭১৬-৩০৫৬১৪। ডি-৬০৫৭৮৪

✸ **বসুন্ধরার এফ ব্লক রানিয়া এভিনিউতে ১৮৫০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা: ০১৭০৪-১৭০০৭৮, ০১৭০৪-১৭০০৭৭।** মো.বু-৬০৫৪৮৩

✸ ধানমন্ডি আ/এ অবস্থিত রাজউক নির্মিত ব্রান্ড নিউ ২৬২৯ বর্গফুটের রেডি অ্যাপার্টমেন্ট কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধাসহ জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। ডি-৬০৫৭৮৫

✸ ধানমন্ডি আ/এ ৬/এ রোডে ৫মতলায় ২০৫৫ ব.ফু. একটি অল্প ব্যবহৃত ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। ৩ বেড, ১ পার্কিং। ০১৭১৩৯০৯০৪৮। ডি-৬০৫৮০২

✸ **রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় মালিবাগ মেইন রোডের সন্নিকটে পশ্চিম হাজীপাড়ায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রইং-ডাইনিংসহ ১২৫৫-১২৭৫ বর্গফুট। মোবাইল: ০১৭০৩-৪৬২৭২৮, ০১৭০৩-৪৬২৮১২।** ডি-৬০৫৭৮৭

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায়, ব্লক-আই, জমি ৫ কাঠা, ২২০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট। প্রতি বর্গফুট ৬৫০০ টাকা। মার্চ হোমস লি.। ০১৯২৭-৯২৫০৮৮। ডি-৬০৫৮০৩

✸ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, কারওয়ানবাজার, মহাখালী, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ি ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। ডি-৬০৫৮০৪

✸ রাজধানীর মহাখালীতে গাউসুল আজম মসজিদসংলগ্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮১৭০৪৪০০২। ডি-৬০৫৭৯৮

✸ মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বাঁশবাড়ি মেইনরোড ও মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেড, নির্মাণাধীন প্রায় রেডি ৩/৪ বেডের ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০-৪৬৪৩৩১। ডি-৬০৫৭৯৯

✸ মোহাম্মদপুর মনসুরাবাদ হাউজিংয়ে ১০নং রোডে ১৩২০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় বেজ কনসালট্যান্ট লি.। মোবাইল: ০১৭২৮৫৮৫০৮৬। ডি-৬০৫৭৯৬

✸ ধানমন্ডিতে ১৬৪৫ বর্গফুটের ব্যবহৃত ও মোহাম্মদপুরে ১৪৩৫ বর্গফুটের ব্র্যান্ডনিউ, পার্কিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৯০৬-১৯৮১০৩, ০১৯০৬-১৯৮১০৪। মো.বু-৬০৫৮০৫

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ সুপ্রতিষ্ঠিত বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ডাক্তার, পররাষ্ট্র, ম্যাজিস্ট্রেট, শিল্পপতি, সিটিজেনশিপ, হিন্দু সম্প্রদায়সহ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তামান্না আপা-হোম সার্ভিস # ০১৭৮৭৫১১৭১৭, tamannamediaonline@gmail.com ডি-৬০৫৮২১

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্র-পাত্রী ম্যাচমেকিং-এর ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশন বিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে" # মোবাইল: ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/০১৬১৭০১৪১৪০। ডি-৬০৫৮২২

✸ আপনি কি প্রবাসী পাত্র/পাত্রী খুঁজছেন? আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের সিটিজেন উচ্চশিক্ষিত পাত্র/পাত্রীর জন্য লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৫৮০৯

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি, বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস। মোবা: ০১৩১৫১৩১৩৫৭। ডি-৬০৫৮৫৫

ভাড়া হবে

✸ **ফ্ল্যাট:** নিকেতন সি-ব্লকে লেকপাড়ে ২৮০০ বর্গফুটের হাতিরঝিল ভিউ ৪ বেড, ৫ বাথ, ৬ বারান্দা, ২ কার পার্কিং, গ্যাস লাইনসহ অত্যাধুনিক আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট ভাড়া। যোগাযোগ: ০১৭১৫০১৭৭৯৩, ০১৭৩৯২৫০৬৯০। মহাবু-৬০৫৭৮৩

✸ **ভাড়া হবে:** কমার্শিয়াল স্পেস ২২০০ বফু ডেকোরেশন করা বিটিভি সেন্টারের উল্টা দিকে মেইন রোডের উপরে হোল্ডিং-৪৫০ ২য় তলা। পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭০৯০৯২৩৯৩। খিলবু-৬০৫৮২৩

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ **বসুন্ধরা চমৎকার লোকেশনে সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় দক্ষিণমুখী এবং চারপাশ খোলামেলা প্রজেক্টে, ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং-ডাইনিং ও কিচেনসহ নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। সাইজ: ১৫০০, ১৬৯০, ২০২৫ বর্গফুট। যোগাযোগ: ০১৭৬২৬৮৫১২৩, ০১৭৬২৬৮৫১২৪।** ডি-৬০৫৫৯৫

✸ **বসুন্ধরায় ৩০০ ফিট রোড-সংলগ্ন লেকের কাছে ১৩৮০-২১৭০ বর্গফুটের ৩ ও ৪ বেডের রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭১৩-৫০২৫৯৩, ০১৭১৩-৫০২৪৭৬।** মো.বু-৬০৫৪৮৪

✸ মোহাম্মদপুরে এখনই বসবাসযোগ্য দক্ষিণমুখী ১৪৪৩, ১৩৮৫ ও ১৩৩৮ বর্গফুটের সম্পূর্ণ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৯৭৫০। মো.বু-৬০৫৮০৬

✸ **ধানমন্ডিতে ২৫৬৫, বনানীতে ৩৬০০, ডিওএইচএস বারিধারায় ২৮৪৩ এবং বসুন্ধরায় ২২২০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৯৫৫৪৪৩৩২২।** ডি-৬০৫৬০৬

✸ বায়তুল আমান হাউজিং আদাবর ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। যোগাযোগ: ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। ডি-৬০৫৮১১

✸ ধানমন্ডি কেয়ারি প্লাজার পাশে ১৯২০ বর্গফুটের ৩ বেডের সুইমিংপুলসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। ডি-৬০৫৮১২

✸ গ্রিনরোডে গ্রিন লাইফ হাসপাতালের পেছনে ক্রিসেন্ট রোডে ১১০০ বর্গফুটের ৩ বেড লাক্সারিয়াস স্বল্প ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা: ০১৭১১৩৩৫৫২০। ডি-৬০৫৮১৩

✸ জলসিঁড়িতে (৪০´-১০০´ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবাইল: ০১৩২৯৭১১৫৪০। ডি-৬০৫৫৯৪

✸ উত্তরা ৩নং সেক্টরের ৪নং (৬০ ফুট) রোডে, ৩২০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি পূর্বমুখী সিঙ্গেল ইউনিট অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। মোবা: ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩-৩৭৭৮৮৬। টিবু-৬০৫৫৮১

বিবিধ বিক্রয়

✸ **অফিস স্পেস: মতিঝিলে ব্যাংক এর নিকট ৫ লক্ষ টাকা চলমান ভাড়ায় অফিস স্পেস বিক্রয়। ০১৭৫৫-৫১১০২৬, ০১৭৫৫-৫১১০২০।** মো.বু-৬০৫৪৮১

প্লট বিক্রয়

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট কম মূল্যে বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৮০১৯৩০। ডি-৬০৫৫৯০

✸ পূর্বাচল সংলগ্ন বালিভরাট চলমান ৩, ৫, ১০ কাঠার আবাসিক প্লট ও ২০ কাঠার বাণিজ্যিক প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৫৬। ডি-৬০৫৫৯১

✸ আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ির গাঁ ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৩৩২৮১০৬৭৪। টিবু-৬০৫৫৭৯

✸ পূর্বাচল ২৭ নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠা প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবা: ০১৮৪৪-২৪৩৮৫৭। টিবু-৬০৫৬৩৬

✸ বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিকে এন-ব্লকে ২০০ ফিট রাস্তা সংলগ্ন দক্ষিণমুখী ৩ কাঠা ও পি-ব্লকে দক্ষিণমুখী ৩, ৪ কাঠার প্লট জরুরি বিক্রয়। ০১৭১০০০৬২৩৮, ০১৬৪৪৯২৮২৭২। যাবু-৬০৫৮৪০

জমি শেয়ার বিক্রয়

✸ উত্তরা তৃতীয় প্রকল্পে ১৭/এইচ সেক্টরে ৩ কাঠা জমির ২টি শেয়ার বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৩৮৬৮৩৩৪। ডি-৬০৫৮০০

✸ বসুন্ধরায় দক্ষিণমুখী এম-ব্লকের চমৎকার লোকেশনে প্লটের শেয়ার বিক্রয়। শেয়ার মূল্য ৬০ লাখ। ২০৫০ বর্গফুট, ৫ কাঠা। ০১৬১৬-৬৯৪৫১৬। ডি-৬০৫৮৪৯

আবশ্যক

✸ ঢাকায় অবস্থিত একটি স্বনামধন্য আবাসিক হোটেল ম্যানেজমেন্টের জন্য ১০ বছর অভিজ্ঞ ২ জন ম্যানেজার আবশ্যক। যোগাযোগ: এফএআর গ্রুপ, বাড়ি নং-১১, রোড নং-১২, ব্লক-এফ, গুলশান, নিকেতন, ঢাকা। ০১৭১১৫৪৮৮৩৩। ডি-৬০৫৭৩৫

প্লট বিক্রয়

✸ উত্তরা থার্ডফেস ১৫ নম্বর সেক্টর ব্লক-এ, ৬০/৩০ ফিট রাস্তার উপর, খেলার মাঠ এবং স্কুল জোনের কাছাকাছি ০৩ (তিন) কাঠা কর্নার প্লট বিক্রয়। ০১৯৭০৫৫৫৫৪২। টিবু-৬০৫৫৩০

✸ রাজউক পূর্বাচলে ১৫ নং সেক্টরে ৫ কাঠা প্লট বিক্রয় করবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন: ০১৭১৮০০৯১৪৬। ডি-৬০৫৮৫০

✸ বসুন্ধরায় এম-ব্লকে ৭.৫ কাঠার ৫০´+২৫´-এর কর্নার প্লট এবং পূর্বাচলে ১ নং সেক্টরে ১০ কাঠার পূর্বমুখী প্লট বিক্রয় হবে। ০১৯৭৮১৬৭১৬৮, ০১৭৮৯৯০২৮১০। ডি-৬০৫৮০১

✸ বসুন্ধরা আ/এ ব্লক-পি, ৫ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট (৮২০০+) বিক্রয়। (বি.দ্র.) এখনো রেজিস্ট্রি হয়নি, আপাতত ফাইল টান্সফার হবে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে। ০১৭১৩-৪৭৮৫৬৮। ডি-৬০৫৭৯৭

✸ বসুন্ধরা ঢাকা, রাজউক প্ল্যান পাস করা, আই-ব্লক ৮ কাঠা # এল-ব্লক ৫ কাঠা দক্ষিণ # পিএক্সটেনশন ৩, ৪ ও ৫ কাঠা # সেক্টর-১ পূর্বাচল ৫ কাঠা দক্ষিণ কর্নার। ০১৭২৭৫২৫৫৮৫। ডি-৬০৫৭৯৪

✸ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি/ আফতাব নগর ও বনশ্রী সংলগ্ন বালি ভরাটকৃত রেডি প্লট এককালীন ও কিস্তিতে বুকিং চলছে। কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৭০৮-৪২৯৯৯৫। ডি-৬০৫৮১০

বিবিধ

✸ **পিস্তল ক্রয়-বিক্রয়:** নতুন শর্টগান রিভালবার, রাইফেল ক্রয়-বিক্রয় মেরামত। আহম্মদ ফায়ার আর্মস কোম্পানি। বাইতুল মোকাররম সুপারমার্কেট। ৯৫১৩৪৭৫, ০১৭১১-৫৩৪২৬৩। ডি-৬০৫৭৯৫

✸ **জয়েন্ট ভেঞ্চার:** বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় জে-ব্লক, এম-ব্লক-এ ৩, ৪, ৫ কাঠার প্লট জয়েন্ট ভেঞ্চার-এ বাড়ি করতে আগ্রহী সম্মানিত প্লট মালিকগণ যোগাযোগ করুন: ০১৭১৫৮৪৯৯৯৪। যাবু-৬০৫৮৩৮

✸ **ওমরাহ হজ্জ:** ওমরা হজ্জ প্যাকেজ অফার। ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও রমজানের প্যাকেজ বুকিং চলছে। অফার চলবে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত আইডিয়াল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, ঢাকা। ০১৭৩৭-১৫১০০০। ডি-৬০৫৭৮৬

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা ক্যাম্পাস, পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
এক্সচেঞ্জ: ৫৫০৬০০০০, সম্প্র: ৫০৯৯
website: www.bsmraau.edu.bd

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক ও ২০২৩-২০২৪ এবং ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৪ (চার) বছর মেয়াদী ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ও ২ (দুই) বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে নিম্নে বর্ণিত বিভাগসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে:

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা

১। অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ (স্নাতক): ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
- **বিএসসি ইন অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং**
- **বিএসসি ইন অ্যাভিওনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং**
- **বিএসসি ইন এয়ারক্রাফ্‌ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং (অ্যারোস্পেস)**
- **বিএসসি ইন এয়ারক্রাফ্‌ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং (অ্যাভিওনিক্স)**

ক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অথবা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে গ্রেড পদ্ধতিতে বিজ্ঞান বিভাগে (গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নসহ) ২০২১ বা ২০২২ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ পেয়েছেন এবং ২০২৩ বা ২০২৪ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট/সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০সহ উত্তীর্ণ হতে হবে অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

খ। ২০২০ সালের মে বা তার পরে GCE "O" লেভেল এবং ২০২৪ সালের নভেম্বর বা তার পূর্বে GCE "A" লেভেল পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রার্থী বিজ্ঞান বিভাগ হতে GCE "O" এবং GCE "A" লেভেল/সমমান পরীক্ষায় যথাক্রমে সর্বনিম্ন ৫টি এবং ২টি বিষয়ে অন্তত সর্বমোট ২৭.০০ পয়েন্ট প্রাপ্ত হয়েছেন (GCE "A" লেভেল পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে অবশ্যই গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন থাকতে হবে)।

গ। International Baccalaureate (IB)-এর কমপক্ষে ০৬টি বিষয়ে পাঠ্যক্রমের রেটিং (৭, ৬, ৫, ৪) অনুযায়ী মোট ৩০ পয়েন্ট প্রাপ্ত হয়েছেন (যে সকল বিষয়ে রেটিং ১, ২ বা ৩ প্রাপ্ত হয়েছেন, সেগুলো পয়েন্ট গণনার জন্য বিবেচিত হবে না।) তারা আবেদনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২। অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ (স্নাতকোত্তর): ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
- এমএসসি ইন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
- এমএসসি ইন স্পেস সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং

ক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে গ্রেড/বিভাগ/শ্রেণি/সিজিপিএ/জিপিএ পদ্ধতিতে বিজ্ঞান বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় পাসকৃত অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৪.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে গ্রেড/বিভাগ/শ্রেণি/সিজিপিএ/জিপিএ পদ্ধতিতে বিজ্ঞান বিভাগে (গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নসহ) উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় পাস অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ। উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৪.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় যেকোনো একটিতে প্রথম বিভাগ বা সমমানের জিপিএ অবশ্যই থাকতে হবে।

খ। সরকার ও ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগের যেকোনো বিষয়ে কমপক্ষে ০৪ (চার) বছরের স্নাতক ডিগ্রি (প্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি (অনার্স)/বিএসসি অ্যারোনটিক্স/*সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/ব্যাচেলর অব টেকনোলজি)। উল্লেখিত বিএসসি ডিগ্রিতে কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ অথবা ৪.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ২.৭৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

*** সংশ্লিষ্ট স্নাতক প্রকৌশল বিষয়সমূহ:**

	প্রোগ্রাম	বিষয়সমূহ
ক।	Master of Science in Satellite Communication Engineering (M. Sc Engg) Master of Satellite Communication Engineering (M. Engg)	EEE/ECE/ETE/CSE/ICE/ICT/ অ্যারোনটিক্যাল/ অ্যাভিওনিক্স/ মেকাট্রনিক্স/সফটওয়্যার/ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
খ।	Master of Scinece in Space Systems Engineering (M.Sc Engg) Master of Space Systems Engineering (M. Engg)	মেকানিক্যাল/অ্যারোস্পেস/ অ্যারোনটিক্যাল/IPE/ মেকাট্রনিক্স/অটোমোবাইল/ নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং/ বায়োমেডিক্যাল/ মেটারলজি/ নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং

যে সকল প্রার্থী সরকার ও ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি (অনার্স)/বিএসসি অ্যারোনটিক্স/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকৌশল সম্পর্কিত বিভাগ অন্যান্য বিষয়সমূহে স্নাতক ডিগ্রি রয়েছে, সে সকল প্রার্থীগণ দুই বছর মেয়াদী এমএসসি ইন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং {Master of Science in Satellite Communication Engineering (M.Sc Engg)/Master of Satellite Communication Engineering (M. Engg)} এবং এমএসসি ইন স্পেস সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং {Master of Science in Space Systems Engineering (M.Sc Engg)/Master of Space Systems Engineering (M. Engg)} প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে উল্লেখ্য যে, সে সকল শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের Board of Post Graduate Study and Research (BPGSR) কর্তৃক নির্ধারিত সম্পূরক (Prerequisites) নন-ক্রেডিট কোর্সসমূহ/ফাউন্ডেশন কোর্সসমূহ সম্পন্ন করতে হতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের BPGSR কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করবেন।

৩। অ্যাভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট অনুষদ (স্নাতকোত্তর): ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
- **এমবিএ ইন অ্যাভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট**

ক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সমমানের দেশি/বিদেশি বোর্ড থেকে গ্রেড/ বিভাগ/ শ্রেণি/সিজিপিএ/জিপিএ পদ্ধতিতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় পাসকৃত অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০ এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

খ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সমমানের দেশি/বিদেশি বোর্ড থেকে গ্রেড/ বিভাগ/ শ্রেণি/সিজিপিএ/জিপিএ পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় পাস অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

গ। সরকার ও ইউজিসি স্বীকৃত ও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোনো বিষয়ে কমপক্ষে ০৪ (চার) বছরের স্নাতক ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তরসহ ০৩ (তিন) বছরের স্নাতক ডিগ্রি। উল্লেখ্য, স্নাতক ডিগ্রিতে কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৪.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

ঘ। **চাকুরীর অভিজ্ঞতার বিবরণ:** অ্যাভিয়েশন সেক্টরে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাকে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে। MBA in Aviation Management প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদনপত্রের সাথে নিজ কর্মস্থলের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র জমাদান করতে হবে।

৪। অ্যাভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, রেগুলেশন্স অ্যান্ড সেফটি অনুষদ (স্নাতকোত্তর):
- এমএসসি ইন অ্যাভিয়েশন সেফটি অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন (২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষ)

ক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সমমূল্য দেশি/বিদেশি বোর্ড থেকে গ্রেড/বিভাগ/শ্রেণি/সিজিপিএ/জিপিএ পদ্ধতিতে বিজ্ঞান বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় পাসকৃত অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০ এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

এবং

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সমমূল্য দেশি/বিদেশি বোর্ড থেকে গ্রেড/বিভাগ/শ্রেণি/সিজিপিএ/জিপিএ পদ্ধতিতে বিজ্ঞান বিভাগে (গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নসহ) উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় পাস অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

খ। সরকার ও ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগের যেকোনো বিষয়ে কমপক্ষে ০৪ (চার) বছরের স্নাতক ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তরসহ ০৩ (তিন) বছরের স্নাতক ডিগ্রি/ প্রকৌশল বিভাগের যেকোনো বিষয়ে ০৪ (চার) বছরের বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে। উল্লেখিত বিএসসি ডিগ্রিতে কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ অথবা ৪.০০-এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

গ। **চাকুরীর অভিজ্ঞতার বিবরণ:** অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন/ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি/অ্যাভিয়েশন সেফটি এবং অ্যাভিয়েশন সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতাকে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

- এলএলএম ইন ইন্টারন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস 'ল' (২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ)

ক। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে বিভাগ/সিজিপিএ পদ্ধতিতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় পাসকৃত অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০ এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

এবং

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে বিভাগ/সিজিপিএ পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় পাস অথবা বিদেশি শিক্ষা বোর্ড থেকে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগ অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে ৫.০০ এর স্কেলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

খ। সরকার ও ইউজিসি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলবি (সম্মান) ডিগ্রি অথবা এলএলবি (পাস) ডিগ্রি অথবা অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে অ্যাভিয়েশন সেক্টরে কর্মরত LLB ছাড়াও যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী থাকতে হবে।

বিষয়	বিবরণ
ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি (স্নাতক)	**ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ:** ■ গণিত-(৪০), পদার্থবিজ্ঞান (৩০), রসায়ন (২০) ও ইংরেজি (১০)। ■ পরীক্ষার পদ্ধতি: নৈর্ব্যক্তিক (৬০) ও বর্ণনামূলক (৪০)। ■ সময়: ২ (দুই) ঘণ্টা।
ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি (স্নাতকোত্তর)	পরীক্ষার পদ্ধতি: নৈর্ব্যক্তিক (৬০) ও বর্ণনামূলক (৪০)। সময়: ২ (দুই) ঘণ্টা।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ	■ অনলাইন আবেদনের সময়সীমা: ১৮ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪। ■ যোগ্য প্রার্থীদের নামীয় তালিকা প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪। ■ Admit Card উত্তোলনের সময়সীমা: ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ সকাল ০৯:০০ ঘটিকা পর্যন্ত। ■ ভর্তি পরীক্ষা: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ক্লাস আরম্ভ: ২৬ জানুয়ারি ২০২৫।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়	২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে ১২.০০ ঘটিকা।
আবেদন ফি	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামসমূহে ভর্তির জন্য আবেদন ফরমের সর্বমোট ফি ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা টেলিটক সিমের মাধ্যমে জমা দিতে হবে (১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ রাত ১১.৫৯ ঘটিকার মধ্যে)।
আবেদনপদ্ধতি	আবেদনকারীকে বিস্তারিত ওয়েবসাইটে (http://bsmraau.teletalk.com.bd) এর মাধ্যমে ১৮ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে (www.bsmraau.edu.bd)
ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র	ভর্তি পরীক্ষা বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লালমনিরহাট ক্যাম্পাসে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে (ভর্তি আবেদন ফরম পূরণের সময় কেন্দ্র উল্লেখ করতে হবে)।
প্রোগ্রাম সম্পর্কিত তথ্যের জন্য	মোবাইল- ০১৭৬৯৯৯৫০৯৯ (সেকশন অফিসার)।
অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য	টেলিটক হটলাইন নম্বর ০১৫০০১২১১২১-৯, ই-মেইল vas@teletalk.com.bd এবং ভর্তিসংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মোবাইল নম্বর ০১৭৬৯৯৯৫০৯৯ ও ই-মেইল admission@bsmraau.edu.bd
বিশেষ দ্রষ্টব্য	প্রোগ্রাম ও ভর্তিসংক্রান্ত তথ্যের জন্য মোবাইল নম্বরসমূহ সকাল ০৯.০০ ঘটিকা হতে ১৭.০০ ঘটিকা পর্যন্ত চালু থাকবে।

IBA Institute of Business Administration

ADMISSION NOTICE

CXO Strategy Conclave

BACKGROUND

Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka has relaunched the five-day long training program– CXO Strategy Conclave for C-suite professionals working in the IT/ITeS industry and IT/ITeS professionals working in other non-government organizations.

This program runs with the support from Bangladesh Computer Council (BCC), ICT Division, Ministry of Posts, Telecommunication and Information Technology through the Enhancing Digital Governance & Economy (EDGE) project. In line with the 2030 Agenda for Sustainable Development and 8th Five-year plan and National ICT Policy, IBA has continuously been updating and upgrading the program to enhance the professional capacity of IT/ITeS personnel in the context of Industry 4.0.

At this stage, applications are invited for the new cohort of participants.

ELIGIBILITY CRITERIA

- A bachelor's degree in any field of education with a minimum second class (or equivalent CGPA);
- Minimum 10 (ten) years of executive-level working experience in the IT/ITeS industry or as IT/ITeS professional in other industry/ non-government organization after graduation and currently holding a C-suite position.
- For the founders of IT/ITES firms the length of experience and educational qualification may be relaxed.

CERTIFICATION

On successful completion of the course, participants will be awarded joint certificates issued by EDGE Project, BCC & IBA, University of Dhaka.

COURSE HIGHLIGHTS

- 30 contact hours, spread over 5 working days.
- This will be a two-week program. Sessions of the first two days (Sunday and Monday) in the first week will be held at IBA premises and sessions of last three days (Tuesday, Wednesday and Thursday) will be conducted in the following week at a residential venue near Dhaka city.

APPLICATION PROCESS

Eligible candidates are invited to submit their applications through https://cxo.iba-du.edu. Organizations can send a list of nominations to IBA electronically to mdp@iba-du.edu. The last date of application for next batches is Thursday, November 21, 2024.

Only shortlisted applicants will be called for the interview on a rolling basis.

Females are highly encouraged to apply.

RESOURCE PERSON

The classes will be conducted by distinguished faculty members of IBA, University of Dhaka, and industry leaders/experts.

COURSE FEE

The program is mostly subsidized by the Government of Bangladesh. However, the participants or their employers/sponsors will have to pay only BDT 10,000 (Ten thousand taka) as registration fees.

CONTACT

Management Development Program (MDP)
IBA, University of Dhaka
Website: www.iba-du.edu
Cell: +88-01766993390, +88-01726885329
E-mail: mdp@iba-du.edu

Supported by:

নতুন 'লারা ক্রফট'

অ্যামাজনের নতুন সিরিজে 'লারা ক্রফট' চরিত্রে দেখা যাবে সোফি টার্নারকে। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

'লাল মজলুম' আজ

আজ বিকেলে প্রদর্শিত হবে গণপরিবেশনা *লাল মজলুম*। বিকেল চারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের রাজু ভাস্কর্য থেকে শাহবাগ পর্যন্ত এই গণপরিবেশনা হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত স্মৃতি ফেরাতে এই আয়োজন। এর ভাবনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক শাহমান মৈশান। তিনি জানান, *লাল মজলুম* গণঅর্থায়নে নির্মিত একটি রাজপথ-গণপরিবেশনা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত স্মৃতিসহ গণমানুষের নির্যাতন, সংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি পুনঃসৃজন করতে এই পরিবেশনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। **বিনোদন প্রতিবেদক,** *ঢাকা*

আয়োজনের পোস্টার

৭০-এ অবসর

বিরতির পর ছয়টি সিনেমা নিয়ে ফিরছেন আমির খান। ইউটিউব চ্যানেল দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানান, জীবনে এই প্রথম একসঙ্গে ছয় প্রকল্প হাতে নিয়েছেন তিনি। এ-ও জানান, সম্ভবত ক্যারিয়ারের ১০ বছরের চক্রে প্রবেশ করেছেন তিনি। আমির জানান, *লাল সিং চাড্ডার* পর অভিনয় ছাড়তে চেয়েছিলেন। পরে যখন মন বদলান তখন চিন্তা করেন শেষ ১০ বছরে নিজের ছাপ রাখতে হবে। এ জন্যই একসঙ্গে ছয়টি প্রকল্প হাতে নেন। অভিনেতা জানান, ৭০ বছর বয়সে অভিনয় থেকে অবসর নিতে চান তিনি। **বিনোদন ডেস্ক**

আমির খান। ছবি : এএফপি

অন্য রূপে জয়া

দিল কা দরওয়াজা খোল না ডার্লিং ছবিতে অন্য রূপে আসতে চলেছেন জয়া বচ্চন। সম্প্রতি নির্মাতা বিকাশ বহেল পরিচালিত এই ছবির প্রথম পোস্টার প্রকাশ্যে এনে হইচই ফেলে দিয়েছেন। ছবির পোস্টারে একদম অন্য বেশে দেখা যাচ্ছে জয়া বচ্চনকে। এই রোমান্টিক কমেডি ছবিতে জুটি বেঁধে আসছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও ওয়ামিকা গাব্বি। ছবিটি ২০২৫ সালে মুক্তি পাবে।
প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

কিছু ভয় আর গা ছমছম

রিভিউ

পৃথা পারমিতা নাগ, *ঢাকা*

আট বা আশি—বয়স যা-ই হোক না কেন, ভূতের গল্প কে না ভালোবাসে। ইদানীং দুনিয়ার নানা প্রান্তে নানা কিসিমের হরর সিনেমা, সিরিজ হচ্ছে; তবে দেশি ভূত নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। এবার দেশি ভূতের গন্ধ নিয়ে অ্যান্থোলজি সিরিজ *আধুনিক বাংলা হোটেল* বানিয়েছেন কাজী আসাদ। *বোয়াল মাছের ঝোল, খাসির পায়া* ও *হাঁসের সালুন* মিলিয়ে তিন সপ্তাহে, তিন পর্বে এসেছে সিরিজটি। হ্যালোইন উপলক্ষে চরকিতে মুক্তি পাওয়া সিরিজটি তৈরি হয়েছে শরীফুল হাসানের গল্প অবলম্বনে। নাম শুনেই আন্দাজ করা যায় তিন পর্বের সঙ্গেই রয়েছে খাবারের যোগ। তো কেমন হলো 'দেশি ভূত'-এর রান্না?

বোয়াল মাছের ঝোল বোয়ালিয়া গ্রামের গল্প। বোয়ালিয়া গ্রাম বিখ্যাত বোয়াল মাছের জন্য। কথিত আছে, সেখানে নাকি মানুষের সাইজের বোয়াল মাছ পাওয়া যায়! এই গ্রামের ছেলে আজিজের বাড়িতে বেড়াতে আসেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আজিজের মায়ের হাতের বোয়াল মাছের ঝোল খাবার খুব শখ তাঁর। সেই বোয়াল মাছের ঝোল খেতে আসাই কি সবচেয়ে বড় ভুল ছিল তাঁর?

খাসির পায়া গল্পের পটভূমি শহুরে। ভিতু রফিক সাহেব ভয় পান বাসায় একা থাকতে। তাই কাজ শেষে সময় কাটাতে পার্কে হাঁটতে যান তিনি। সেখানে একটি ছোট্ট ছেলে এক অদ্ভুত আবদার করে, 'স্যার, দুইশোডা ট্যাকা দ্যান, খাসির পায়া খামু।' ছোট্ট ছেলের এই আবদারে পাত্তা দেন না রফিক সাহেব। এই আবদার না রাখে কী বিপদে পড়েছিলেন রফিক সাহেব? অন্যদিকে *হাঁসের সালুন*-এ পাগল পাগল চেহারার মজু মিয়া ঘুরে বেড়ায় ঘুঘুর ফাঁদ নিয়ে। আদপে এক ভয়ংকর খুনি সে। তবে প্রতিটি খুন করার পরেই তার দুটি জিনিস খাওয়ার শখ জাগে—একটি হাঁসের সালুন, অন্যটি খুনের চেয়েও ভয় ধরানো। শেষ পর্যন্ত কী হয় মজু মিয়ার? ঘুঘুর ফাঁদ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সে-ও কি অন্য কোনো ফাঁদে আটকে যায়? রোমাঞ্চকর তিনটি গল্পের পরিণতি জানা যায় *আধুনিক বাংলা হোটেল*-এ।

তিনটি পর্বেই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। তিনটি ভিন্ন চরিত্রে তাঁর দুর্দান্ত অভিনয় এই সিরিজের প্রধান রসদ। তাঁর অভিনয়, অভিব্যক্তি সিরিজটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। অনেক সাদামাটা দৃশ্য বা সংলাপ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে কেবল মোশারফের কারণে। সিরিজের আরেকটি বড় প্রাপ্তি গ্রাম। প্রথম পর্ব *বোয়াল মাছের ঝোল*-এ যেভাবে গ্রামীণ পরিবেশকে তুলে ধরা হয়েছে, তা স্মৃতিমেদুর ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দেবে। প্রথম দৃশ্যের সেই বিশাল বড় গাছের নিচে গাজী রাকায়েত যখন আনমনে বলে ওঠেন, 'শিখর ভুলে শিকড় ভজো', তখন এই গাছটাকেই একটা চরিত্র মনে হয়। ধীর চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ আর গল্পের পরিবেশই যেন গল্পে ভৌতিক আবহ ফুটিয়ে তোলে, নির্মাতা নজর দিয়েছেন সেদিকে। তাই এ গল্পে কোনো ভৌতিক সাউন্ড বা জাম্পস্কেয়ার ব্যবহার করেননি। এ পর্বে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম ও গাজী রাকায়েত। মাঝির সঙ্গে গাজী রাকায়েতের কথোপকথন বা শেষ দৃশ্যে মোশাররফ করিমের হাসি পর্বটি অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

***হাঁসের সালুন* পর্বে মোশাররফ করিম।** ছবি : চরকির সৌজন্যে

সিরিজে দেখা গেছে নিদ্রা নেহাকে।
ছবি : চরকির সৌজন্যে

খাসির পায়া সাউন্ড আর ভিএফএক্সের ব্যবহারে প্রথম দিকে বেশ ভালোই জমে উঠেছিল। তবে নির্মাতা শেষ পর্যন্ত সেটা ধরে রাখতে পারেননি। প্রথম পর্বে যেখানে গল্পটাই ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বের গল্প যেন বলাই হলো না ঠিকভাবে। তবে মোশাররফ করিমের অভিনয় অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়। তাঁর সঙ্গে মাত্র একটি সংলাপনির্ভর চরিত্রে খুদে অভিনেতা ফাহিমও দারুণ অভিনয় করেছেন।

তিন পর্বের সিরিজের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর পর্ব সম্ভবত *হাঁসের সালুন*। পাগলাটে চেহারার ধূর্ত দৃষ্টির মজু মিয়াকে মোশাররফের চেয়ে ভালো আর কে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন! এই পর্বে নির্মাতা আবার ফিরে গিয়েছিলেন গ্রামীণ পটভূমিতে। দায়িয়েন ড্যানির চিত্রগ্রহণ ছিল অসাধারণ। রংবেরঙের কাপড়, গান, মাটির চুলায় রান্না, গ্রামীণ পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই চলে এক ক্রমিক খুনির গল্প। এই পর্বে মোশাররফ করিমের সঙ্গে দারুণ অভিনয় করেছেন নিদ্রা নেহা। চরিত্র ছোট হলেও শিল্পী সরকার অপু, সালাউদ্দিন লাভলুর অভিনয়ও ছাপ রেখে গেছে। এ পর্বের সিরিয়াল কিলারের ভয় হার মানিয়েছে ভূতের ভয়কে।

পরিচালক হিসেবে প্রথম কাজ দিয়েই নজর কেড়েছেন কাজী আসাদ। এই সিরিজ কিন্তু আপনাকে ভয় পাওয়াবে না, পরিচালকের উদ্দেশ্যও সেটা ছিল না। তিনি চেয়েছেন আয়েশ করে একটা গল্প বলতে। এই সিরিজের অনেকে কিছুই আপনি আগেই অনুমান করতে পারবেন। তবে শেষটা জানা থাকলেও গল্প বলার লোভে পড়লে তো আর কিছুই মনে থাকে না। হিংসা, লোভ, আতঙ্ক, একাকিত্বের সঙ্গে ভয়ের উপাদান মিশিয়েছেন নির্মাতা; দেশি ভূতের 'রান্না' কি আর ভালো না হয়ে পারে!

'ঢাকা রেট্রো' কনসার্ট

গতকাল ঢাকার মাটিকাটা রোডের সেনা প্রাঙ্গণে আর্মি সেন্ট্রাল মিলনায়তনে আয়োজিত 'ঢাকা রেট্রো' শীর্ষক কনসার্টে গাইছে দলছুট। মাইলস, নগর বাউল, আর্ক ও দলছুটকে নিয়ে এই কনসার্ট আয়োজন করে ব্লু ব্রিক কমিউনিকেশন। ছবি : প্রথম আলো

বিনোদন ও সংস্কৃতিবিষয়ক অনুষ্ঠানসূচি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো এবং যাবতীয় যোগাযোগ এই ঠিকানায়
binodon@prothomalo.com

নতুন পরিচয়ে, নতুন লরেন্স

হলিউড

বিনোদন ডেস্ক

গত মাসেই জানা যায়, দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে চলেছেন জেনিফার লরেন্স। এর পর থেকেই অস্কারজয়ী অভিনেত্রীকে নিয়ে ভক্তদের কৌতূহল। অবশেষে দেখা মিলল ৩৪ বছর বয়সী অভিনেত্রীর। গত বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের হ্যামার মিউজিয়ামে হাজির হয়েছিলেন তিনি। উপলক্ষ তথ্যচিত্র *ব্রেড অ্যান্ড রোজেস*-এর প্রিমিয়ার। তথ্যচিত্রটির অন্যতম প্রযোজক তিনি।

এদিন লালগালিচায় বেবিবাম্প নিয়ে হাজির হয়েছিলেন লরেন্স। কালো কাঁধ খোলা গাউনে হাজির হওয়ার পর আলোকচিত্রীদের ভিড় ছিল তাঁকে ঘিরেই।

তালেবান ফেরার পর আফগানিস্তানে নারীদের অবস্থা নিয়ে নির্মিত হয়েছে তথ্যচিত্রটি। সাহরা মানি পরিচালিত তথ্যচিত্রটি লরেন্সের সঙ্গে প্রযোজনা করেছেন জাস্টিন কিয়ারস্কি ও নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই। ২২ নভেম্বর অ্যাপল টিভি প্লাসে মুক্তির আগে অল্প কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে তথ্যচিত্রটি। ২০২৩ সালে এটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের পর ব্যাপক প্রশংসিত হয়। গত বছর পিপল ডটকমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লরেন্স জানিয়েছিলেন, তথ্যচিত্রটি প্রযোজনা করতে তিনি 'বাধ্য' হয়েছেন। 'তালেবান ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশটিতে নারীদের সঙ্গে যা হয়েছে, সেটা মানতে পারছিলাম না। এসব খবর পড়তাম আর হতাশায় ডুবে যেতাম। কিছু একটা করতে চাইছিলাম। *ব্রেড অ্যান্ড রোজেস* সে সুযোগ করে দেয়,' বলেছিলেন লরেন্স।

সাহরা মানি আফগান নির্মাতা। এর আগে তিনি যৌন হয়রানির শিকার দুই নারীকে নিয়ে *আ থাউজেন্ড গার্লস লাইক মি* তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন। সেটা দেখেই লরেন্স ও জাস্টিন কিয়ারস্কি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হন। *ব্রেড অ্যান্ড রোজেস* নির্মিত হয়েছে তিন আফগান নারীর গল্প নিয়ে। বেশির ভাগ ফুটেজও তাঁদের ধারণ করা।

২০২২ সালে কজওয়ে সিনেমা দিয়ে প্রযোজনায় নাম লেখান লরেন্স, পরে করেছেন আরও কয়েকটি সিনেমা। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, সিনেমার পাশাপাশি নিয়মিতই নানা বিষয়ে তথ্যচিত্র প্রযোজনা করতে চান তিনি।

ব্রেড অ্যান্ড রোজেস-এর প্রিমিয়ারে বেবিবাম্প নিয়ে লালগালিচায় হাঁটেন জেনিফার লরেন্স। ছবি : এএফপি

“ কোন কারণে এই ট্রফি ট্যুর? সূচি ঘোষণা ছাড়াই ট্রফি ট্যুর একটা অদ্ভুত ব্যাপার।

মঈন খান
পিসিবি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ট্রফি ট্যুরের ঘোষণা দেওয়ার **পর পাকি**স্তানের সাবেক উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান

অন্তত একটি গোল চান কাবরেরা

বাংলাদেশ-মালদ্বীপ প্রীতি ম্যাচ

গোল পাচ্ছে না বাংলাদেশ। কোচের কণ্ঠেও হাহাকার। আজ মরিয়া হয়েই গোলের চেষ্টা করতে চায় বাংলাদেশ।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটায় গোল ছাড়া সবই করেছিল বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষের ওপর আধিপত্য, আক্রমণের ওপর আক্রমণ, গোলের সুযোগ তৈরি। কিন্তু আসল কাজটাই করতে পারেননি শেখ মোরছালিন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, রাকিব হোসেনরা। এমন কিছু অবশ্য নতুন নয় বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য। অতীতে অনেক ম্যাচেই এমন হয়েছে। ফরোয়ার্ডরা গোলের সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি, রক্ষণে হয়েছে বাজে ভুল, যার খেসারত দিতে হয়েছে ম্যাচ হেরে। এ বছরই সাতটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের গোলসংখ্যা মাত্র একটি—উদ্বিগ্ন হওয়ার মতোই পরিসংখ্যান! কোচ হাভিয়ের কাবরেরা মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে গোল করার ব্যর্থতাকে বলেছিলেন ‘দুঃখজনক’। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে স্প্যানিশ কোচ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে ‘অন্তত একটি গোল’ চান।

বুধবারের ম্যাচের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়াটাই স্বাভাবিক। খেলার শেষ বাঁশি বাজার পরপরই মাঠেই হতাশায় নুয়ে পড়েছিলেন বাংলাদেশের ফুটবলাররা। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল দলকে মানসিকভাবে চাঙা করতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল নিজেই উপস্থিত টিম হোটেলে। পুরো দলের সঙ্গে নাশতা করেছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি আর কীই-বা করতে পারেন! আসল কাজটা যে করতে হবে ফুটবলারদেরই।

ম্যাচে গোল করতে না পারলে শুধু ভালো খেলার যে অনেক সময় কোনো মূল্য থাকে না, সেটি ভালোভাবে বুঝতে পারছেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরাও। গতকাল বিকেলে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় অনুশীলন সেশনের পর কোচ কাবরেরার কণ্ঠেও যেন কিছুটা অসহায়ত্ব, ‘আগে ম্যাচে ফিনিশিংয়ের দুর্বলতা ছিল প্রবল। প্রচুর ক্রস পড়েছে মালদ্বীপের বক্সে। গোল করার মতো সুযোগ তৈরি হয়েছে বারবার। জানি না, কেন গোল করতে পারেনি দল।’

আজ মরিয়া হয়েই তাই গোলের চেষ্টা করতে চায় বাংলাদেশ। কাবরেরার কথা, ‘কাল (আজ) ম্যাচে প্রথম ম্যাচের মতোই আমরা আক্রমণে উঠতে চাই। গোলের সুযোগ তৈরি করতে চাই। আশা করি, এ ম্যাচে অন্তত একটি গোল করতে পারব।’

৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ হিসেবে চুক্তির মেয়াদ শেষ করবেন কাবরেরা। আজ মালদ্বীপের বিপক্ষে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটিই হয়তো এই মেয়াদে তাঁর শেষ ম্যাচ। চুক্তির মেয়াদ যদি বাড়ে, তাহলে হয়তো মার্চে গিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আবার বাংলাদেশ দলের ডাগআউটে দাঁড়াবেন তিনি। আর যদি এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ হয়, তাহলে কাবরেরা তো চাইবেনই অন্তত জয় দিয়ে যেন তাঁর শেষটা হয় বাংলাদেশে।

সে তুলনায় মালদ্বীপ দল অনেকটাই ফুরফুরে। বুধবার বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচটি ‘ঐতিহাসিক’ ছিল তাদের জন্য। বাংলাদেশকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের মাটিতে হারানো—আনন্দের বন্যা নাকি বয়ে গেছে মালদ্বীপে। দেশটির সংবাদমাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছে পুরো দল। যে ধরনের পরিস্থিতিতে দলটি বাংলাদেশে খেলতে এসেছে, সেই অবস্থায় বুধবারের জয়টা তাদের জন্য বড় ব্যাপারই। মালদ্বীপের কোচ মোহাম্মদ সুজাইন সেটিই বলেছেন *প্রথম আলোকে*, ‘আমরা এক বছর ধরে যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেই হিসেবে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে জয়টা বড় কিছুই। মালের সব বড় পত্রিকায় মালদ্বীপ দলকে নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। মালদ্বীপের সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে এ জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

সুজাইন আজকের ম্যাচ নিয়েও আশাবাদী, ‘আমরা এখানে জিততেই এসেছি। দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে চাই। বাংলাদেশের বিপক্ষে জেতার পর প্রশংসা যেমন পেয়েছি, হারলে কিন্তু মালদ্বীপে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়ব আমরা। মালদ্বীপের ফুটবলপ্রেমীরা বাংলাদেশের কাছে হার মেনে নিতে পারে না এখন।’

হারলে সমালোচনার মুখে পড়বে বাংলাদেশ দলও। মোরছালিন-রাকিবরা নিশ্চয়ই সেটাও খুব ভালো করে জানেন।

এ কী হলো—ফাউলের শিকার হয়ে এভাবেই রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা আর্জেন্টিনা অধিনায়ক মেসির, ব্রাজিলের ভিনিসিয়ুসের পেনাল্টি মিসের হতাশা। ছবি : এএফপি

দরিভালের আক্ষেপ, স্কালোনির ক্ষোভ

বিশ্বকাপ বাছাই

ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ড্র করে ভাগ্যকে সঙ্গে না পাওয়ার আক্ষেপ ব্রাজিল কোচের। আর্জেন্টিনার কোচ দুষছেন রেফারিকে।

খেলা ডেস্ক

উত্তেজিত হয়ে কারও দিকে আঙুল তুলে চেঁচাচ্ছেন—রিয়াল মাদ্রিদের সাদা কিংবা ব্রাজিলের হলুদ জার্সিতে হোক, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে মাঠে এমন রূপে মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। বাংলাদেশ সময় পরশু রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচে একই রূপে দেখা গেছে তাঁকে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর শুরু হওয়া আর্জেন্টিনা-প্যারাগুয়ে ম্যাচে আবার দেখা গেল একটি অপরিচিত দৃশ্য—লিওনেল মেসি রেফারির দিকে আঙুল তুলে শাসাচ্ছেন। দুটি দৃশ্যই অবশ্য বলে দিচ্ছে, দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দিনটি ভালো যায়নি ভিনিসিয়ুস ও মেসিদের। ব্রাজিল তবু রাফিনিয়ার গোলে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ১-১ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে, মেসির আর্জেন্টিনা তো প্যারাগুয়ের মাঠ থেকে ফিরেছে ২-১ গোলে হেরে।

ব্রাজিলিয়ান রেফারি অ্যান্ডারসন দারোঙ্কোর ওপর মেসির এভাবে ক্ষোভ ঝাড়ার কারণও আছে। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে তাঁর একটি আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে খুব বাজেভাবে ফাউল করেন প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডার আলদেরেতে। রেফারি শুধু ফাউল দেন, কার্ড দেখাননি। ৩৩ মিনিটে আরেকটি ফাউলের জন্য অবশ্য হলুদ কার্ড দেখেছিলেন আলদেরেতে। পরে আলদেরেতের ৪৭ মিনিটের গোলেই হেরেছে আর্জেন্টিনা। অথচ মেসিকে ফাউল করার পর হলুদ কার্ড দেখালে তাঁকে লাল কার্ড দেখে মাঠই ছাড়তে হতো। এর আগে লাওতারো মার্তিনেজের ১১ মিনিটের গোলটি ১৯ মিনিটে শোধ দেন প্যারাগুয়ের আন্তোনিও সানাব্রিয়া।

ম্যাচ শেষে রেফারিং নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি রেফারির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ‘অনেক কিছুই বলতে পারি...কিন্তু সেগুলোকে অর্থহীন আর অজুহাত মনে হবে। তাই এসব না বলাই ভালো। মাঠে কী ঘটেছে, আমরা সবাই দেখেছি।’ আর্জেন্টিনার কোচ এরপর যোগ করেন, ‘এসব (রেফারিং নিয়ে অভিযোগ) অজুহাতের মতো শোনায় এবং লোকেও অন্যভাবে দেখে। তাই এসব পেছনে ফেলে আসাই ভালো।’

ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুসের যেন দুর্ভাগ্য সঙ্গী হয়েছে শুরু থেকেই। প্রথমার্ধের শুরুর দিকে ভেনেজুয়েলার তিনজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া ভিনিসিয়ুসের শট লাগে পোস্টে। তবে ৪৩ মিনিটে রাফিনিয়ার দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। ভেনেজুয়েলার গোল শোধ করতে বেশি সময় লাগেনি। ৪৬ মিনিটেই সমতায় ফেরে তারা। এরপর দলকে জয়সূচক গোল এনে দেওয়ার দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন ভিনি। কিন্তু ৬৩ মিনিটে তাঁর পেনাল্টি শট ফিরিয়ে দেন ভেনেজুয়েলার গোলকিপার। ফিরতি শটেও গোল করতে পারেননি তিনি। ৮৯ মিনিটে ভেনেজুয়েলা ১০ জনের দল হয়ে গেলেও ব্রাজিল গোল পায়নি।

ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিলের কোচ দরিভাল জুনিয়র দুষলেন ভাগ্যকে, ‘ব্রাজিল এই ম্যাচে যেমন খেলেছে, আমাদের আসলে আরেকটু ভাগ্যের সহায়তা দরকার ছিল...আমরা যেমন খেলেছি, আমি খুশি। আশা করছি, আমরা উন্নতি করতে থাকব।’ গোলদাতা রাফিনিয়া বলেছেন, ‘এই ম্যাচে আমাদের জয় প্রাপ্য ছিল। কিন্তু আমরা প্রতিপক্ষের মাঠে খেলেছি। ঘরের মাঠে পরের ম্যাচটি জয়ের জন্য আমরা কঠিন পরিশ্রম করব।’

এ ড্রয়ের পর ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে ব্রাজিল। শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনার পয়েন্ট সমান ম্যাচে ২২। ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে কলম্বিয়া।

একনজরে

ভেনেজুয়েলা ১ : ১ ব্রাজিল
প্যারাগুয়ে ২ : ১ আর্জেন্টিনা
ইকুয়েডর ৪ : ০ বলিভিয়া
উরুগুয়ে ১ : ২ কলম্বিয়া
পেরু ০ : ৩ চিলি

নেশনস লিগ

ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেওয়া গোলের পর সতীর্থদের নিয়ে ওয়াটকিনসের উদ্‌যাপন। নেশনস লিগে গ্রিসের মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছে তাঁর দল। বেলজিয়ামের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছে ইতালি। ইসরায়েলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ফ্রান্স।
ছবি : এএফপি

অসন্তোষ, বিতর্ক, অচেনা মুখ

নয়টি ক্রীড়া ফেডারেশনের বর্তমান নির্বাহী কমিটি ভেঙে দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। পরশু হকি, অ্যাথলেটিকস, দাবা, কাবাডি, ব্রিজ, স্কোয়াশ, টেনিস, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার ও বাস্কেটবলে অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এসব কমিটির সদস্যসংখ্যা ১৪ থেকে ১৯ পর্যন্ত। কেমন হলো ৯ ফেডারেশনের নতুন নেতৃত্ব?

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দাবায় ‘প্রহসন’

সাবেক সচিব সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহমেদ হয়েছেন দাবা ফেডারেশনের সভাপতি। দাবা ফেডারেশনের সদস্য, সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের পাঁচ গ্র্যান্ডমাস্টারের চারজনই হয়েছেন সুজাউদ্দিন দাবা ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন। তবে ৭৭ বছর বয়সে তাঁকে এই দায়িত্বে আনা ঠিক হয়নি বলছেন উপমহাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ, ‘অতীতে দেখেছি তিনি খেলোয়াড়দের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেন। এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত, ক্ষমতাহীন। আমি, রানী আপা সার্চ কমিটিকে বলেছিলাম সুজা ভাইকে সভাপতি না করতে। তাঁকেই করা হয়েছে। সুজা ভাই যে কমিটি দিয়েছেন, সেটাই পাস হয়েছে। তাহলে সংস্কারটা কোথায় হলো? যা হয়েছে, আমি বলব প্রহসন।’

এদিকে নিয়াজের অভিযোগ সঠিক নয় বলেছেন সুজাউদ্দিন। তিনি বলেন, তিনি কোনো কমিটি দেননি। তবে গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীব কমিটি নিয়ে খুশি, ‘যেমন কমিটি চেয়েছিলাম, তেমনই হয়েছে।’ আন্তর্জাতিক মাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিলের অবশ্য ভিন্নমত, ‘কমিটির অনেককেই চিনি না, তাঁরা দাবার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। তাঁদের কেন আনা হলো, কে আনল, কিছুই বুঝলাম না।’ নাজনিন ইসলামের নাম উল্লেখ করে নিয়াজ বলেন, ‘এই নামের একজনকে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়েছে। তাঁর নামের পাশে লেখা চেয়ারম্যান রিয়ান মনি সোসাইটি, দাবা অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁকে কখনো দেখিনি, চিনিও না। কোষাধ্যক্ষ সম্পর্কেও জানি না।’ সভাপতি সুজাউদ্দিনও *প্রথম আলোকে* বলেছেন, নাজনিন ইসলামসহ কমিটির পাঁচজনকে তিনিও চেনেন না। নাজনিনের নাম সার্চ কমিটির তালিকায় ছিল না বলে জানিয়েছেন কমিটির এক সদস্য।

অ্যাথলেটিকসে সেই শাহ আলম

অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে ফিরেছেন শাহ আলম। অতীতে দুই মেয়াদে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মসহ নানা অভিযোগ উঠেছিল। তবে সাবেক অ্যাথলেট শাহ আলম আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক বলেছেন।

অ্যাথলেটিকসের কমিটি নিয়ে আছে নানা অসন্তোষ। সহসভাপতি ইকবাল হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক মিজানুর রহমান, কিতাব আলীসহ কয়েকজনকে নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ। কোষাধ্যক্ষ ড. সাব্বির আহমেদ খান সেভাবে পরিচিত নন। মজার ব্যাপার, অ্যাথলেটিকসে দুই ভাইকে সদস্য করা হয়েছে। মজিবুর রহমান মল্লিক ও এম এম নজির আহমেদ। সার্চ কমিটির তালিকায় নাকি নজিরের নাম ছিল না। ১৯ সদস্যের অ্যাথলেটিকসের কমিটিতে সদস্য করা হয়েছে দেশের বর্তমান দ্রুততম মানবী শিরিন আক্তারকে, যা কিনা নজিরবিহীন। তাঁকে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হিসেবে রাখা হয়েছে। ব্রিজে বুয়েটের একজন, বাস্কেটবলেও আছেন একজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি। শিক্ষার্থী প্রতিনিধি বাকিগুলোতে নেই কেন, প্রশ্ন আসছে।

হকিতে অসন্তোষ

ফেডারেশনগুলোর কমিটিতে বেশ কিছু অচেনা মুখ আছে। হকির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসানকে এ অঙ্গনের অনেকেই দেখেননি। জাতীয় হকি দলের সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ মামুন উর রশিদ যেমন বলেন, ‘তাঁর নাম আগে কখনো শুনিনি, ওনাকে দেখিওনি।’ রিয়াজুল সেনা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। একসময় হকি খেলেছেন। হকির এই কমিটিতে ক্লাব-জেলার প্রতিনিধিত্ব সেভাবে নেই। মোহামেডান, উষার কেউ জায়গা পাননি। ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে ক্লাব খেলতে আগ্রহী হবে কি না, প্রশ্ন তুলছেন হকি সংশ্লিষ্টরাই।

কাবাডিতে বদল কোথায়

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কাবাডি ফেডারেশন ছিল ‘পুলিশ ফেডারেশন’। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও একজন যুগ্ম সম্পাদক তিনজনই ছিলেন পুলিশ। নতুন কমিটিতে তিনজনের দুজন পুলিশ। সভাপতি পদে বরাবরের মতো আইজিপিই। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বিদায়ী কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নেওয়াজ সোহাগ। কাবাডির সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা বেশি দিনের নয়। বিদায়ী কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল হক অ্যাডহক কমিটিতেও একই পদে আছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংগঠক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘কাবাডিতে সংস্কারের নামে আসলে কিছুই হয়নি।’

সার্চ কমিটির প্রস্তাবে অনেক সংযোজন

সার্চ কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন, তাঁরা যে নামগুলো সরকারকে প্রস্তাব করেছেন, তা থেকে ৮০ ভাগ রাখা হয়েছে। ২০ ভাগ যোগ-বিয়োগ করেছে সরকার। সূত্র জানিয়েছে, সার্চ কমিটির দেওয়া ব্রিজ ও কাবাডির সভাপতি বদল হয়েছে। সার্চ কমিটির প্রস্তাবনা থেকে একজন সাধারণ সম্পাদক বাদ পড়েছেন। কিছু নাম মন্ত্রণালয় সংযোজন করেছে। শেষ দিকে অনেক নাটকীয়তা, তদবির হয়েছে বলে জানা গেছে।

নেই কোনো মেয়াদ

অ্যাডহক কমিটির প্রজ্ঞাপনে এনএসসি এত দিন জানিয়ে দিত, তিন মাস বা ‘যথাশীঘ্রই সম্ভব’ নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু ঘোষিত ৯টি ফেডারেশনের প্রজ্ঞাপনে তেমন কথাই নেই। নতুন নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত সম্ভবত অ্যাডহক কমিটিই ফেডারেশন চালাবে। ফেডারেশনের নির্বাচনে ভোটার হয় ঢাকার ক্লাব, বিভিন্ন সংস্থা ও জেলা। কিন্তু ৫ আগস্ট দেশে রাজনৈতিক বদলের পর জেলা ক্রীড়া সংস্থাগুলো সরকার ভেঙে দিয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা গঠিত হওয়ার পর জেলা থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি আসবে ফেডারেশনের নির্বাচনে ভোট দিতে বা প্রার্থী হতে। প্রক্রিয়াটা সময় সাপেক্ষই মনে হচ্ছে। ফলে অ্যাডহক কমিটি ঠিক কত দিন থাকবে, কবে নির্বাচিত কমিটি আসবে, বলা ভীষণ কঠিন।

নতুন সমন্বয়ের খোঁজে বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ইংল্যান্ড দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর এখনো শেষ হয়নি। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের পর এখন চলছে দুই দলের পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এর মধ্যেই বাংলাদেশ দল ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছে গেছে। এক মাস দীর্ঘ সফরের শুরুটা হবে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে। সিরিজে ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-টোয়েন্টিও আছে। অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে ২২ নভেম্বর শুরু হবে দুই দলের প্রথম টেস্ট, জ্যামাইকার স্যাবাইনা পার্কে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ৩০ নভেম্বর থেকে।

তার আগে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল রাত ৮টা থেকে অ্যান্টিগার কুলিজ ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড একাদশের বিপক্ষে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। অ্যান্টিগার এ মাঠে এর আগেও খেলেছেন মিরাজ-মুমিনুলরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাংলাদেশ দল সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলেছিল ২০২২ সালে। সেবারও এ মাঠে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে সিরিজ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। প্রস্তুতি ম্যাচের আগে এখন পর্যন্ত দুই দিন অ্যান্টিগার ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের একাডেমিতে অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ দল।

দুই দলের পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী প্রস্তুতি ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল চার দিনের (১৫ থেকে ১৯ নভেম্বর)। কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের কারণে ম্যাচটি ছোট হয়ে আসে দুই দিনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে নতুন সমন্বয় নিয়ে খেলতে নামার আগে এই দুটি দিনই পাচ্ছে বাংলাদেশ দল। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন ও মুশফিকুর রহিমের চোটের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলা হচ্ছে না। আফগানিস্তান সিরিজ থেকে নাজমুল ভুগছেন কুঁচকির চোটে। একই সিরিজে মুশফিক আঙুলে চোট পেয়েছেন।

নাজমুলের না থাকা মানেই ৩ নম্বরে নতুন কাউকে সুযোগ দিতে হবে। মুশফিক না থাকায় মিডল অর্ডারেও পরিবর্তন আসবে। দুজনের বিকল্প হিসেবে শেষ মুহূর্তে দলে ডাকা হয়েছে শাহাদাত হোসেন ও মাহিদুল ইসলামকে। দুজনেরই ভিসা পেতে দেরি হয়েছে। যে কারণে দুজনই এক দিন পর দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। প্রস্তুতি ম্যাচে দুজন কোথায় ব্যাটিং করেন, সেটিই দেখার বিষয়। এ ম্যাচ দিয়ে লাল বলের ক্রিকেটে ফিরবেন তাসকিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট সিরিজের দলে ছিলেন না দুজনের কেউই। আবারও লাল বলের ক্রিকেটে ফেরার আগে দুজনই চাইবেন কিছু ওভার বোলিং করে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে।

ছোট পর্দায় আজ

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল *টি স্পোর্টস*	
বাংলাদেশ-মালদ্বীপ	সন্ধ্যা ৬টা
জাতীয় ক্রিকেট লিগ *বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল*	
ঢাকা-খুলনা	সকাল ১০টা
চট্টগ্রাম-রাজশাহী	সকাল ১০টা
রংপুর-বরিশাল	সকাল ১০টা
সিলেট-ঢাকা মহানগর	সকাল ১০টা
মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*	
স্ট্রাইকার্স-হারিকেন্স	সকাল ১০-৩০ মি.
২য় টি-টোয়েন্টি *স্টার স্পোর্টস ১, পিটিভি স্পোর্টস*	
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান	দুপুর ২টা
উয়েফা নেশনস লিগ *সনি স্পোর্টস টেন ২*	
আজারবাইজান-এস্তোনিয়া	রাত ৮টা
তুরস্ক-ওয়েলস	রাত ১১টা
উয়েফা নেশনস লিগ রাত ১-৪৫ মি.	
জার্মানি-বসনিয়া	*সনি স্পোর্টস টেন ২*
নেদারল্যান্ডস-হাঙ্গেরি	*সনি স্পোর্টস টেন ১*
সুইডেন-স্লোভেনিয়া	*সনি স্পোর্টস টেন ৩*
সুইডেন-স্লোভাকিয়া	*সনি লিভ*
আলবেনিয়া-চেক প্রজাতন্ত্র	*সনি লিভ*
টেনিস : এটিপি ফাইনালস রাত ১-৩০ মি.	
ফাইনাল	*সনি স্পোর্টস টেন ৫*

টেস্ট থেকে অবসরের ঘোষণা সাউদির

খেলা ডেস্ক

১৬ বছরের টেস্ট ক্যারিয়ার। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১০০ টেস্ট খেলা ছয় ক্রিকেটারের একজন তিনি। লম্বা সেই ক্যারিয়ারকেই বিদায় বলতে যাচ্ছেন টিম সাউদি। অভিজ্ঞ এই পেসার জানিয়েছেন, আগামী মাসে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হ্যামিল্টন টেস্টই এই সংস্করণে তাঁর শেষ ম্যাচ। শেষ টেস্ট খেলার মধ্য দিয়ে একটি চক্রও পূরণ হতে যাচ্ছে সাউদির। ২০০৮ সালের মার্চে নেপিয়ারে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই যে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর।

এ মাসে তিন টেস্টের সিরিজ খেলতে নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে ইংল্যান্ড। ক্রাইস্টচার্চ ও ওয়েলিংটন হয়ে হ্যামিল্টনে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর। এই ম্যাচ দিয়ে অবসরে যাওয়ার ঘোষণা দিতে গিয়ে সাউদি বলেছেন, ‘বড় হয়েছি নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলার স্বপ্ন নিয়ে। এরপর ব্ল্যাক ক্যাপসদের হয়ে ১৮ বছর (আসলে ১৬ বছর) খেলে যাওয়া আমার জন্য বড় সম্মানের। তবে যে খেলাটা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, সেটা থেকে সরে যাওয়ার এখনই সঠিক সময়। আমার হৃদয়ে টেস্টের জন্য বিশেষ স্থান আছে। যাদের বিপক্ষে এই লম্বা যাত্রার শুরুটা হয়েছিল, তাদের বিপক্ষেই এত বড় একটা সিরিজ এবং যে তিনটা মাঠ আমার কাছে অবিশ্বাস্য রকমের বিশেষ, সেখানে খেলতে পারাটা আমার ক্যারিয়ারের সমাপ্তির জন্য দারুণ মানানসই।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টেস্টে ন্যূনতম ৩০০, ওয়ানডেতে ২০০ ও টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেট নেওয়া একমাত্র বোলার টিম সাউদি।

জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে পর্যায়ক্রমে সরে আসার দাবিতে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের অনুষ্ঠানস্থলে অধিকারকর্মীদের বিক্ষোভ। গতকাল আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে। ছবি : এএফপি

কত তহবিল পাওয়া যাবে, সুরাহা হয়নি

- প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের অর্থ নিয়ে ২২ নভেম্বরের পরও দর-কষাকষি হতে পারে।
- ১ হাজার ১৪৫টি পাবলিক লিস্টেড প্রতিষ্ঠান 'নেট জিরো' প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি।

বিশ্বনেতারা বাকু ছাড়ার পর বিক্ষোভের অনুমতি পেলেন পরিবেশ আন্দোলনকারীরা। অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ।

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাকু, আজারবাইজান*

আজারবাইজানের বাকুতে আগত বিশ্বনেতারা ফিরে গেছেন যে যাঁর দেশে। দূষণ রোধে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে দর-কষাকষি চালাচ্ছেন পরিবেশের জন্য নিবেদিত মানুষেরা। প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে কত অর্থ পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত নিশ্চয়তা পাওয়ার কোনো ইতিবাচক লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে করা হচ্ছে, ২২ নভেম্বরের পরও হয়তো আরও দু-এক দিন এই দর-কষাকষি চলবে।

প্রশ্ন এখন এটাই। সম্মেলন যেমন চলার, তেমন চলছে। দাবিদাওয়া যার যা জানানোর কথা, তা-ও জানানো হচ্ছে। কিন্তু আদৌ কি অর্থায়নের কোনো সুরাহা হবে? সম্মেলনের মাঝপথে এখনো তার কোনো ইঙ্গিত নেই। পরিবেশ নিয়ে বিক্ষোভকারীরা তাঁদের মতপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেই সুযোগ কারও টনক নড়াতে পারেনি। আগেও নয়, এবারও না।

উষ্ণতা রোধে বিশ্বের বৃহত্তম ২ হাজার পাবলিক লিস্টেড কোম্পানির মধ্যে ১ হাজার ১৪৫টি গত বছর স্বেচ্ছায় 'নেট জিরো' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অথচ ২০২৩ সালের জুন থেকে এ পর্যন্ত কার্বন নির্গমনের পরিমাণ শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই হারে তাপমান বাড়তে থাকলে আগামী ৫০ থেকে ৭৫ বছরের মধ্যে গোটা মালদ্বীপ ও সুন্দরবন সমুদ্রের তলায় চলে যাবে। ঢাকা জেগে থাকবে দ্বীপের মতো। সম্মেলনে এসবের কোনো সুরাহা নেই।

দূষণ ছড়ানোর যারা ওস্তাদ সেই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ফ্রান্স বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাকুকে কেন গুরুত্ব দিল না, বোঝা যাচ্ছে না। ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্র শিষ্য আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মিলেই গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার কথা শুনিয়ে রেখেছেন। বিস্ময় এখানেও। আর্জেন্টিনার তো দূষণ রোধে টাকা পাওয়ার কথা। যেমন টাকা পাওয়ার কথা ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ারও। দাতাদের অনাগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু গ্রহীতাদের মধ্যে কেন এত অনাগ্রহ? ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার সরকারপ্রধানেরা কেন অনুপস্থিত?

বাকুতে জড়ো হওয়া পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের কাছে এখনো এই হেঁয়ালির উত্তর নেই। তাই বলে তাঁরা হতোদ্যম নন। অভিনব সব বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে ভয় ও আতঙ্কের অনাগত ভবিষ্যতের ছবি তাঁরা এঁকে চলেছেন।

এবার পরিবেশ আন্দোলনকারীরা গত পাঁচ দিন সম্মেলনস্থল বা এর আশপাশে বিক্ষোভ করতে পারেননি। বোধ করি, এ কারণে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ 'স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও নিপীড়ক' বলে বাকুতে জলবায়ু সম্মেলনে আসতে চাননি সুইডিশ পরিবেশ আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। তিনি এ কথাও বলেছিলেন, আজারবাইজানকে এই সম্মেলনের আয়োজন করতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।

আলিয়েভকে যে যে বিশেষণে থুনবার্গ ভূষিত করেছেন, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ খুব একটা যে নেই, সেই প্রমাণ পাওয়া গেল গতকাল। কেননা সম্মেলনের পঞ্চম দিনে বিশ্বনেতারা বাকু ছেড়ে যাওয়ার পর পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের বিক্ষোভ দেখানোর অনুমতি তিনি দিয়েছেন। এত দিন ধরে গন্ডা গন্ডা সংগঠন বিক্ষোভ কর্মসূচির অনুমতি পেতে মাথা কুটে মরলেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন অনড়।

সেই অবসরে বিভিন্ন সংগঠন তাদের মতো করে গতকাল বাকু অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ দেখাল। এই স্টেডিয়াম চত্বরের ধারেকাছে এত দিন ভিড়তে দেওয়া হয়নি কোনো পরিবেশকর্মীকে। গতকাল সরকারিভাবে অনুমতি মেলায় বহুবর্ণে সজ্জিত পরিবেশকর্মীরা ব্যানার, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে সম্মেলনের মূল জায়গায় নেচেগেয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। কেউবা নিয়ে এসেছিলেন কাগজের তৈরি প্রকাণ্ড সাপ, প্রকৃতিকে রক্ষা করা কেন দরকার তা বোঝাতে। কেউ কেউ বড় বড় পোস্টার সাজিয়ে নীরবে বসে থেকেছেন। সেই সব পোস্টারে জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষতিকর প্রভাবের কাহিনি বিধৃত।

আজারবাইজানের শাসকের অবশ্য এতে কিছুই যায়-আসে না। এ জন্যই এই সম্মেলনের শুরুতে জাতিসংঘের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও গুতেরেসের সামনেই বিরুদ্ধপক্ষকে সতর্ক করে শুনিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে তেলের দেশের বাদশাহ বলে গালমন্দ করার কিছু নেই। কেননা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি তেল যে দেশ উৎপন্ন করে (যুক্তরাষ্ট্র), আজারবাইজানের উৎপাদন তার ৩০ ভাগের কম। তা ছাড়া তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস তিনি সৃষ্টি করেননি। সেটা ঈশ্বরের দান।

বিতর্ক এখানেই থেমে থাকেনি। সম্মেলন চলাকালে ইলহাম আলিয়েভ ফ্রান্সকে একহাত নেন এই বলে যে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তাদের যে উপনিবেশগুলো রয়েছে, সেখানকার পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের গলা তারা টিপে চুপ করিয়ে রেখেছে। সম্মেলন চলাকালে এমন মন্তব্য আলিয়েভ কেন করলেন, তা নিয়ে চলছে জল্পনা। কেননা ওই মন্তব্যের পরই ফ্রান্স এই সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাতে ইলহামের কিছু যায় আসেনি। কেননা সম্মেলন করাটাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সে ক্ষেত্রে তিনি সফল।

পোষ্য কোটা বাতিলের দাবি

উপাচার্যের আশ্বাসে অনশন ভাঙলেন রাবি শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে আমরণ অনশনরত শিক্ষার্থীরা অনশন ভেঙেছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা একটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীবের আশ্বাসে তাঁরা জুস ও বিস্কুট খেয়ে অনশন ভাঙেন।

এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শামসুজ্জোহা চত্বরে আমরণ অনশন শুরু করেন তিনজন শিক্ষার্থী। সেখানে অন্তত নয়জন শিক্ষার্থী সারা রাত অবস্থান করেন। ওই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে গতকাল সকালে আবার বেশ কিছু শিক্ষার্থী অনশনে অংশ নেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান, প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমানসহ প্রশাসনের কয়েকজন কর্তাব্যক্তি কয়েক দফা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন। তবে শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবির বিষয়ে অনড় থাকেন। এরপর বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে—উপাচার্যের এমন আশ্বাসে শিক্ষার্থীরা অনশন ভাঙেন।

উপাচার্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর সব জায়গায় সংস্কার ও নতুন করে চিন্তা করার দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। নতুন বাস্তবতায় কোটা রাখার সুযোগ নেই। সর্বোচ্চ সহানুভূতি ও বিবেচনা দিয়ে একটা রিভিউ (পর্যালোচনা) কমিটি তোমাদের সঙ্গে বসবে।' উপাচার্য আরও বলেন, 'কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা একেবারে নিম্ন আয়ের, যদি সুযোগ থাকে (তাঁদের জন্য কোটা রাখা)—এসব বিষয়ও উঠে আসবে আলোচনায়।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ আন্দোলন মঞ্চের সদস্যসচিব আমানুল্লাহ আমান বলেন, 'উপাচার্যসহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, একটা রিভিউ কমিটি আমাদের সঙ্গে বসে সোমবারের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন। সেই সিদ্ধান্ত যদি আমাদের পক্ষে না যায়, তাহলে আমরা আবারও আন্দোলনে বসব।'

ছুটির দিনেও রাজধানীর বায়ু ছিল অস্বাস্থ্যকর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর বায়ুদূষণের বড় উৎস যানবাহন ও কলকারখানার ধোঁয়া। সাধারণত সাপ্তাহিক ছুটির দিনে যানবাহন কম চলে। আবার অনেক কলকারখানা বন্ধ থাকে। তাই এদিন বায়ুর মান তুলনামূলক ভালো হওয়ার কথা। অথচ গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনেও ঢাকার বায়ু ছিল 'অস্বাস্থ্যকর' থেকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ের।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের বাতাসের মানসূচকে গতকাল সকালে ঢাকার বায়ুমানের স্কোর ছিল ২৫৫, যা খুব অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত। সে সময় বিশ্বের নগরগুলোর মধ্যে দূষণে ঢাকার অবস্থান ছিল তৃতীয়। গতকাল রাত আটটায় বিশ্বের ১২১টি শহরের মধ্যে ঢাকার এ স্কোর ছিল ১৯১, যা অস্বাস্থ্যকর হিসেবে ধরা হয়, অবস্থান ছিল পঞ্চম। এর আগে গত মঙ্গলবার থেকে টানা তিন দিন ঢাকার বায়ু ছিল অস্বাস্থ্যকর।

ঢাকার বায়ুদূষণের প্রধান উপাদান হলো অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা বা পিএম ২ দশমিক ৫। গতকাল সকালে এখানকার বাতাসে এটির উপস্থিতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানমাত্রার চেয়ে ৩৪ শতাংশ ও রাতে প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি ছিল।

গতকাল সকাল ও রাতে বায়ুদূষণে বিশ্বে প্রথম অবস্থানে ছিল পাকিস্তানের লাহোর। সকাল ও রাতে যথাক্রমে এর স্কোর ছিল ৭৩২ ও ৬৭৮। দ্বিতীয় স্থানে ছিল ভারতের দিল্লি, সকালে ও রাতে এর স্কোর ছিল ৬৪৯ ও ২৫৪।

আইকিউএয়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী, ৫১ থেকে ১০০ স্কোরের বাতাসকে 'মাঝারি' মানের, ১০১ থেকে ১৫০-কে 'সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর', ১৫১ থেকে ২০০-কে অস্বাস্থ্যকর, ২০১ থেকে ৩০০-কে খুবই অস্বাস্থ্যকর ও ৩০১ থেকে ওপরের দিকের স্কোরের বাতাসকে 'দুর্যোগপূর্ণ' বা 'ঝুঁকিপূর্ণ' ধরা হয়। দূষিত বায়ু থেকে রক্ষা পেতে ঘরের বাইরে অবশ্যই মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রতীক

ইতিহাসের অম্লান তরুণ আবু সাঈদকে নিয়ে এই অনবদ্য চিত্রকলা অঙ্কন করেছেন শিল্পী শহীদ কবির। শিল্পকর্মটির নাম 'উন্নত মম শির'।

বীর আবু সাঈদ এলেন শিল্পকর্মে

আশীষ-উর-রহমান, *ঢাকা*

কিছু কিছু ঘটনা, নাম, কিছু দৃশ্য সময়কে ছাপিয়ে চিরন্তন হয়ে ওঠে। কেবল স্মরণ করা মাত্র বা একঝলক দেখাতেও যুগের পর যুগ ধরে মানুষ তা চিনতে ও মনে করতে পারেন। যেমন আসাদ, মতিউর বা 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লেখা নূর হোসেনের ছবি দেখলেই সংশ্লিষ্ট ঘটনা, ইতিহাস গণমানুষের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

গত জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে এমনই কিছু কালজয়ী দৃশ্য রচনা করেছেন অকুতোভয়, প্রতিবাদী জনতা। তেমনই এক ছবি দুই হাত প্রসারিত করে বুক টান করে দাঁড়ানো এক নির্ভীক প্রতিবাদী তরুণের। গণমানুষ এই তরুণকে আর কোনো দিন ভুলতে পারবে না। তিনি শহীদ আবু সাঈদ। ফ্যাসিবাদবিরোধী বিপুল রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের উজ্জ্বলতম প্রতীক। ইতিহাসের অম্লান এই তরুণকে শিল্পকলায় অভিষিক্ত করলেন দেশের বিশিষ্ট শিল্পী শহীদ কবির।

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থী, শহীদ হওয়ার পরে যাঁর স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার ফল প্রকাশিত হয়েছে, যা তিনি জেনে যেতে পারেননি, সেই বীর আবু সাঈদকে নিয়ে এচিং মাধ্যমে এক অনবদ্য চিত্রকলা করেছেন শহীদ কবির। অবশ্য গত ১৬ জুলাই শহীদ হওয়ার পর থেকেই আবু সাঈদ গণ-আন্দোলনের সাহস ও প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ছবি গণমাধ্যমসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেশ-বিদেশে বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অভ্যুত্থানের পরে সারা দেশে শিক্ষার্থীরা যেসব গ্রাফিতি করেন, তাতে আরও অনেক শহীদের প্রতিকৃতির সঙ্গে দুই বাহু প্রসারিত আবু সাঈদ উঠে এসেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে।

শহীদ আবু সাঈদকে শিল্পকর্মে আনার বিষয়টি কেমন করে ভেবেছিলেন শহীদ কবির? তিনি জানান, বছর দুয়েক আগে এচিংয়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি পোর্ট্রেট করেছিলেন। *প্রথম আলো* পত্রিকার অতিথিদের উপহার দেওয়ার জন্য সম্পাদক মতিউর রহমানের অনুরোধে তিনি সেই কাজ করেছিলেন। এর দুই শতাধিক কপি করা হয়েছিল। এবারও সম্পাদক তাঁকে অনুরোধ করেন *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অতিথিদের উপহার হিসেবে কবির আরেকটি প্রতিকৃতি করে দেওয়ার জন্য। শহীদ কবির বলেন, 'আমি তাঁকে বললাম, আবার নজরুল কেন, আবু সাঈদকে নিয়ে কেন আমরা কিছু ভাবছি না? তাঁকে নিয়ে হতে পারে এ সময়ের সদ্য এক ঐতিহাসিক ঘটনার শিল্পকর্ম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এটা খুব চমৎকার চিন্তা। বীর আবু সাঈদ জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের প্রধান প্রতীক। তাঁকে নিয়ে করা কোনো শিল্পকর্ম যদি আমাদের অতিথি, বন্ধু-সুহৃদদের উপহার দিই, তাহলে সেটি খুব ভালো বিষয় হয়। এটা বর্তমান সময়ের সঙ্গে ভালোভাবে যায়।" তিনি সম্মতি দেওয়ার পর আমরা কাজ শুরু করি।'

শিল্পী শহীদ কবির। ছবি : কবির হোসেন

শহীদ কবির বলেন, 'আবু সাঈদ একটা প্রতীক। পুলিশের গুলির মুখে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, আমার মনে হয়েছিল পুরো আন্দোলন-অভ্যুত্থানের প্রতীক হিসেবে তাঁকে নেওয়া যায়। এ জন্য আমি প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম। আমাকে ৮০০ কপি তৈরি করে দিতে বলা হয়েছিল। এচিং সম্পর্কে অনেকেই হয়তো জানেন, চিত্রকলার এটি অনেক সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ মাধ্যম। এটা খুব কঠিন কাজ ছিল। আর্ট হিসেবে নয়, টেকনিক্যালি খুব কঠিন। সাধারণত জিংক বা কপার প্লেটে এচিংয়ের ড্রয়িং করতে হয়। এটা প্রথমে নিডল দিয়ে কাটতে হয়। তারপর অ্যাসিড ও পানির দ্রবণে দিতে হয়। অ্যাসিড ধীরে ধীরে কাটা অংশগুলো খেতে থাকে। সময়ের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। এটা সরাসরি শুধু শিল্পীর আর্ট নয়। এটা শিল্পী, অ্যাসিড, মেশিন ও কাগজের একটা সম্মিলিত শিল্প। আর ৮০০ প্রিন্ট একা করা অসম্ভব। ইউরোপে যখন থাকতাম, তখন একটা এচিংয়ের ৫০-১০০টি প্রিন্ট করেছি। কিন্তু ৮০০ প্রিন্ট কখনো করিনি।'

কাজটি করার জন্য শহীদ কবির সহায়তা নেন তাঁর অনেক দিনের সহযোগী তরুণ শিল্পী ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভের (ইউডা) চারুকলার শিক্ষক ঢালী তমালকে। কাজটি শুরু হয় লালমাটিয়ার কিবরিয়া প্রিন্ট মেকিং স্টুডিওতে। তমাল ও তাঁর শিক্ষার্থীরা মিলে শহীদ কবিরের নেতৃত্বে চলে এই বিপুল কর্মযজ্ঞ।

কাজটি করতে গিয়ে প্রথম দুটি প্লেট নষ্ট হয়ে যায়। খুব মুষড়ে পড়েছিলেন শিল্পী শহীদ কবির। হাতে সময় ছিল মাত্র ২২ দিনের মতো। স্টুডিওতে আরও দুটি অতিরিক্ত প্লেট ছিল। সেই দুটিতে নতুন করে কাজ করেন। এতেই প্রায় ১০ দিন চলে যায়। এরপর শুরু হয় প্রিন্ট তোলার মহাব্যস্ততা। ঢালী তমাল বলেন, 'একটি প্লেটে এত প্রিন্ট অসম্ভব। তাই দুটি প্লেট করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সময় ও শ্রমসাধ্য কাজ। কাজের মান নিশ্চিত করতে খুব সতর্ক থাকতে হয়। প্রতিটি প্রিন্টের পরে প্লেট পরিষ্কার করে রং লাগাতে হয়। ফলে একটি প্রিন্ট তুলতেই প্রায় ২০ মিনিটের মতো সময় চলে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত কাজটি আমরা করতে পেরেছি। স্যারের সঙ্গে কাজ করে অনেক কিছু আমরা শিখতে পেরেছি। কাজটি সমসাময়িক ঘটনাকে ধারণ করেছে। আর পরিমাণের দিক থেকেও দেশে ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে সব থেকে বড়, তাই এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে আমরা সবাই খুব আনন্দিত।'

শহীদ কবির জানালেন, এত অল্প সময়ে এত বিপুল শিল্পকর্ম করা একটা অসাধ্য সাধন হয়েছে বলে মনে করে *প্রথম আলো*। সম্পাদক জানিয়েছেন, এগুলো তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপহার দেবেন। তাঁদের বাড়িতে, ঘরে, অফিসে এটা প্রদর্শিত হবে। এভাবে একজন শহীদ, একজন প্রতীক, একজন বীরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানানো হবে। আর *প্রথম আলোকে*ও ধন্যবাদ তারা মগ বা ফুলদানি উপহার দেওয়ার পরিবর্তে অতিথিদের শিল্পকর্ম উপহার দেওয়ার কথা ভেবেছে। আর সহশিল্পীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন, জুলাই-আগস্টের বিপ্লব বাংলাদেশের একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সমাজ ও ইতিহাসে দীর্ঘদিন এর প্রভাব থাকবে। আর আবু সাঈদের প্রতিকৃতি থেকে প্রাণিত এই শিল্পকর্ম বাংলাদেশের যেসব ছাত্রছাত্রী, তরুণ জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে অংশ নিয়েছেন, যাঁরা শহীদ হয়েছেন, যাঁরা আহত হয়েছেন, যাঁরা এখনো চিকিৎসাধীন, সবার প্রতি *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্মারক হয়ে থাকবে।

যক্ষ্মারোগীদের বিষণ্নতা চার গুণ বেশি

আন্তর্জাতিক সম্মেলন

বিষণ্নতার কারণে যক্ষ্মারোগী ঠিকমতো ফলোআপ চিকিৎসা করান না। তাই যক্ষ্মারোগীদের মৃত্যুহার বেশি।

শিশির মোড়ল, *বালি, ইন্দোনেশিয়া থেকে*

যক্ষ্মারোগীরা মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যক্ষ্মারোগীদের মধ্যে বিষণ্নতা যক্ষ্মা না থাকা মানুষের চেয়ে প্রায় চার গুণ বেশি। অন্যদিকে তীব্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের ২০ শতাংশকে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

যক্ষ্মা ও ফুসফুসের রোগবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চতুর্থ দিন গতকাল শুক্রবার দুটি পৃথক অধিবেশনে এ তথ্য দেওয়া হয়। গত মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার বালিতে পাঁচ দিনের এই সম্মেলন শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের তিন হাজারের বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।

গতকাল প্ল্যানারি অধিবেশনে যক্ষ্মারোগ ও মানসিক সমস্যা নিয়ে গবেষকেরা বক্তব্য দেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আনিকা সুইটল্যান্ড বলেন, যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি নানা কারণে মানসিক চাপে পড়েন। তাঁদের মধ্যে বিষণ্নতা ও অন্যান্য মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যক্ষ্মারোগীদের বিষণ্নতা যক্ষ্মা না থাকা মানুষের চেয়ে ৩ দশমিক ৭ গুণ বেশি।

প্যানেলিস্টরা বলেন, যক্ষ্মা চিকিৎসায় মানসিক সমস্যার বিষয়টি অনেকটাই উপেক্ষিত থেকেছে। তবে যক্ষ্মারোগীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব দিলে যক্ষ্মার প্রকোপ ও যক্ষ্মায় মৃত্যু কমে।

পাকিস্তানের গবেষক উজমা খান একটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের ঢাকা, পাকিস্তানের করাচি ও ফিলিপাইনের ম্যানিলা শহরে যক্ষ্মারোগীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন বলে জানান। তিনি বলেন, মনোবিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। ঢাকায় যক্ষ্মাসহ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভোগা ৫৯৭ জনের মধ্যে ২৬৩ জন বা ৪৪ শতাংশের মানসিক সমস্যা চিহ্নিত করা গেছে।

যক্ষ্মা থেকে সুস্থতার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার গুডম্যান মাকান্ডার ফুসফুসের কিছু অংশ ফেলে দিতে হয়েছে। এখন তিনি কেপটাউনে যক্ষ্মারোগীদের মানসিক সেবায় কাজ করেন। গুডম্যান মাকান্ডা বলেন, সেবাদাতাকে যক্ষ্মারোগী সম্পর্কে জানতে হবে। রোগীটি কে, কোথায় থাকেন, অর্থনৈতিক অবস্থা কী—সব আন্তরিকতার সঙ্গে জানতে হবে। রোগীকে না জানলে তাঁকে মানসিক সহায়তা দেওয়া যায় না।

অপুষ্টির শিকার শিশুর যক্ষ্মা বেশি

গতকাল সকালে একই সময়ে শিশুদের যক্ষ্মা নিয়ে দুটি পৃথক অধিবেশন হয়। একটি অধিবেশনে তীব্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ নিয়ে আলোচনা হয়। ডক্টরস উইদাউট বর্ডারসের প্রতিনিধি জেসমিন আরমার বলেন, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের তীব্র অপুষ্টির সঙ্গে অন্য কোনো রোগ থাকলে যক্ষ্মার ঝুঁকি বাড়ে। নাইজেরিয়া ও নাইজারে গবেষণা দেখা গেছে, অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর অন্য শিশুর তুলনায় যক্ষ্মায় বেশি আক্রান্ত হয়।

আইসিডিডিআরবিতে তীব্র অপুষ্টি নিয়ে ভর্তি থাকা শিশুদের যক্ষ্মা নিয়ে গবেষণা করছেন প্রতিষ্ঠানটির জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী মোহাম্মদ জুবায়ের চিশতি। তিনি বলেন, তীব্র অপুষ্টি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি পাঁচটি শিশুর একটি যক্ষ্মায় আক্রান্ত।

তিন মাস পর চালু হলো সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন

প্রতিনিধি, *সিরাজগঞ্জ*

টানা ৩ মাস ১০ দিন বন্ধ থাকার পর সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরু হলো। গতকাল শুক্রবার ভোর ৬টায় পৌর শহরের বাজার স্টেশন থেকে আটটি বগিতে ৪২ জন যাত্রী নিয়ে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়।

সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনের বুকিং সহকারী কবির হোসেন বলেন, 'গত দুই দিনে এই স্টেশনে ৪২টি টিকিট বিক্রির বিপরীতে ১০ হাজার ১৩৫ টাকা জমা হয়েছে। পূর্বঘোষিত সময়েই আজ সকাল ৬টায় আটটি বগিতে ৪২ জন যাত্রী নিয়ে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। আজ ছুটির দিন থাকায় ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলক কম হয়েছে।'

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ৪ আগস্ট বাজার স্টেশন ও বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিমপাড়ের শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশনে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ কারণে স্টেশন দুটির কার্যক্রম ও সিরাজগঞ্জ-ঢাকার মধ্যে চলাচল করা একমাত্র সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

'কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি'

চট্টগ্রামের রাউজান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

'সবার মুখে ছিল মুখোশ। ২০ থেকে ২৫ জন হবে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে। কেউ কেউ কোপাতে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পেরেছি, পালিয়েছি।'

গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের রাউজানে একদল মুখোশধারীর হামলায় আহত মো. জসিম উদ্দিন (৫০) এভাবেই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। গতকাল শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে কথা হয় তাঁর সঙ্গে। সেখানে তিনি ছাড়াও একই ঘটনায় আহত দুই ব্যক্তি ভর্তি আছেন।

উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের নিরামিষপাড়া গ্রামের আসদ আলী মাতব্বরপাড়া মসজিদ এলাকায় রাত সাড়ে ১০টার দিকে গুলির ঘটনা ঘটে। এতে ১২ থেকে ১৫ জন গুলিবদ্ধ হন। এর মধ্যে ১১ জনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন ভর্তি আছেন তিনজন।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে। স্থানীয় দোকানি মহিউদ্দিন সড়ক ধরে নোয়াপাড়া সদর থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। সড়কটি অন্ধকার থাকায় তিনি হামলাকারীদের দেখেননি। তারা মহিউদ্দিনকে মারধর ও কুপিয়ে আহত করে। খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন জড়ো হয়ে ঘটনাস্থলে গেলে মুখোশধারীরা এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যে বাড়ির লোকজন আহত হয়েছেন, সেটি নোয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খায়েজ আহমদের পুরোনো বাড়ি নামে পরিচিত। তাঁর ছেলে কামাল উদ্দিনের ওপর হামলা করার জন্যই মুখোশধারীরা গিয়েছিল। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

অন্যদিকে হামলাকারীরা চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম আকবর খন্দকারের অনুসারী বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এ বিষয়ে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, এ ঘটনায় দলীয় কারও সম্পৃক্ততা পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাউজান থানার ওসি মীর মাহাবুবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, রাউজানে বিএনপির দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে। সন্ত্রাসীদের হামলায় ১২ থেকে ১৫ জন সাধারণ মানুষ গুলিবিদ্ধ হন।

ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে গতকাল শুক্রবার সকাল আটটা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় দুই নারীসহ তিন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৭৪ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ওই তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটির করপোরেশন (ডিএসসিসি) এলাকার হাসপাতালে।

নতুন ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩৩ জন ভর্তি হয়েছেন ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোয়। এর বাইরে ডিএসসিসিতে ৭৪, রাজশাহী বিভাগে ৬৬, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬১, খুলনা বিভাগে ৫৬, মহানগরের বাইরে ঢাকার অন্যান্য জেলায় ৫৪, ময়মনসিংহ বিভাগে ২০, সিলেট বিভাগে ৫, রংপুর বিভাগে ৩ ও বরিশাল বিভাগে ২ জন রয়েছেন।

দেশে চলতি বছর গতকাল সকাল পর্যন্ত ৩৯৯ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আর ১ জানুয়ারি থেকে এ সময়ের মধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৬০১। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩১ জনসহ হাসপাতাল থেকে এ পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন ৭৩ হাজার ১২৬ ডেঙ্গু রোগী।

উত্তরণ প্রতিদিন

১৫ নভেম্বর, ২০২৪
৩০ কার্তিক, ১৪৩১
১২ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- ‘আগুনপাখি’ উপন্যাসটির লেখক কে?

  উত্তর: হাসান আজিজুল হক। (মৃত্যু: ১৫ নভেম্বর, ২০২১)

- দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর’ এর নতুন নাম কী?

  উত্তর: ‘জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ বা এনএসইজেড। (মিরসরাই, চট্টগ্রাম)

- দেশের সর্ববৃহৎ ফিল্ম সিটি ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি’-র নতুন নাম কী?

  উত্তর: ‘বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি’।

- বাংলাদেশে কত সালে রোহিঙ্গা সংকটের শুরু হয়?

  উত্তর: ১৯৭৮ সালে।

- নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কত বছরের কর অব্যাহতি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার?

  উত্তর: ১০ বছর।

- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে কাকে নিয়োগ করেছেন?

  উত্তর: তুলসী গ্যাবার্ড।

- বিশ্বজুড়ে মোট কতজন মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত?

  উত্তর: প্রায় ৮০ কোটি। (সূত্র: ল্যানসেট)

- APEC-এর বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র কতটি?

  উত্তর: ২১টি। (প্রতিষ্ঠা সাল : ১৯৮৯)

১৫ নভেম্বর, ২০২৪

- বর্তমানে(২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাস শেষে) বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা- ৮৫৮৬ মিটার।
- কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতশৃঙ্গের অবস্থান- ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায়।
- ল্যানসেটের গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে,বিশ্বে ডায়াবেটিস আক্রান্ত- ৮০ কোটি মানুষ।
- এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা(এপেক) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৯ সালে।
- এপেকের বর্তমান সদস্য- ২১টি দেশ।
- এপেকভুক্ত দেশগুলো থেকে আসে বৈশ্বিক জিডিপির- প্রায় ৬০ শতাংশ।

জাতীয় সংবাদ:

তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৪
রোজ: শুক্রবার

✍ দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চলের নতুন নাম কী?

উত্তর: 'জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' বা এনএসইজেড।

[চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত দেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর'-এর নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' বা এনএসইজেড। সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের সময় দেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম সম্প্রতি পরিবর্তন করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় শিল্পনগরটির নাম পরিবর্তন করা হলো, যেখান থেকে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' শব্দগুলো বাদ পড়েছে।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
জাগো নিউজ

✍ জলবায়ু সংকটে চরম ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের কি পরিমান বার্ষিক ক্ষতি হচ্ছে?

উত্তর: ১২ বিলিয়ন ডলার।

[জলবায়ু সংকটে চরম ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের চাহিদা বছরে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার (১ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা)। অথচ অনুদান হিসেবে বাংলাদেশ পাচ্ছে ৩৪০ থেকে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার। এর বাইরে ঋণ পাচ্ছে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন ডলার। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে কপ ২৯-এর আসরে এই তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
সংবাদ সারাবেলা

✍ বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' আঘাত হানে –

উত্তর: ১৫ নভেম্বর, ২০০৭।

[২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর রাতে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় 'সিডরের' আঘাতে উপকূলীয় অঞ্চল লন্ডভন্ড হয়ে যায়। শত শত মানুষ, গবাদি পশু ও বন্যপ্রাণীর জীবন প্রদীপ নিভে যায়। নিখোঁজ হয় বহু মানুষ। সেদিন মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয় দক্ষিণাঞ্চলের ৩০ জেলার দুই শতাধিক উপজেলা। বিধ্বস্ত হয় ৬ লাখ মানুষের বসতবাড়ি, ফসলের ক্ষেত।] সূত্র- ঢাকা পোস্ট।

Image Ref.
বাংলা নিউজ

✍ দেশের সর্ববৃহৎ ফিল্ম সিটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: কবিরপুর, গাজীপুর।

[সম্প্রতি দেশের আরও কিছু প্রতিষ্ঠান ও সেবার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। সেখানেও বাদ দেওয়া হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের' নাম। যেমন সম্প্রতি গাজীপুরের কবিরপুরে অবস্থিত দেশের সর্ববৃহৎ ফিল্ম সিটির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। আগের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি' নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম 'বাংলাদেশ ফিল্ম সিটি' করা হয়েছে।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image ref.
দ্য রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২৪
রোজ: শুক্রবার

✍ জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে কে মনোনীত হয়েছেন?

উত্তর: এলিস স্টেফানিক।

[যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে এলিস স্টেফানিককে মনোনয়ন দিয়েছেন। অর্থাৎ সব ঠিক থাকলে ট্রাম্পের পরবর্তী মেয়াদে জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করবেন নিউইয়র্কের রিপাবলিকান পার্টির নারী কংগ্রেস সদস্য এলিস।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
Prothom alo

✍ 'মার্সলিংক' এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর: ইলন মাস্ক।

[মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ চালু করতে স্টারলিংকের আদলে মঙ্গল গ্রহে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন ইলন মাস্ক। নতুন এ উদ্যোগের আওতায় মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে একাধিক স্যাটেলাইট পাঠাবে ইলন মাস্কের নতুন প্রতিষ্ঠান 'মার্সলিংক'। নাসার সহায়তায় স্যাটেলাইট পাঠানোর এই পরিকল্পনা করেছেন ইলন মাস্ক। মঙ্গল গ্রহে এ ধরনের স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক চালু হলে সেখান থেকে পৃথিবীতে দ্রুত যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হবে।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
The Daily Galaxy

✍ ২০২৪ সালে এশিয়া প্যাসিফিক শীর্ষ সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে?

উত্তর: লিমা, পেরু।

[এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (অ্যাপেক) শীর্ষ সম্মেলন শনিবার (১৬ নভেম্বর) দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে অনুষ্ঠিত হবে। আঞ্চলিক বাণিজ্য উদারীকরণের লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে ২১টি অর্থনৈতিক দেশকে নিয়ে অ্যাপেক গঠিত হয়। অ্যাপেকভুক্ত দেশগুলো যৌথভাবে বিশ্বের জিডিপির ৬০ শতাংশ ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের ৪০ শতাংশেরও বেশি প্রতিনিধিত্ব করে।] সূত্র- বাসস।

Image Ref.
Bangla tribune

✍ যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে হতে যাচ্ছেন?

উত্তর: পিট হেগসেথ।

[যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হচ্ছেন পিট হেগসেথ। তিনি রক্ষণশীল মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের উপস্থাপক। হেগসেথ মিনেসোটা অঙ্গরাজ্য থেকে সিনেট নির্বাচনে লড়েছিলেন। এছাড়া, নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ফ্লোরিডার সিনেটর মার্কো রুবিও, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সিনেটর মাইকেল ওয়ালৎস আর পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার (ইপিও) প্রধান হচ্ছেন ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের মিত্র লি জেলডিন।] সূত্র- প্রথম আলো।

Image Ref.
Independent
Television

আজকের

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব তৈরি পোশাক কারখানাটি কোন দেশে অবস্থিত?

ক. বাংলাদেশ খ. চীন
গ. ভিয়েতনাম ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া

২. বর্তমানে দেশে 'লিড' (LEED) সনদপ্রাপ্ত কয়টি পোশাক কারখানা রয়েছে?

ক. ১২৯টি খ. ২৭২টি
গ. ৩১টি ঘ. ২৩০টি

৩. যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হিসেবে সম্প্রতি কে নিয়োগ পেয়েছেন?

ক. তুলসী কুমার খ. জন্ র‍্যাটক্লিফ
গ. উইলিয়াম বার্নস ঘ. তুলসী গ্যাবার্ড

৪. নিচের কোনটি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা?

ক. CIA খ. FBI
গ. NSA ঘ. সবগুলো

৫. 'পাতালে হাসপাতালে' গল্পগ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. হাসান আজিজুল হক
গ. হুমায়ুন আজাদ ঘ. হাসান হাফিজুর রহমান

৬. বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (BPL) ক্রিকেটের একাদশতম আসরের মাস্কটের নাম কী?

ক. বিপ্লব খ. ডানা ৩৬
গ. পায়রা ঘ. ব্রেইজ

৭. 'পদ্মাবতী' কার রচিত নাটক?

ক. সঞ্জয় লীলা বানসালি খ. মালিক মুহম্মদ জায়সী
গ. আলাওল ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৮. নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকার সম্প্রতি কত বছরের জন্য কর অব্যাহতি ঘোষণা করেছে?

ক. ৫ বছর খ. ৮ বছর
গ. ১০ বছর ঘ. ১৫ বছর

৯. 'আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপ' (ICG) কোন দেশভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা?

ক. যুক্তরাজ্য খ. বেলজিয়াম
গ. সুইজারল্যান্ড ঘ. ফ্রান্স

১০. 'এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন' (ACU)- এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?

ক. দিল্লি খ. ম্যানিলা
গ. ঢাকা ঘ. তেহরান

সঠিক উত্তর:

১. ক	২. ঘ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. খ	৬. খ	৭. ঘ	৮. গ	৯. খ	১০. ঘ

এক ছকেই সব চাকরির প্রস্তুতি

বিসিএস, বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সব মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ পরীক্ষার **ইংরেজি** বিষয়ের প্রস্তুতি

আতিক জাফর
সহকারী পরিচালক (জেনারেল)
বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিকল্পনা করে পড়াশোনা করলে একসঙ্গেই একাধিক চাকরির প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব। ছবি : কালের কণ্ঠ

চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় ইংরেজি ও বাংলা হচ্ছে প্রায় কমন বিষয়। ইংরেজি 'ব্যাকরণ ও সাহিত্যে'র বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।
প্রার্থীর অবস্থাভেদে এখানে প্রস্তুতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে–
১. বেসিক প্রিপারেশন, ২. মিডিয়াম প্রিপারেশন ও ৩. অ্যাডভান্স প্রিপারেশন।

■ বেসিক প্রিপারেশন : পুরো প্রস্তুতির ৭০ শতাংশ সম্পন্ন করা যাবে বা করতে হবে এই ধাপে। যাঁরা সদ্য স্নাতক পাস করেছেন অথবা চাকরির জন্য একেবারে শুরু থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য এই ধাপটি খুবই কার্যকর। এই ধাপে সময় লাগবে ৩-৪ মাস।
■ মিডিয়াম প্রিপারেশন : যাঁদের বেসিক প্রিপারেশন শেষ, তাঁরা এই পর্যায় থেকে প্রস্তুতি শুরু করবেন। এ ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যাকরণ ও সাহিত্যের ৯০ শতাংশ প্রস্তুতি শেষ হয়ে যাবে। এই ধাপে সময় লাগবে ২-৩ মাস।
■ অ্যাডভান্স প্রিপারেশন : যাঁরা এরই মধ্যে বেসিক এবং মিডিয়াম প্রিপারেশন শেষ করেছেন, তাঁদের জন্য অ্যাডভান্স প্রিপারেশন ধাপটি কাজে দেবে। এর জন্য সময় লাগবে ৩-৪ মাস।

■ প্রস্তুতির ছক এমন হতে হবে, যাতে এক প্রস্তুতিতেই বিসিএস, ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়
■ পুরো প্রস্তুতির ৭০ শতাংশ সম্পন্ন করতে হবে প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ বেসিক ধাপে

বেসিক প্রিপারেশন

১. গ্রামার পার্ট : গ্রামার অংশের জন্য 'CLIFF'S TOEFL' বইটি খুবই জনপ্রিয়। গ্রামার বোঝার জন্য এর বিকল্প বই নেই বললেই চলে। গ্রামার অংশ ভালোভাবে বুঝতে হলে এই বইয়ের ৩৯ থেকে ২৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভালোমতো বুঝে পড়তে হবে। এই অংশে ৫২টি এক্সারসাইজ এবং চারটি মিনিটেস্ট সম্পন্ন করতে হবে।
২. 'CLIFF'S TOEFL'-এর গ্রামার টপিক ছাড়াও বাজারের প্রচলিত বই থেকে এই টপিকগুলো সম্পন্ন করতে হবে : i. Suffix & Prefix, ii. Appropriate preposition, iii. Group verbs, iv. Voice change, v. Narration, vi. Identification of phrase & clause (এ অংশের জন্য Peterson TOEFL খুব ভালো), vii. Correction, viii. Pin point error, ix. Phrase & idioms, x. One word substitutions, xi. Analogy।
৩. ভোকাবুলারি অংশের জন্য সাইফুরস 'Students Vocabulary' বই থেকে লেভেল ১ ও লেভেল ২ (বাংলা অর্থ এবং দুটি করে Synonyms ও Antonyms-সহ পড়ে এবং নোট করতে হবে।
৪. বিসিএস বিগত বছরের প্রশ্ন (শুধু ইংলিশ গ্রামার অংশটুকু উত্তরগুলো পড়তে হবে, সাহিত্য অংশটুকু বাদে)।
৫. বিগত দুই বছরের Vocabulary প্রশ্নাবলি (যেকোনো প্রশ্নব্যাংক থেকে শুধু উত্তরগুলো পড়ে নিতে হবে)।

মিডিয়াম প্রিপারেশন

১. 'বেসিক প্রিপারেশন' শেষ হলেই মিডিয়াম প্রিপারেশন ধাপ শুরু করতে হবে।
২. গ্রামার অংশের যে বিষয়গুলো এর আগে 'Cliffs TOEFL'-এ ও অন্যান্য বই থেকে পড়া হয়েছে, সেগুলোর প্রশ্নের এমসিকিউ, অনুশীলনী প্র্যাকটিস করতে হবে এই ধাপে। বাজারের প্রচলিত ভালো কোনো বই থেকে এই প্রস্তুতি নিতে পারেন।
৩. 'সাইফুর'স স্টুডেন্ট ভোকাবুলারি' বইয়ের লেভেল ৩-এর ওয়ার্ডগুলো আগের নিয়মে পড়তে হবে।
৪. 'Cliffs TOEFL' বই থেকে ৬টি প্র্যাকটিস টেস্টের (৩২৫ নম্বর পৃষ্ঠা) শুধু সেকশন ২ পড়তে হবে।
৫. Vocabulary অংশের জন্য GRE Bigbook High frequency 333 words-গুলো পড়ে ফেলুন। এগুলো অনলাইনে খোঁজ করলে পিডিএফ আকারে পাবেন।
৬. বিসিএসের বিগত বছরের প্রশ্ন, বিশেষ করে ইংলিশ লিটারেচার অংশটুকু পড়ুন। এটি পড়লে ইংলিশ লিটারেচার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন। যাঁরা বিসিএস প্রত্যাশী, তাঁরা 'অ্যাডভান্স প্রিপারেশন' ধাপে ইংলিশ লিটারেচার প্রিপারেশন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
৭. জব সলিউশন থেকে বিগত ২ বছরের সব ইংরেজি প্রশ্ন (সম্পূর্ণ গ্রামার ও লিটারেচার পার্ট) অনুশীলন করুন।
৮. 'মেন্টরস Qbank' বই থেকে কিছু নির্দিষ্ট টপিকের শুধু অনুশীলনীর প্রশ্নাবলি পড়তে হবে। যেমন : One word substitution, Analogy, Phrase & idioms, Correction, Pin point error, Proverb's, Suffix- prefix।

অ্যাডভান্স প্রিপারেশন

১. বেসিক এবং মিডিয়াম প্রিপারেশন ধাপ শেষ করার পর প্রার্থীরা এই ধাপ শুরু করবেন। প্রার্থীর প্রস্তুতি শুরুর ৪-৬ মাস পরের ধাপ এটি।
২. শুধু বিসিএস প্রার্থীদের ইংলিশ লিটারেচার অংশের প্রস্তুতি (পিএসসি প্রণীত সিলেবাস অনুসারে) নিতে হবে। যাঁরা বিসিএস দেবেন না, তাঁদের জন্য এই লিটারেচার পার্টটির প্রয়োজন নেই।
৩. গ্রামার সেকশনের জন্য 'মেন্টরস Qbank' বইটির সব গ্রামার টপিকের শুধু অনুশীলনী চর্চা করতে হবে।
৪. বিসিএস বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখবেন।
৫. বিগত ১০ বছরের জব সলিউশন (গ্রামার ও লিটারেচার পার্ট) পড়ার চেষ্টা করবেন।
৬. 'মেন্টরস Qbank' থেকে কিছু নির্দিষ্ট টপিকের বিস্তারিত পড়তে হবে। যেমন : One word substitution, Analogy, Phrase & idioms, Correction, Pin point error, Proverb's, Suffix-prefix।
৭. ভোকাবুলারি অংশে ভালো করতে ওয়ার্ড স্মার্ট (১ ও ২)-এর ১৫০০ শব্দের অর্থগুলো পড়তে হবে। তবে এখানে যেহেতু বেসিক এবং মিডিয়াম প্রিপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে, তাই ৫০-৬০ শতাংশ শব্দ কমন পাবেন, যা বেসিক ও মিডিয়াম প্রিপারেশন ধাপে রয়েছে।
৮. রিডিং কম্প্রিহেনশনের জন্য এই পর্যায়ে 'Cliffs TOEFL' থেকে প্র্যাকটিস টেস্ট ৬ (সেকশন ৩) অংশটি অনুশীলন করুন।
৯. ট্রান্সলেশনের জন্য সম্পাদকীয় সম্পর্কিত বাজারের প্রচলিত সাম্প্রতিক প্রকাশনাগুলো অনুশীলন করুন।
১০. ফোকাস রাইটিংয়ের জন্য বাজারের যেকোনো প্রচলিত নামি বই কিনে চর্চা করতে হবে। এ ছাড়া নিয়মিত পত্রিকা (অন্তত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) পড়ার চেষ্টা করুন।
এ ছাড়া GMAT Sentence correction, SAT-এর কম্প্রিহেনসিভ টেস্টগুলো থেকে চর্চা করা যেতে পারে।

রেফারেন্স বই

১. Cliffs TOEFL
২. Peterson TOEFL
৩. Master By Jahangir/English for competitive exam
৪. মুহিদস সম্পাদকীয়/অনুবাদ বিদ্যা/প্রিসেপটরস ট্রান্সলেশন
৫. Barrons 333 word (PDF)
৬. Saifurs Student Vocabulary
৭. Word smart 1 and 2
৮. Mentor's English Qbank
৯. জব সলিউশন (বাজারে প্রচলিত)
১০. A handbook of english literature (বিসিএস প্রার্থীদের জন্য)

গ্রন্থনা : এম এম মুজাহিদ উদ্দীন

[আগামী সংখ্যায় বাংলা বিষয়ের প্রস্তুতি]